কিশোর ক্লাসিক

ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট-এর

# চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

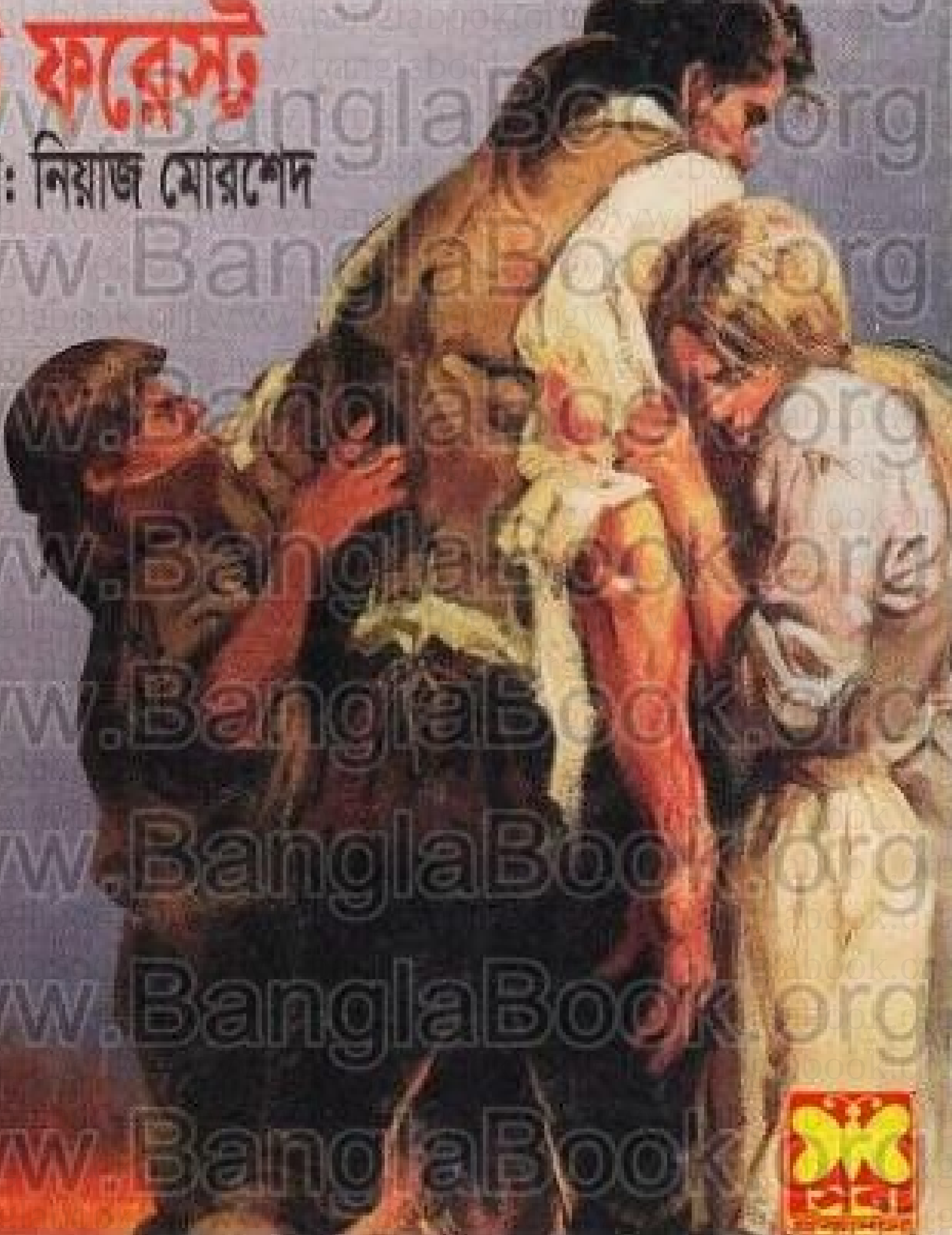

সেবা

The Online Library of Bangla Books

## লেখক পরিচিতি

ক্যাপ্টেন ফ্রেডারিক ম্যারিয়াটের জন্ম লন্ডনে ১৭৬২ সালে। ১৮০৬ সালে তিনি নৌবাহিনীতে যোগ দেন মিড-শিপম্যান হিসাবে। যখন অবসর নেন তখন তিনি ক্যাপ্টেন। নৌবাহিনীতে থাকবার সময় তিনি যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তারই ফসল তাঁর সমুদ্রভিত্তিক গল্প, উপন্যাসগুলো। তাঁর সবচেয়ে নামকরা বই সম্ভবত 'মিস্টার মিড-শিপম্যান ইজি'।

১৮৪০ সালে তিনি নরফোকের ল্যাঙহামে এক খামারে বসবাস শুরু করেন। এই সময় থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি ছোটদের জন্য গল্প, উপন্যাস রচনা করে যান। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী 'চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট' সেগুলোরই একটি।

১৮৪৮ সালে মারা যান ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট।

# এক

নভেম্বর। ষোলোশো সাতচল্লিশ। নিউ ফরেস্ট জঙ্গল।

মাথার উপর থেকে সরে এসে সবেমাত্র পশ্চিমাকাশে হেলতে শুরু করেছে সূর্য।

নাদুসনুদুস ছোট্ট হরিণটা দেখেই একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল বুড়ো জ্যাকব আর্মিটেজ। গুড়িমেরে নিঃশব্দে এগোতে লাগল উঁচু ফার্ন ঝোপের আড়ালে আড়ালে।

হরিণ শিকারে ওস্তাদ বুড়ো। যতক্ষণ না হরিণটা বন্দুকের পাল্লায় এল ততক্ষণ অদ্ভুত দক্ষতায় এগিয়ে গেল সে। একটুও শব্দ হলো না। লম্বা নলওয়ালা বন্দুকটা তুলল কাঁধ সমান উঁচুতে। নিশানা ঠিক করল। এবার ঘোড়া টানবে। ঠিক এই সময় ঘাস খাওয়া থামিয়ে মাথা উঁচু করল হরিণটা। এক মুহূর্ত কান খাড়া করে রইল। তারপর চোখের নিমেষে একটা লাফ দিয়ে হারিয়ে গেল বড় বড় গাছের আড়ালে।

বন্দুক নামিয়ে নিল জ্যাকব। হরিণটার মতই কান খাড়া করল। ঘাসে ছাওয়া মাটির উপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই বুড়ো দেখল, টগবগিয়ে ছুটে আসছে একদল অশ্বারোহী।

যতটা সম্ভব নিচু হয়ে বসল জ্যাকব ফার্ন ঝোপের আড়ালে। মুখটা সামান্য উঁচু করে পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিল। হরিণটা যেখানে চরে বেড়াচ্ছিল সেই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেছে ঘোড়সওয়ার দলটা। ওরা যেন দেখতে না পায় সেজন্য আস্তে পিছিয়ে এসে একটা ঘন কাঁটা-ঝোপের আড়ালে বসল বুড়ো। ভাল করে তাকাল এবার। হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। পার্লামেন্টারি বাহিনীর সৈনিক। অনেকে ওদের রাউন্ডহেড সৈনিকও বলে। ওদের শিরোস্ত্রাণের আকার গোল বলেই এ-নাম।

জ্যাকব আর্মিটেজ মনেপ্রাণে রয়্যালিস্ট অর্থাৎ রাজার সমর্থক। গৃহযুদ্ধের আগে রাজার বনরক্ষী হিসাবে কাজ করত। পার্লামেন্টারি বাহিনী বা রাউন্ডহেডরা যে রাজার শত্রু তা সে ভাল করেই জানে। এবং এখন রাউন্ডহেডদের এই দলটা এই নিউ ফরেস্টে কেন তা-ও বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি।

প্রায় পাঁচ বছর আগে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে ইংল্যান্ডে। পার্লামেন্টারিয়ানরা বিদ্রোহ করেছিল রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে। সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। গত পাঁচ বছর ধরে রাজার অনুগত বাহিনী প্রিন্স র‍্যুপার্টের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল হয়নি কোন। বরং

ক্যাভালিয়ার অর্থাৎ রাজার অনুগত সৈনিকদের সংখ্যা কমতে কমতে শোচনীয় পর্যায়ে নেমে আসে। রাজা বন্দী হন পার্লামেন্টারিয়ানদের হাতে। হ্যাম্পটন কোর্টে আটকে রাখা হয় তাঁকে। তারপর থেকে জেনারেল ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারি বাহিনীই মূলত ইংল্যান্ড শাসন করছে।

কিন্তু শোনা যাচ্ছে ক'দিন আগে নাকি রাজা চার্লস পালিয়েছেন হ্যাম্পটন কোর্ট কারাগার থেকে। সঙ্গে আছেন স্যার জন বার্কলে, অ্যাশবার্নহ্যাম এবং লেগ। ঘোড়ার খুরের দাগ দেখে নাকি বোঝা গেছে তাঁরা হ্যাম্পশায়ারের দিকে এসেছেন। পার্লামেন্টারিয়ানদের ধারণা, চার্লস এখন বিশ্বস্ত কিছু সঙ্গীকে নিয়ে এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বনভূমিরই কোথাও লুকিয়ে আছেন। তাঁর বন্ধুরা একটা জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারলেই পালাবেন ফ্রান্সে। এদিকে রাজাকে ধরবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে রাউন্ডহেডরা। হ্যাম্পশায়ারে যত বন জঙ্গল আছে সব চষে ফেলছে তারা।

জ্যাকব আন্দাজ করল, সামনের ওই সেনাদলটা রাজার খোঁজেই এসেছে নিউ ফরেস্টে। যতক্ষণ না ওরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে ততক্ষণ লুকিয়ে থাকবে, ঠিক করল সে। কারণ রাজার শত্রু যে রাজার সমর্থকেরও শত্রু এটুকু বুঝবার বুদ্ধি তার আছে।

কিন্তু হতাশ হতে হলো বুড়োকে। দলটা চলে গেল না। আসতে আসতে ওর প্রায় বিশ গজের ভিতর চলে এল। তারপর উচ্চকণ্ঠে একটা নির্দেশ শোনা গেল, 'থামো।'

লাগাম টেনে ধরল সৈনিকরা। বিশাল এক ওক গাছের নিচে ঘোড়াগুলো থামল। আরোহীরা যখন লাফ দিয়ে নামছে, খাপের ভিতর ঠক ঠক শব্দ তুলল তাদের বাঁকা তলোয়ারগুলো। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে জ্যাকবের। তার আর সৈনিকদের মাঝে এক মাত্র আড়াল কাঁটা ঝোপটা। যে কোন মুহূর্তে সৈনিকদের চোখে পড়ে যেতে পারে সে। ঘাড় গুঁজে কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল জ্যাকব। কিছুই ঘটল না। অবশেষে একটু একটু করে আবার মাথা তুলল। দেখল, ফার্ন পাতা মুঠো করে ছিঁড়ে নিয়ে ঘোড়াগুলোর গা ডলে দিচ্ছে সৈনিকরা। গাট্টাগোট্টা স্বাস্থ্যবান এক লোক— সৈনিকদের দলনেতা সম্ভবত—তার ঘোড়ার গলার কাছে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

'আধ ঘণ্টা, তার বেশি এক মিনিটও না।' তাকে বলতে শুনল বুড়ো, 'এর ভেতরেই যা দলাই মলাই সব সেরে নাও। কারও যদি খিদে পেয়ে থাকে, খেয়ে নিতে পারো; পরে আর সময় পাবে না।'

'শুনেছি এই জঙ্গল নাকি লম্বায় চওড়ায় বিরাট,' অন্য একজন বলল, 'না জেনেশুনে কতক্ষণ কোথায় ঘুরে বেড়াব? তার চেয়ে আমাদের জেমস সাউথউওল্ড-এর কাছে শুনে নিলেই পারি কোথায় কোথায় খুঁজতে হবে। এই বনেরই কোথায় নাকি ও বড় হয়েছে, নিশ্চয় এখানে কোথায় কি আছে ও জানে ভাল করে।'

দীর্ঘদেহী, চটপটে এক লোক এগিয়ে এল।

'হ্যাঁ, এই বনে আমি বড় হয়েছি,' বলল সে। 'আমার জন্মও এখানে। আমার বাবা এখানে বনরক্ষী ছিল।'

লোকটাকে চিনতে পারল জ্যাকব। এককালে ভালই পরিচয় ছিল ওর সাথে। অন্যান্য অনেক বনরক্ষীর সাথে সাউথউওল্ড-ও যোগ দিয়েছিল রাজার অনুগত বাহিনীতে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে, শত্রু পক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছে! মর্মাহত হলো বুড়ো। ছেলেটাকে ভাল বলেই জানত, পছন্দ করত; ওর পক্ষে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব কখনও ভাবতে পারেনি।

'আচ্ছা! তাই নাকি, জেমস সাউথউওল্ড?' দলনেতা বলল। 'তা হলে তো এ তল্লাটের অন্ধি-সন্ধি সব তোমার চেনা। কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকা যায় নিশ্চয়ই জানো। ওই ব্যাটা চার্লস কোথায় লুকোতে পারে আন্দাজ করতে পারছ কিছু?'

'আর্নউডের মাইলখানেকের ভেতর ছোট্ট একটা বনঘেরা উপত্যকা আছে,' জবাব দিল জেমস সাউথউওল্ড, 'আমরা যতজন আছি তার দ্বিগুণ লোকও যদি ওখানে বসে থাকে, বাইরে থেকে কিছুই দেখা যাবে না।'

'তা হলে চলো, আগে ওখানেই যাব,' জবাব দিল দলনেতা। 'কী বললে জায়গাটার নাম, আর্নউড? ক্যাভালিয়ার কর্নেল বিভারলির সম্পত্তি না?'

'হ্যাঁ।'

'নেসবির যুদ্ধে মরেছে ব্যাটা?'

'হ্যাঁ। এককালে বেচারার অনেক এল* ধ্বংস করেছি।'

'আজ আরেকবার করবে,' বলল দলনেতা। 'ভাল এল শুধু ক্যাভালিয়াররাই খাবে তা কী করে হয়? তোমার ওই উপত্যকায় খুঁজব প্রথমে, তারপর সোজা যাব আর্নউডে।'

'কপাল ভাল হলে চার্লসকে ওখানে পেয়ে যেতেও পারি,' অন্য একজন বলল।

'দিনের বেলায় সে সম্ভাবনা কম,' জবাব দিল দলনেতা। 'তবে রাতে আশা আছে। রাজা তো, মাথার ওপর ছাদ না থাকলে ঘুম হয় না। যতক্ষণ না ভাল করে আঁধার নামে, অপেক্ষা করব আমরা, তারপর ঢুকব বিভারলির বাড়িতে।'

'অনেক ক্যাভালিয়ারের বাড়িতেই আমি তল্লাশি চালিয়েছি,' এবার আরেকজন বলল, 'কখনও লাভ হয়নি। ওদের বাড়ির দেয়ালে, ছাদে, মেঝের নীচে এতসব গোপন পথ, কুঠুরি থাকে, যে হাজার খুঁজেও শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় না।'

---

* এক ধরনের মদ

'জানি,' দলনেতা বলল। 'কিন্তু আমি, ওই চার্লস ব্যাটা যদি ওখানে থাকে, ঠিকই খুঁজে বের করব। আমি এমন কায়দা জানি, ও নিজেই সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে।'

'কী রকম?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সাউথউওল্ড।

'আগুন আর ধোঁয়া, বুঝলে, মাটির নীচেও যদি লুকিয়ে থাকে ঠিকই বের করে আনবে ওকে। আমি দরকার হলে আশপাশে বিশ মাইলের ভেতর যত ঘর-বাড়ি আছে সবগুলোয় আগুন দেব। জেমস সাউথউওল্ড, আর্নউডের বাড়িটার কোথায় কি আছে তুমি ঠিকমতো জানো?'

'একতলার কোথায় কি আছে ভাল করেই জানি– কর্নেলের দপ্তর, রান্নাঘর, তলকুঠুরি। অবশ্য উপরতলার কথা জানি না। উপরে ওঠার সুযোগ কখনও হয়নি।'

'কিচ্ছু এসে যায় না। নিচতলার দরজা পর্যন্ত যদি নিয়ে যেতে পারো তা হলেই চলবে।'

'তা পারব, মিস্টার ইংগ্রাম।'

'বেশ, বেশ, সাউথউওল্ড। চলো তা হলে রওনা হওয়া যাক। কই, হে, তোমরা তৈরি? এখান থেকে সোজা ওই উপত্যকায় যাব। রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করব সেখানে। তারপর যাব আর্নউডে। চারপাশ থেকে বাড়িটা ঘিরে ফেলে আগুন ধরিয়ে দেব। একজনও যেন পালাতে না পারে সেটা দেখতে হবে তোমাদের। কেউ বেরোনোর চেষ্টা করলেই গুলি– মনে থাকবে?'

ঘাড় কাত করল সব ক'জন রাউন্ডহেড।

'চলো এবার। সবাই ঘোড়ায়।' নির্দেশ দিল দলনেতা।

লাফিয়ে ঘোড়ায় চাপল সৈনিকরা। ঝড়ের বেগে ছুটল আর্নউডের দিকে। পথ দেখাচ্ছে সাউথউওল্ড।

ওরা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জ্যাকব, তারপর উঠে দাঁড়াল। রাউন্ডহেডরা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত; ঝুঁকল আবার বন্দুকটা তুলে নেওয়ার জন্য। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ঈশ্বরের হাত আছে এতে, হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, না হলে আজই কেন আমি কুকুর ছাড়া শিকারে আসব? কুকুর সঙ্গে থাকলে ঘেউ ঘেউ করতই, নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতাম। কিন্তু জেমস সাউথউওল্ড, আমাদের সেই সাউথউওল্ড বিশ্বাসঘাতকতা করল! যে বাড়িতে এত আদর পেয়েছে আজ সেই বাড়িতে আগুন দিতে চলল! কীভাবে এ সম্ভব? নাহ্, পৃথিবীটা বড্ড বাজে জায়গা। ভাগ্য ভাল আমি বনে থাকি।' বন্দুকটা কাঁধে ফেলে নিজের কুটিরের দিকে রওনা হলো বুড়ো বন-রক্ষী।

'রাজা তা হলে সত্যিই পালিয়েছেন,' পথ চলতে চলতে ভাবল জ্যাকব। 'কে জানে উনি আর্নউডেই লুকিয়ে আছেন কিনা? তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাকে, মিস জুডিথকে সতর্ক করা দরকার।'

জ্যাকব আর্মিটেজের সাবেক প্রভু কর্নেল বিভারলি নেসবির যুদ্ধে মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী ও চার ছেলে-মেয়ে– দুই ছেলে, দুই মেয়ে, বাড়িতেই ছিলেন তখন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদে, পাগলের মত হয়ে ওঠেন মিসেস বিভারলি। কয়েক মাসের মাথায় স্বামীর পেছন পেছন চলে গেলেন তিনিও। পিতৃ-মাতৃহীন চার ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব পড়ল তাদের ফুফু মিস জুডিথ ভিলিয়ারস-এর উপর।

বিভারলির মৃত্যুর সাথে সাথে পরিবারের ভাগ্যাকাশে জমে উঠল কালো মেঘ। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে দিনের খাবারটুকু পর্যন্ত জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে উঠল মিসেস বিভারলির পক্ষে। যে বিরাট বাড়ির দেখাশোনার জন্য আগে বিশজন দাস-দাসী ছিল, কমতে কমতে তার সংখ্যা এসে দাঁড়ালো চারে–একজন চাকর আর তিন দাসী। এখনও তারাই আছে। ওদের নিয়ে কোনমতে মিস ভিলিয়ারস ভাইয়ের এতিম ছেলে-মেয়ে চারটেকে মানুষ করে তুলবার চেষ্টা করছেন।

জ্যাকব খুবই সাহায্য করে ওঁদের। প্রায়ই বন থেকে হরিণ মেরে এনে দেয়। কখনও কখনও ওই হরিণের মাংস ছাড়া আর কোন খাবার থাকে না বাড়িতে। সে সময়ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে বুড়ো জ্যাকব। কাছেই একটা ছোট্ট শহর আছে, নাম লিমিংটন। হরিণ শিকার করে সেখানে মাংস বিক্রি করে খাবার-দাবার কিনে আনে সে।

কিন্তু এখানেই বোধহয় শেষ নয় বিভারলিদের কষ্ট। রাউন্ডহেডদের সেই দলটার নেতা যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় আজ রাতেই পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে আর্নউড। বুড়ো জ্যাকব একা কী করে ঠেকাবে তাদের?

দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে জ্যাকব আর্মিটেজ। মিস জুডিথকে সাবধান করতে হবে। যেখানে বসে ও রাউন্ডহেডদের কথাবার্তা শুনেছে সেখান থেকে আর্নউডের দূরত্ব প্রায় আট মাইল। প্রথমে নিজের কুটিরে গেল বুড়ো। বন্দুক রেখে তার বনে চলাচলের উপযোগী টাট্টু ঘোড়াটা নিয়ে রওনা হলো আর্নউডের পথে।

বনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। লিমিংটন শহর খুব একটা দূরে নয়। জ্যাকব যখন সেখানে পৌঁছুল নভেম্বরের ছোট্ট দিন তখন শেষ হয়ে এসেছে। অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বনের উপর।

'আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে রাউন্ডহেডরা?' মনে মনে প্রশ্ন করল জ্যাকব।

# দুই

বিশাল বাড়িটার দোরে পৌঁছে টাট্টু থেকে নামল জ্যাকব। চোখ তুলে উপর দিকে তাকাল একবার। জানালাগুলোয় আলো দেখা যাচ্ছে। মোমবাতির আলো। ম্লান,

অস্পষ্ট। তবু তো আলো! আর্নউডে এখনও বাতি জ্বলে এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কী আছে?

দরজায় ধাক্কা দিল বুড়ো।

বাড়ির একমাত্র পুরুষভৃত্য বেনজামিন দরজা খুলে দিল। শরীরের দিক দিয়ে লোকটা যেমন বিশাল তেমনি শক্তপোক্ত, কিন্তু মগজের দিক দিয়ে একটু দুর্বল। বাড়ির সবার কাছে ও বেশিরভাগ সময় মজা পাওয়ার একটা উপকরণ বিশেষ।

‘বেনজামিন,’ জ্যাকব বলল, ‘বুড়ির সাথে কথা বলতে হবে আমার। এক্ষুণি।’

দাঁত বের করে হাসল বেনজামিন। ‘তা না হয় বলবে, কিন্তু, তুমি হরিণের মাংস এনেছ তো? না হলে কিন্তু বুড়ি খুব খুশি হবে না।’

‘না, আনিনি, তবু তুমি আগাথাকে পাঠাও। জরুরি দরকার।’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, পাঠাচ্ছি; মাংসের ব্যাপারে কিছু বলব না, ঠিক আছে তো?’

দু’মিনিটের মাথায় মিস জুডিথ ভিলিয়ারস-এর সামনে নিয়ে যাওয়া হলো জ্যাকবকে।

বছর পঞ্চাশেক বয়েস বৃদ্ধার। একটু মোটা। পরিপাটি পোশাক-আশাক পরনে। পিঠ উঁচু একটা চেয়ারে বসে আছেন। পা দুটো তুলে দেওয়া একটা টুলের উপর। হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করা।

মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল বুড়ো বন-রক্ষী।

‘কী নাকি জরুরি কথা আছে তোমার?’ জিজ্ঞেস করলেন মিস জুডিথ।

‘খুবই জরুরি, ম্যাডাম,’ জবাব দিল জ্যাকব। ‘প্রথম কথা হলো, মহামান্য রাজা চার্লস পালিয়েছেন হ্যাম্পটন কোর্ট থেকে।’

‘রাজা পালিয়েছেন!’

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকব। তারপর সবিস্তারে বলে গেল বিকেলে বনের ভিতর লুকিয়ে লুকিয়ে কী শুনেছে। আজ রাতেই যে আর্নউডের প্রাসাদোপম অট্টালিকাটা পুড়িয়ে দেবে রাউন্ডহেডরা তাও জানাতে ভুলল না। সব শেষে যোগ করল, ‘এক্ষুণি আপনাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।’

‘চলে যাওয়া উচিত?’ শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মিস জুডিথ। ‘কোথায়?’

‘আমি জানি না, ম্যাডাম। সত্যি বলছি জানি না। তবে এটুকু জানি, এখানে আর আপনাদের থাকা চলবে না। আমার কুটির আছে নিউ ফরেস্টে, কিন্তু এমন খারাপ অবস্থা সেটার, আপনার মত মহিলা অমন জায়গায় থাকতে পারবেন কিনা জানি না।’

‘তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে, জ্যাকব আর্মিটেজ? তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারছি না। তা ছাড়া আমি ভিলিয়ারস বংশের মেয়ে, এক দল নচ্ছার সৈনিকের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাব? না, কক্ষনো না। এই যে চেয়ারে বসে আছি, এখান থেকে এক চুলও নড়ব না আমি। দেখি ওরা কী করে।’

‘কিন্তু, ম্যাডাম, ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক–’

'ঠিক বেঠিক বুঝি না, আমি পালাব না। ভিলিয়ারস বাড়ির মেয়েকে অপমান করবে, এত বড় সাহস? যাও তুমি, বেনজামিনকে তৈরি হয়ে নিতে বলো। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, লিমিংটনে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাবে।'

'ম্যাডাম, আমার মনে হয় শুধু অপমান নয়, আরও অনেক কিছু করার সাহস ওরা দেখাবে। সে জন্যে বলছি–'

'আমি তো বলেছি, জ্যাকব, আমি পালাব না। ওদের যা খুশি করুক–'

'তা হলে, ম্যাডাম, বাচ্চা ক'টাকে আমি নিয়ে যাই। আমার কুটিরে থাকবে দু'একটা দিন। কর্নেলকে আমি কথা দিয়েছিলাম–'

'বাচ্চাদের বিপদ কি আমার চেয়ে বেশি হবে, জ্যাকব আর্মিটেজ?' কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা। 'আমি বলছি, আমার সাথে বেয়াদবি করার সাহস ওরা পাবে না। খুব বেশি হলে তুমি যে মাংস এনেছ সেটুকু নিয়ে, কয়েক পাত্র এল খেয়ে চলে যাবে।'

'আমার তা মনে হয় না, ম্যাডাম। আর কিছু না করলেও বাচ্চাদের ভয় দেখিয়ে মজা করবে ওরা। না, আমি নিয়ে যাই ওদের। কিছু যদি না হয় কালই আবার দিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, ওদের নিয়ে যাও। কিন্তু আমি এ বাড়ি ছেড়ে নড়ছি না। তুমি যাও, আগাথা আর বেনজামিনকে পাঠিয়ে দাও।'

আর তর্ক করা অর্থহীন বুঝে জ্যাকব মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল মিস জুডিথের কামরা থেকে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল আগাথা। আড়ি পেতে সব শুনেছে। জ্যাকবকে দেখেই ওকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে চোখ বড় বড় করে ছুটল সে রান্নাঘরের দিকে আর সবাইকে খবর দেওয়ার জন্য।

জ্যাকব রান্নাঘরে ঢুকতেই রাঁধুনী বলে উঠল, 'পুড়ে মরার জন্যে আমি এখানে থাকতে রাজি নই। আজ রাতে আমি অন্য কোথাও থাকব।'

'আমিও!'

'আমিও!' চিৎকার করে উঠল অন্যরা। তারপর ছুটল যার যার জিনিসপত্র গোছগাছ করতে।

ছেলে-মেয়েদের খোঁজে গেল জ্যাকব। নীচতলার একটা কামরায় ওরা খেলা করছিল।

কর্নেলের বড় ছেলের নাম এডওয়ার্ড, বয়েস চোদ্দ; ছোট ছেলে হামফ্রে, বয়েস বারো; বড় মেয়ে অ্যালিসের বয়েস এগারো আর ছোট মেয়ে এডিথ আট বছরের। ছেলে দুটোকে নিজের কাছে ডাকল জ্যাকব।

'মাস্টার এডওয়ার্ড,' সে বলল, 'এক্ষুণি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাদের। আজ রাতে আমার কুটিরে থাকবে। চলো, তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় গুছিয়ে নাও, হাতে একদম সময় নেই।'

'বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে! কেন, জ্যাকব?'

'কারণ আজ রাতেই পার্লামেন্টারি সৈন্যরা বাড়ি পুড়িয়ে দেবে।'

'পুড়িয়ে দেবে! এ বাড়ি পুড়িয়ে দেবে, এতবড় সাহস! আমরা লড়াই করব, জ্যাকব। আমি তো বন্দুক চালাতে পারি, তারপরে তুমি আছ, বেনজামিন আছে–'

'তাতে কী লাভ হবে? আমরা মাত্র তিনজন, ওদের পুরো একটা দলের সাথে পারব কী করে?'

'তবু চেষ্টা তো করে দেখতে পারি।'

'তা পারি। কিন্তু তোমার বোনদের কথা একবার ভাবো, চেষ্টা করে যদি হেরে যাই কী অবস্থা হবে ওদের? আগুনে পুড়ে, নয়তো বদমাশগুলোর গুলিতে মারা পড়বে। না, মাস্টার এডওয়ার্ড, এখানে থাকা সম্ভব নয়, আমার কুটিরেই যেতে হবে তোমাদের।'

'জুডিথ ফুপুর কী হবে?'

'ওঁর সাথেও আমি আলাপ করেছি, কিন্তু উনি বাড়ি ছাড়বেন না।'

'ফুপুর মত বুড়ো মানুষ এখানে থেকে শত্রুর মুখোমুখি হবেন, আর আমি পালাব! না, জ্যাকব, অসম্ভব!'

'ঠিক আছে, মাস্টার এডওয়ার্ড, তোমার যা ইচ্ছা,' শান্তভাবে বলল জ্যাকব, 'কিন্তু অ্যালিস আর এডিথকে আমি নিয়ে যাব আমার কুটিরে; সেজন্যে তোমার সাহায্য দরকার। আমি একা ওদের সামলাতে পারব না। ওদের পৌঁছে দিয়েই তুমি চলে আসবে। আমার ঘর এমন কিছু দূরে নয়, তাড়াতাড়িই ফিরে আসতে পারবে।'

এবার রাজি হলো এডওয়ার্ড। জ্যাকব আর হামফ্রে চলে গেল কিছু কাপড়চোপড় গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। এডওয়ার্ড ডেকে আনল দু'বোনকে। তৈরি হয়ে নিতে বলল।

একটু পরেই জ্যাকব আর হামফ্রে ফিরে এল কাপড়চোপড় নিয়ে। জ্যাকবের টাট্টুর পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হলো পুঁটুলিটা। দু'বোনকে এডওয়ার্ড জানাল, রাতটা ওরা জ্যাকবের কুটিরে কাটাবে। শুনে খুব খুশি মেয়ে দুটো। রাতে বাড়ির বাইরে থাকা এই বয়েসের ছেলে-ময়েদের কাছে এক মহা রোমঞ্চকর ব্যাপার।

'মাস্টার এডওয়ার্ড,' জ্যাকব বলল, 'এই যে নাও দরজার চাবি, তুমি তো চেনো আমার ঘর, ওদের নিয়ে চলে যাও। ঘরে ঢুকে আবার দরজায় তালা দিয়ে রাখবে!'

'তুমি আসছ না?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'হ্যাঁ, আসছি একটু পরে,' বলে এডওয়ার্ডকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু কণ্ঠে জ্যাকব যোগ করল, 'রাজা চার্লস পালিয়েছেন, রাউন্ডহেডরা তাঁর খোঁজে নিউ ফরেস্ট চষে ফেলছে। কখন কোথায় ওরা হাজির হবে কেউ বলতে পারে না। সুতরাং, মাস্টার এডওয়ার্ড, আমি না আসা পর্যন্ত ভাইবোনদের ছেড়ে কোথাও

যেয়ো না।

মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ড।

জ্যাকব আবার বলল, 'কোথায় বাতি পাবে জানো তো? আলমারির ওপরে। আমার বন্দুকটায় গুলি ভরা আছে। ম্যান্টেলপিসের ওপর পাবে ওটা। সৈন্যরা যদি আসে যথাসম্ভব চেষ্টা করবে ঘরে ঢুকতে না দেয়ার। আমি কিছুক্ষণ এখানেই থাকছি, দেখি তোমার ফুপুকে নিয়ে কী করা যায়।'

হঠাৎ নিজেকে খুব দায়িত্ববান মনে হলো এডওয়ার্ডের। ছোট বোন দুটোকে বাঁচাতে হবে ওকে। ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল জ্যাকবের কথায়।

ওদের সাথে বাড়ির ফটক পর্যন্ত এল জ্যাকব। তারপর বলল, 'তোমরা রওনা হয়ে যাও, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরব।'

কয়েক মিনিটের ভিতর তিন ভাই-বোন আর টাট্টু ঘোড়াটাকে নিয়ে অন্ধকার বনের ভিতর হারিয়ে গেল এডওয়ার্ড। জ্যাকব ফিরে এল বাড়িতে। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল রাঁধুনী আর আগাথা তাদের পোঁটলা পুঁটলি গোছাতে ব্যস্ত।

'মিস জুডিথ কোথায়, আগাথা?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকব।

'নিজের ঘরেই আছেন। উনি কোথাও যাবেন না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'বেনজামিন?'

'চলে গেছে, মার্থাও গেছে ওর সাথে।'

'কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?'

'কাল সকালের আগে না।'

'হুঁ, মিস জুডিথকে নিয়ে মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি। যাও তো, আগাথা, ওপরে গিয়ে বলে এসো, আমি ওর সাথে আরেকটু কথা বলতে চাই।'

'আমি পারব না। এমনিতেই অন্ধকার হয়ে গেছে, আর দেরি করলে সৈন্যদের হাতে পড়ে যাব।'

'আগাথা,' জ্যাকব বলল, 'আমাকে খুড়ির কাছে নিয়ে চলো, আমি তোমার জিনিসপত্র বয়ে দেব।'

এবার রাজি হলো আগাথা। লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল দোতলায়। মিস জুডিথের কামরার সামনে পৌঁছে দরজায় করাঘাত করল জ্যাকব।

'ভেতরে এসো,' মিস জুডিথের গলা ভেসে এল।

'আমি অনুরোধ করছি, ম্যাডাম,' ঘরে ঢুকে জ্যাকব বলল, 'আজকের রাতটার জন্যে শুধু আপনি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকুন।'

'জ্যাকব আর্মিটেজ, আমি তো আগেই বলেছি, আমি এ বাড়ি ছাড়ব না; হাজার জন রাউন্ডহেড এলেও না।'

'কিন্তু, ম্যাডাম–'

'যাও, ভাগো আমার সামনে থেকে। আর কখনও যেন তোমার মুখ না দেখি, ভীতুর ডিম কোথাকার! যাও নীচে গিয়ে আগাথাকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও।'

'আগাথা তো নেই, ম্যাডাম। রাঁধুনী, মার্থা, বেনজামিনও নেই। সব ভেগেছে। আমি চলে গেলে আপনি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবেন বাড়িতে।'

'আমাকে না বলে যাওয়ার সাহস পেল ওরা!?'

'ম্যাডাম, ওরা থাকার সাহস পায়নি।'

'ঠিক আছে, জ্যাকব আর্মিটেজ, তুমিও চলে যাও। যাওয়ার সময় বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যেয়ো।'

এর পরও ইতস্তত করছে জ্যাকব।

'কী হলো, গেলে না?' চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধা।

আর দেরি করা অর্থহীন মনে হলো জ্যাকবের কাছে। বেরিয়ে এল সে মিস জুডিথের কামরা থেকে।

আগাথা আর রাঁধুনীকে উঠানে পেল জ্যাকব। প্রতিশ্রুতি মত আগাথার পুঁটলিটা কাঁধে তুলে নিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকে যাবে তোমরা?'

'গসিপ অলউড'স-এ। ওখানে রাতে থাকার মত জায়গা পাওয়া যাবে।'

গসিপ অলউড'স একটা সরাইখানা। আর্নউড থেকে মাইল খানেক দূরে।

'আশা করি নিরাপদে তোমাদের পৌঁছে দিতে পারব,' বলল জ্যাকব। 'চলো।'

কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ আগাথা প্রশ্ন করল, 'হায় হায়, একদম মনে ছিল না! বাচ্চাদের কী হবে?'

আগাথার মত মেয়েদের উপর সব ব্যাপারে নির্ভর করা যায় না, জানা আছে জ্যাকবের। তাই আসল কথা প্রকাশ করল না ও। শুধু বলল, 'নিরাপদে আছে। সৈন্যরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না ওদের। মিস জুডিথকে নিয়েই আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা।'

এখানেই ইতি হলো প্রসঙ্গটার। নিঃশব্দে হেঁটে চলল ওরা। যথাসময়ে পৌঁছুল গসিপ অলউড'স সরাইখানায়। আগাথার বোঁচকাটা সবেমাত্র একটা টেবিলে নামিয়ে রেখেছে জ্যাকব, এই সময় উঠানে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজ। একটু পরেই সরাইখানায় ঢুকল একদল সৈনিক। চিনতে পারল জ্যাকব, বনের ভিতর দেখা সেই দলটা। সাউথউওল্ডও আছে ওদের ভিতর। জ্যাকবকে চিনতে পারল সাউথউওল্ড। এগিয়ে এসে কথা বলল সে। জিজ্ঞেস করল, 'আর্নউডে এখন কে কে আছে, জ্যাকব, জানো নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জ্যাকব। 'কর্নেলের ছেলে-মেয়েরা আর কয়েকজন দাসদাসী।'

মিস জুডিথের কথা বলতে গিয়েও বলল না। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। বুড়িকে হয়তো বাঁচাতে পারবে।

'আমি জানি তোমরা আর্নউডে যাচ্ছ,' একটা চোখ টিপে জ্যাকব বলল 'কাকে খুঁজছো তা-ও শুনেছি। কাছে এসো একটা কথা বলি—অবশ্য আমার

কথাকে ধ্রুব সত্য ধরে নিয়ো না, আমার ভুলও হতে পারে।' চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে নিচু কণ্ঠে যোগ করল, 'ওখানে যদি কোন বুড়ি বা ওই জাতীয় কাউকে দেখ, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সোজা লিমিংটনে নিয়ে যাবে, যত তাড়াতাড়ি পারো। বুঝেছ আমার কথা?'

সবজান্তার হাসি হাসল সাউথউওল্ড দাঁত বের করে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে জ্যাকবের একটা হাত টেনে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

'একটা কথা, জ্যাকব আর্মিটেজ, তোমার কথা মত ওকে যদি ধরতে পারি, অবশ্যই তোমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাইবেন আমাদের নেতা। কাল বা পরশুদিন কোথায় গেলে পাব তোমাকে?'

'আজ রাতেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি,' বলল জ্যাকব। 'আর বোলো না, সাউথউওল্ড, ভয়ানক এক ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। পরে এক সময় বলব। আমাকে খুঁজতে হবে না, সময় হলে আমিই তোমাদের খুঁজে নেব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সাউথউওল্ড তার দলনেতার কাছে। একটু পরেই দলনেতার চিৎকার শোনা গেল, 'ঘোড়ায় চাপো সবাই!'

চলে গেল সৈনিকরা।

রাউন্ডহেডরা চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল জ্যাকব সরাইখানায়। তারপর বেরিয়ে এল সেও। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল আর্নউডের দিকে।

বনের প্রান্তে এসে একটা গাছের নীচে অন্ধকারে দাঁড়াল সে। দৃষ্টি বিরাট বাড়িটার দিকে। তারপর এক সময় অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠতে দেখল সে। মিনিট পনেরো পর দেখতে পেল রাতের কালো আঁধারের চেয়েও কালো ধোঁয়া মেঘের মত উঠে যাচ্ছে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে। একটু পরেই জানালাগুলোয় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আশপাশের অনেকটা জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল কমলা-রঙের গনগনে আলোয়।

'শেষ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল জ্যাকব, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলতে লাগল তার কুটিরের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা ঘোড়ার তীব্র বেগে ছুটে আসবার শব্দ, সেই সাথে তীক্ষ্ণ চিৎকার। তাড়াতাড়ি পথ থেকে সরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল বুড়ো। জেমস সাউথউওল্ড ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, তার পেছনে বাঁধা মিস জুডিথ। ঘোড়ার পিঠের উপর উপুড় হয়ে ঝুলতে ঝুলতে সমানে হাত-পা ছুঁড়ছেন আর চিৎকার করছেন। মুচকি একটু না হেসে পারল না জ্যাকব। অদ্ভুত এক প্রশান্তিও অনুভব করল। সাউথউওল্ডকে ও বিশ্বাস করাতে পেরেছে মিস জুডিথ আসলে ছদ্মবেশী রাজা চার্লস। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই বেঁচে যাবেন। ওঁকে নিয়ে লিমিংটনে পৌঁছেই সাউথউওল্ড টের পাবে ভুলটা। তখন মিস জুডিথকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া

কোন উপায় থাকবে না ওর।

সাউথউওল্ডের ঘোড়ার শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই আবার পথে উঠে এল জ্যাকব। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে পেছনে বনভূমির মাথা ছাড়িয়ে ওঠা লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে। আধঘণ্টা মত লাগল জ্যাকবের কুটিরে পৌঁছুতে। দরজায় ধাক্কা দিল। ওর কুকুর স্মোকার ভয়ানক স্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ফক্স হাউন্ড এবং ব্লাড হাউন্ডের সংকর কুকুরটা। যতক্ষণ না জ্যাকব কথা বলল ততক্ষণ ওটা ডেকেই চলল। অবশেষে দরজা খুলল এডওয়ার্ড।

'অ্যালিস আর এডিথ ঘুমিয়ে গেছে,' বলল সে, 'হামফ্রে ওদের পাশে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। বাড়ি ফেরার আগে ওর একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত না, জ্যাকব?'

'বাড়ি ফেরা, হাহ্,' শান্ত স্বরে বলল জ্যাকব। 'বাইরে এসো, মাস্টার এডওয়ার্ড, দেখ।'

জ্যাকবের পেছন পেছন বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড। বুড়োর ইশারা অনুসরণ করে তাকাল আর্নউডের দিকে। আগুনের শিখা বনের গাছপালা ছাড়িয়ে উঠে গেছে আকাশে। জ্বলছে ওদের বাড়ি! পুড়ছে! নিঃশব্দে দেখতে লাগল এডওয়ার্ড। শরীরের পাশে হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে উঠেছে, উপরের দাঁতগুলো চেপে বসেছে নীচের ঠোঁটের উপর।

'ফুপু!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ও।

'উনি ভালই আছেন আশা করি,' জবাব দিল জ্যাকব। 'এতক্ষণে বোধহয় লিমিংটনে পৌঁছে গেছেন।'

'কালই আমরা যাব ওঁর সাথে দেখা করতে।'

'না, মাস্টার এডওয়ার্ড, উচিত হবে না। ওদের ভাবতে দাও, তোমরা পুড়ে মরেছ।'

'ওরা না হয় ভাবল, কিন্তু ফুপু তো জানে, আমরা তোমার এখানে আছি।'

'হুঁ, তা ঠিক, তা ঠিক, ভুলেই গেছিলাম কথাটা। ঠিক আছে, মাস্টার এডওয়ার্ড, কাল আমি লিমিংটনে গিয়ে দেখা করে আসব মিস জুডিথের সাথে। তারপর ভেবেচিন্তে ঠিক করব কী করা যায়।'

এডওয়ার্ড যেন শুনতেই পায়নি জ্যাকবের কথা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমার বাড়ি– আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিল রাউন্ডহেডরা! এর জন্যে এক দিন ওদের কঠিন মূল্য দিতে হবে, জ্যাকব, আমি বলে রাখছি।'

'মাস্টার এডওয়ার্ড,' শান্ত কণ্ঠে জ্যাকব বলল, 'ঘরে চলো, তুষার পড়তে শুরু করেছে।'

# তিন

পরদিন সকালে ছেলেমেয়ে চারটেকে সামান্য কিছু নাশ্‌তা, যা ঘরে ছিল, খেতে দিয়ে আর্নউডের পথে রওনা হলো জ্যাকব। এডওয়ার্ডদের বাড়িতে পৌঁছে দেখল, আগুন নিবে গেছে, তবে ধোঁয়া উঠছে এখনও ধ্বংসস্তূপ থেকে। স্থানীয় লোকজন কৌতূহলী হয়ে দেখতে এসেছে, কী ব্যাপার। ওদের ভিতর বেনজামিনকেও দেখতে পেল বুড়ো।

জ্যাকবকে দেখে এগিয়ে এল বেনজামিন।

'সুন্দর বাড়িটার কি দশা করেছে, দেখেছ?' বলল জ্যাকব।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল বেনজামিন। 'খুব খারাপ লাগছে আমার।'

'লিমিংটনের খবর কী?'

'রাউন্ডহেড সৈনিকে ভরে গেছে, সব জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে।'

'আর আমাদের বুড়ি মহিলা– উনি কোথায়?'

'সে আর কী বলব, করুণ ঘটনা!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনজামিন।

'কেন, মিস জুডিথের তো নিরাপদেই থাকার কথা! তোমার সাথে দেখা হয়নি লিমিংটনে?'

'দেখা ঠিক হয়নি, তবে আমি দেখেছি। ওঁরা ওকে রাজা মনে করেছিল–বেচারা।'

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওদের ভুল ভেঙেছে?'

'হ্যাঁ। ভুলটা করেছিল সাউথউওল্ড,' বলল বেনজামিন, 'নিজের ঘাড় ভেঙে সে ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে ওকে।'

'ঘাড় ভেঙে! কী রকম?'

'সাউথউওল্ড আমাদের বুড়িকে রাজা চার্লস মনে করে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে রওনা হয়েছিল লিমিংটনের দিকে। কিন্তু মিস জুডিথ এমন ভয়ঙ্কর ভাবে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করেছিলেন যে ও আর সামলাতে পারেনি। দু'জনেই পড়ে যায় ঘোড়ার পিঠ থেকে। সে সময়ই ঘাড় ভাঙে সাউথউওল্ড-এর।'

'ভাল হয়েছে! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি এভাবেই পেতে হয়,' বলল জ্যাকব। 'তারপর? মিস জুডিথ এখন কোথায়? ওঁর সাথে দেখা করে কথা বলোনি তুমি?'

'বললাম তো, দেখা ঠিক করতে পারিনি, তবে দেখেছি– ও, বলিনি বুঝি, শুধু সাউথউওল্ড না, নিজের ঘাড়ও উনি ভেঙেছেন।'

'মানে– মানে মিস জুডিথ মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বেনজামিন, 'কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে। মার্থা তো কাল রাতে আগুন দেখার পর থেকেই কাঁদছে।'

'ও, তাই নাকি? আচ্ছা, বেনজামিন, রাজার সম্পর্কে কিছু শুনেছ নাকি লিমিংটনে?'

'না। তবে ভোরেই দেখলাম সৈন্যরা আবার বেরিয়ে গেল। কে যেন বলছিল, সবাইকে সে বনে ঢুকতে দেখেছে।'

'ঠিক আছে, বেনজামিন, আমি এবার যাই। এদেশ ছেড়েই আমি চলে যাব। আর এখানে থাকব কেন?' শেষ দিকে গলাটা ধরে এল জ্যাকবের। নিখুঁত অভিনয়। তারপর সামলে নেয়ার ভান করে বলল, 'আগাথা আর রাঁধুনী কোথায়?'

'আজ সকালে লিমিংটনে পৌঁছেছে।'

'আমার হয়ে ওদের বিদায় জানিয়ো।'

'তা না হয় জানাব, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'এখনও ঠিক করিনি। লন্ডনেও যেতে পারি। ছেলে-মেয়ে ক'টার মায়াতেই এখানে পড়ে ছিলাম। ওরা নেই, তা হলে আর কেন?' বলে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাকব। বেনজামিনকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

কর্নেল বিভারলিকে জ্যাকব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বিপদ আপদ থেকে তাঁর বাচ্চাদের সে রক্ষা করবে।

পথ চলতে চলতে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ছেলে-মেয়ে চারটেকে নিজের কাছেই রাখবে। নিউ ফরেস্টের অরণ্যে ওর নাতি-নাতনী হিসাবে বেড়ে উঠবে ওরা। ওদের লুকিয়ে রাখবার মত এর চেয়ে ভালো কোন জায়গার কথা জানা নেই জ্যাকবের। বেশ কিছুক্ষণ ভাবল ও ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর মনে হলো, এর চেয়ে ভাল জায়গা আসলে হতে পারে না। দু'একজন বন-রক্ষী ছাড়া আর কেউ জানে না ওর কুটিরটা কোথায়। সাধারণত মানুষজন যে পথে চলাচল করে তার থেকে অনেক দূরে ওটা, কতকগুলো বড় বড় ঝাঁকড়া ডালপালাওয়ালা গাছের ভিতর প্রায় লুকানো। তা ছাড়া যারা ওকে চেনে তারাও ওর আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না। তাই হঠাৎ করে ওর চার নাতি-নাতনীর আবির্ভাবে কেউ বিশেষ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। তারপর যখন সময় অনুকূল হবে তখন না হয় কর্নেলের অন্য আত্মীয়স্বজনদের জানানো যাবে ওদের চারজনের বেঁচে থাকবার কথা।

'ওদের ভরণপোষণের জন্যে আমি বেশি করে শিকার করব,' মনে মনে বলল জ্যাকব, 'তা ছাড়া নিজেদের দেখা শোনা যেন নিজেরাই করতে পারে তা ওদের শেখাব আমি।'

এই সব ভাবতে ভাবতে কুটিরে পৌঁছুল বুড়ো। ঘরের বাইরেই পেল ছেলে-মেয়েদের। জ্যাকবকে দেখে ওরা ছুটে এল। ওদের আগে আগে ঘেউ ঘেউ করতে করতে এল কুকুরটা।

'ব্যস, ব্যস, থাম, স্মোকার,' বলে এডওয়ার্ডের দিকে তাকাল জ্যাকব। 'কী

ব্যাপার, তোমরা বাইরে কেন? বলে গেলাম না ঘর ছেড়ে বেরোবে না?'

'কী করব,' জবাব দিল এডওয়ার্ড, 'আসছি বলে এতক্ষণ কাটিয়ে এলে!'

'আমি গিয়েছি আর এসেছি, এক মিনিটও ফালতু নষ্ট করিনি। যা হোক, আজ এবং আগামী ক'দিন জানি না, ঘরের ভেতরেই কাটাতে হবে তোমাদের। রাউন্ডহেডরা সারা বনে তল্লাশি চালাচ্ছে। এখানেও আসতে পারে।'

'ওরা কি এই ঘরও পুড়িয়ে দেবে?' জ্যাকবের একটা হাত আঁকড়ে ধরে ভয়ার্ত স্বরে জানতে চাইল অ্যালিস।

'তোমরা এখানে আছ জানলে দিতেও পারে। তাই বলছি, ঘর থেকে একদম বেরোবে না। ওরা এলেও যেন তোমাদের দেখতে না পায়। চলো এখন, ঘরে চলো।'

সামনে একটা বড় কামরা আর পেছনে তিনটে ছোট ছোট শোয়ার ঘর আর রান্নাঘর নিয়ে জ্যাকবের কুটির। সামনের ঘরটায় বসল ওরা।

'এবার চলো দেখি দুপুরে কী খাবারের বন্দোবস্ত করা যায়,' জ্যাকব বলল। 'মনে হয় কিছুটা হরিণের মাংস এখনও আছে। আমাদের সবাইকে এখন থেকে কাজের মানুষ হতে হবে। কে রাঁধবে?'

'আমি,' জবাব দিল অ্যালিস। 'কিন্তু কী করে রাঁধতে হয় তা তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে দেব। ওই কোনায় ঝুড়িতে আলু আছে, পেঁয়াজও আছে; এখন দরকার শুধু পানি– কে নিয়ে আসবে?'

'আমি যাচ্ছি,' বলে একটা মাটির পাত্র হাতে বেরিয়ে গেল এডওয়ার্ড। কাছেই একটা ঝরনা আছে, সেখান থেকে ও পাত্রটা ভরে আনবে।

আলু ছিলে কেটে ধোয়া হলো। হামফ্রে, অ্যালিস আর এডিথই করল, জ্যাকব দেখিয়ে দিল। এডওয়ার্ড পানি নিয়ে আসবার পর ওকে নিয়ে জ্যাকব মাংস কাটল টুকরো টুকরো করে। এরপর হাঁড়ি ধুয়ে মাংস আর আলুর সাথে পানি দিয়ে চড়িয়ে দেওয়া হলো চুলায়।

রান্না হতে লাগল, এই ফাঁকে জ্যাকব ছেলে-মেয়েদের দেখিয়ে দিল কী করে জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে রাখতে হয়, কী করে ঘর ঝাঁট দিতে হয়, মুছতে হয়; কী করে চুলার আগুন স্থির রাখতে হয়– ইত্যাদি ইত্যাদি।

রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জ্যাকব বলল, 'হামফ্রে, এবার তুমি কয়েকটা বাসন নিয়ে এসো। ওই যে ওখানে, ওই তাকটায় আছে। অ্যালিস, তুমি দেখ দেরাজে ছুরি আছে, কয়েকটা পেঁয়াজ কেটে ফেল। আর এডিথ, তোমাকে কী কাজ দেয়া যায়? হ্যাঁ, পেয়েছি, তুমি যাও, তাকে একটা বোয়েমে লবণ আছে, নিয়ে এসো। এডওয়ার্ড, তুমি গিয়ে বাইরে নজর রাখো। কাউকে আসতে দেখলেই আমাকে এসে জানাবে।'

মহাউৎসাহে কাজ করছে সবাই। মাংস রান্না প্রায় শেষ। পেঁয়াজ, লবণ

দেওয়া হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে ফেললেই হয়। এমন সময় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল এডওয়ার্ড।

'একদল রাউন্ডহেড সৈন্য!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'এদিকেই আসছে!'

অ্যালিস আর এডিথ ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করে উঠল। ওদের দিকে নজর না দিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল জ্যাকব। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

'হ্যাঁ, রাউন্ডহেডই,' বলল ও। 'আমাদের এখানে বোধহয় তল্লাশি চালাবে।...এখন আমি যা বলি তাড়াতাড়ি সেই মত করো। প্রথম কথা, একদম চিৎকার চেঁচামেচি না, চুপচাপ থাকবে সবাই। হামফ্রে, তুমি এডিথ আর অ্যালিসকে নিয়ে শোয়ার ঘরে চলে যাও। বিছানায় উঠে লেপমুড়ি দিয়ে থাকো, যেন ভীষণ অসুস্থ তোমরা। এডওয়ার্ড, তোমার কোট খুলে ফেলে আমার এই পুরনো শিকারের জামাটা পরে নাও। তুমিও শোয়ার ঘরে থাকবে, ভাব দেখাবে যেন অসুস্থ ভাইবোনদের সেবা শুশ্রূষা করছ। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'তা হলে চলো, গুণ্ডাগুলো বিদায় হওয়ার পর আমরা খাওয়া দাওয়া করব।'

শোয়ার ঘরে এল ওরা। হামফ্রে আর মেয়েদুটো তাড়াতাড়ি দুটো বিছানায় উঠে পড়ল। থুতনি পর্যন্ত লেপ দিয়ে ঢেকে দিল তাদের জ্যাকব। এডওয়ার্ড জ্যাকবের শিকারের জামা পরে দাঁড়িয়ে গেল দু'বোনের বিছানার পাশে। হাতে পানিভর্তি একটা মগ।

বাইরের ঘরে ফিরে এল জ্যাকব। হামফ্রে যে বাসনগুলো টেবিলে সাজিয়েছিল সেগুলো তাড়াতাড়ি আবার তাকে উঠিয়ে রাখল। কাজটা সে সবেমাত্র শেষ করেছে এই সময় বাইরে ঘোড়ার শব্দ এবং মানুষের হৈ-চৈ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ধাক্কা পড়ল দরজায়।

'খোল! দরজা খোল!' কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠল।

'খুলছি, খুলছি,' গলাটাকে সরু, সেই সাথে একটু উদ্বিগ্ন করে তুলে জবাব দিল জ্যাকব।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। ছিটকিনি নামাল। বাইরে থেকে একটা হাত ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল কপাট। জ্যাকবকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কয়েকজন সৈনিক। একেবারে সামনে তাদের দলনেতা।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হতভাগ্য একজন বন-রক্ষী, স্যার,' জবাব দিল জ্যাকব। 'আমি স্যার, ভয়ানক বিপদে আছি!'

'বিপদ? কিসের বিপদ?'

'আমার তিন নাতি-নাতনী বিছানায় পড়ে আছে। গুটিবসন্ত তিনজনেরই।'

'এহ্, গুটিবসন্ত!' একটু সচকিত দেখাল দলনেতাকে। 'কিন্তু, গুটিবসন্তই হোক আর প্লেগই হোক, তোমার বাড়ি আমরা তল্লাশি করব।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আসুন, স্যার। শুধু দয়া করে একটু খেয়াল রাখবেন, বাচ্চাগুলোকে ভয় পাইয়ে দেবেন না।'

খোঁজ শুরু করল সৈনিকরা। একে একে সবগুলো ঘরের দরজা খুলে দিল জ্যাকব। কোনা-কানাচ, খাটের নীচে, টেবিলের নীচে– সব জায়গায় খুঁজল সৈনিকরা। বাচ্চাদের ঘরে যখন এল ছোট্ট এডিথ তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল ওদের দেখে। এডওয়ার্ড মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে শান্ত করল ওকে, ভয় পেতে বারণ করল।

ছেলে-মেয়েদের দিকে খুব একটা মনোযোগ দিল না রাউন্ডহেডরা। খোঁজাখুঁজি শেষ করে সামনের কামরায় চলে এল সবাই।

'আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না,' বলল এক সৈনিক। 'চলো আমরা যাই, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আমার, খিদেও পেয়েছে।'

'আমারও,' বলেই নাক দিয়ে জোরে শ্বাস নিল অন্য এক সৈনিক। 'আহ্, দারুণ সুগন্ধ ছুটেছে।' বলতে বলতে টেবিলের উপর রাখা মাংসের পাত্রটার ঢাকনা উঠাল সে। তারপর জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী জিনিস?'

'আমার খাবার,' জবাব দিল জ্যাকব। 'তিন চারদিনের রান্না আমি একবারেই সেরে রাখি। দেখতেই পাচ্ছেন বাচ্চাগুলো অসুস্থ, আমার আর কাজের লোক নেই। একা বুড়ো মানুষ রোজ রান্না করে উঠতে পারি না।'

'একটু চেখে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে,' বলল সৈনিকটি।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আপনারা সবাই বসুন,' বলল জ্যাকব, 'খিদে পেয়েছে বলছেন, তা হলে খেয়ে নিন। আমি পরে আরেকটু রান্না করে নেব।'

আর বলতে হলো না, বসে গেল সৈনিকরা। বাসনগুলো আবার এনে দিল জ্যাকব। কয়েক মিনিটের ভিতর পাত্রটা শূন্য করে উঠে দাঁড়াল ওরা।

'দারুণ স্বাদ তোমার খাবারের,' ঠোঁট চাটতে চাটতে দলনেতা বলল, 'সময় পেলে আর একদিন এসে খেয়ে যাব, কী বলো?' বলে প্রাণ খুলে হাসল সে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

বাইরে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল সৈনিকরা। অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর অরণ্যে।

'এত সস্তায় মিটে যাবে ভাবিনি,' মনে মনে বলল জ্যাকব। চিৎকার করে ডাকল ছেলে-মেয়েদের।

ওরা ঘরে ঢুকতে জ্যাকব বলল, 'গেছে শয়তানগুলো।'

'এবং আমাদের খাবারও,' শূন্য হাঁড়ি আর এঁটো বাসনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল হামফ্রে।

'হ্যাঁ,' জ্যাকব বলল, 'তবে আমরা আবার রেঁধে নিতে পারব, তাই না? একটু দেরি হবে, কিন্তু কী আর করা? ওরা যে এত সহজে বিদায় হয়েছে তাতেই আমি খুশি।'

সবাই মিলে আবার রাঁধল ওরা। রান্না যখন শেষ হলো তখন খিদে এমন

প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে যে বসবার তরটুকু সইল না। কারও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাপুসহুপুস খাওয়া শুরু করল।

দিনের বাকি সময়টুকু ভালভাবেই কেটে গেল, সৈনিকরা আর এল না। রাতেও নির্বিঘ্নে ঘুমাল সবাই।

## চার

পরদিন যথারীতি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ল জ্যাকব। এডওয়ার্ডকে ডেকে বলল, 'আমি একটু লিমিংটনে যাচ্ছি, কিছু জিনিস পত্র কিনতে হবে। ওদের দিকে খেয়াল রেখো। রাউন্ডহেডরা যদি আসে, কালকের মত বোলো, ভাই-বোনদের বসন্ত হয়েছে।'

জ্যাকবের টাট্টু ঘোড়ার নাম বিলি। বাইরে এসে ওটার পিঠে জিন চাপিয়ে রওনা হলো সে লিমিংটনের দিকে। প্রথমে গসিপ অলউড'স-এ গেল। সেখানে জানতে পারল, রাজা চার্লস আবার বন্দী হয়েছেন। ওয়াইট দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। অর্থাৎ রাউন্ডহেডদের কাজ শেষ, যেমন এসেছিল তেমনি ঝড়ের বেগে লন্ডনে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

রাজার বন্দী হওয়ার খবরে দুঃখিত হলেও সৈন্যরা ফিরে যাচ্ছে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাকব। দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে লিমিংটনে পৌঁছুল। কাপড়ের দোকানে গিয়ে এডওয়ার্ড, হাম্ফ্রে, এডিথ ও অ্যালিসের জন্য সাধারণ কৃষক পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যে ধরনের পোশাক পরে তেমন কয়েকটা কাপড় কিনল। তারপর আরও কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং খাবার দাবার কিনে রওনা হলো বাড়ির পথে।

জ্যাকব যখন কুটিরে পৌঁছুল তখন বাইরের ঘরে খেলা করছে ছেলে-মেয়েরা। ওকে দেখেই হৈ চৈ করে উঠল সবাই, বিশেষ করে মেয়ে দুটো। বাড়ির বাইরে দিন কাটানোর এই ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করছে ওরা।

নতুন কেনা কাপড়গুলো যার যার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জ্যাকব বলল, 'তোমাদের ওসব দামী পোশাক আর পরা চলবে না। এগুলো পরতে হবে। এখন থেকে তোমরা আমার নাতি-নাতনী, আমি তোমাদের নানা। আমি আর তোমাদের মিস বা মাস্টার বলে ডাকব না। জানো তো, আমরা গরীব মানুষরা বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ওভাবে ডাকি না?'

'কেন? তুমি আমাদের নানা কেন?' প্রশ্ন করল ছোট্ট এডিথ।

'এডওয়ার্ড বুঝতে পেরেছে। তোমরা ছোট তো, তাই পারোনি। বলছি শোনো, রাউন্ডহেডরা তোমাদের বাবাকে খুন করেছে, তোমাদেরও পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। আমি ওদের সলা-পরামর্শ শুনে ফেলায় পারেনি। যা হোক, আমার

এখানে থাকলেও যদি ওরা টের পায় তোমরা আসলে কর্নেল বিভারলির ছেলে-মেয়ে তা হলে ওরা আবার তোমাদের খুন করার চেষ্টা করবে। সেজন্য আমার নাতি-নাতনীর মত থাকতে হবে তোমাদের। তোমাদের নামও বদলে ফেলতে হবে। এখন থেকে তোমাদের পদবী আর বিভারলি নয়, আর্মিটেজ। তুমি এডওয়ার্ড আর্মিটেজ, তুমি হামফ্রে আর্মিটেজ, তুমি অ্যালিস আর্মিটেজ, আর তুমি এডিথ আর্মিটেজ, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'তোমাদের সব কাজ নিজেদেরই করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ আমার বাড়িতে কাজ করার কোন মানুষ নেই। মানুষ রাখার মত পয়সাও নেই আমার। ভয় পেয়ো না, কয়েক দিন করলেই তোমরা সব শিখে যাবে। কাল থেকে আমি এডওয়ার্ডকে হরিণ শিকারের কৌশল শেখাব। হামফ্রে একটু বড় হলে ওকেও শেখাব।'

পরদিন সকালে এডওয়ার্ডকে নিয়ে শিকারে বেরোল জ্যাকব। কুকুর স্মোকারকেও সঙ্গে নিয়েছে। এডওয়ার্ডের কাছে বন্দুক নেই। আসলে শিকার করবে জ্যাকব ও দেখবে, কায়দা-কানুনগুলো শিখবে।

নিঃশব্দে বনের ভিতর দিয়ে প্রায় মাইলখানেক চলে এল ওরা। হঠাৎ হাত উঁচু করে একটা ইশারা করল জ্যাকব এডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে। তারপরই বসে পড়ল উঁচু ফার্নের ভিতর। এডওয়ার্ডও বসে পড়ল দেখাদেখি। স্মোকারকে কিছু বলতে হলো না, নিজে থেকেই চুপ হয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল দু'জন। ঘাসে ছাওয়া একটা ফাঁকা জায়গার কিনারে পৌঁছুল অবশেষে। অবাক হয়ে এডওয়ার্ড দেখল, একটা হরিণ আর তিনটে হরিণী চরছে সেখানে। হরিণীগুলো শান্তভাবে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হরিণটা একটু পরপরই মাথা তুলে নাকের বাঁশি ফুলিয়ে বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে জ্যাকব। হরিণটা যেই মাথা তুলছে অমনি থেমে পড়ছে, হরিণটা যেই আবার খেতে শুরু করছে, ও-ও আবার এগোতে শুরু করছে। জ্যাকবের দেখাদেখি এডওয়ার্ডও এগিয়ে যাচ্ছে, থামছে, আবার এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে হরিণটার প্রায় পঞ্চাশ গজের ভিতর পৌঁছে গেল ওরা। আস্তে করে বন্দুক তুলল জ্যাকব। বাঁটটা কাঁধে লাগাল নিঃশব্দে। আঙুল দিয়ে টেনে বন্দুকের তালা (সেফটি ক্যাচ) খুলল। মৃদু একটা শব্দ হলো ক্লিক করে। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া থামিয়ে মুখ উঁচু করল হরিণটা। সন্দেহের চোখে তাকাল যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে।

আর দেরি না করে জ্যাকব ঘোড়া টেনে দিল বন্দুকের। গুলি ছুটল। কোথায় লাগল কিছু বুঝতে পারল না এডওয়ার্ড। শুধু দেখল একটা লাফ দিল হরিণটা, তারপর হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। পড়েই পা চারটে আকাশের দিকে উঠে

গেল হরিণটার। নড়ল কিছুক্ষণ, তারপর স্থির। ইতোমধ্যে মাদী হরিণগুলো অদৃশ্য হয়েছে বনের ভিতর।

চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এডওয়ার্ড। ছুটতে যাবে মরা হরিণটার দিকে, জ্যাকব তাড়াতাড়ি হাত ধরে ওকে ঠেকাল।

'উঁহুঁ, এডওয়ার্ড,' বলল ও, 'এমন চেঁচিয়ে ওঠা একদম উচিত হয়নি।'

'কেন? হরিণটা তো মরে গেছে।'

'তা গেছে, কিন্তু কী করে জানছ কাছাকাছি কোথাও আরেকটা লুকিয়ে আছে কি না? যদি থাকে, তোমার চিৎকারে সাবধান হয়ে যাবে না? আমাদের দু'জনের কাছেই যদি বন্দুক থাকত, আর আমার গুলির শব্দে হরিণটা লাফিয়ে উঠত, তুমি গুলি করতে পারতে।'

'বুঝতে পেরেছি, জ্যাকব,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড। 'আর কোনদিন এ ভুল হবে না।'

'চলো দেখি, কেমন হরিণটা।'

ফার্নের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। হরিণটার দিকে এক পলক তাকিয়ে জ্যাকব বলল, 'ছয় থেকে সাত বছর বয়েস এটার।'

বিস্ময় চাপতে পারল না এডওয়ার্ড। 'কী করে জানলে তুমি?'

'শিং দেখে। তিন বছর পর্যন্ত হরিণের শিং থাকে দুটো, চার বছরে হয় তিনটে, পাঁচ বছরে চারটে, আর পাঁচ বছরের উপরে যেগুলোর বয়েস সেগুলোর শিং হয় পাঁচটা থেকে বিশ তিরিশটা। এটার শিং নয়টা, তাই ধারণা করলাম এটার বয়েস ছয় থেকে সাতের ভেতরেই হবে।'

কোমরবন্ধে ঝোলানো খাপ থেকে বড় হান্টিং নাইফটা বের করল জ্যাকব। হরিণটার মাথা কেটে রাখল, তারপর পেট কেটে ভুঁড়িটাও বের করে ফেলল। হরিণের চামড়ায় ছুরি মুছতে মুছতে ও বলল, 'তুমি ক্লান্ত হয়ে যাওনি তো, এডওয়ার্ড?'

'একটুও না।'

'তা হলে, এখন যদি একা একা বাসায় ফিরতে বলি, পারবে?'

'বোধ হয়।'

'ঠিক আছে, চলে যাও তা হলে। চিনতে না পারলেও অবশ্য ক্ষতি নেই, স্মোকারকে নিয়ে যাও, ও-ই চিনিয়ে দেবে। বাসায় গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো বিলিকে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ এটার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলি।'

চলে গেল এডওয়ার্ড। ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর ফিরে এল টাট্টুটাকে নিয়ে। এদিকে জ্যাকব শুধু চামড়া ছাড়ানো নয়, হরিণটাকে টুকরো টুকরো করে কেটেও ফেলেছে। চামড়ার ভিতর টুকরোগুলোকে পোঁটলা করে টাট্টুর পিঠে চড়িয়ে রওনা হলো ওরা কুটিরের দিকে।

কুটিরে পৌঁছেই জ্যাকব মাংসের টুকরোগুলো ঝুলিয়ে দিল খুঁটির সাথে।

টাট্টুটাকে আস্তাবলে রেখে এল এডওয়ার্ড। তারপর খেতে বসল সবাই। রান্না করেছে হামফ্রে আর অ্যালিস। চমৎকার হয়েছে খেতে। জ্যাকব তো ঘোষণাই করে বসল, এত ভাল রান্না সে জীবনে খায়নি।

পরদিন সকালে জ্যাকব লিমিংটনে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো। হরিণের মাংস নিজেদের জন্য খানিকটা রেখে বাকিটুকু বিক্রি করে এক বস্তা ওটমিল কিনে আনবে। মাঝে মাঝে তা দিয়ে কেক টেক বানানো যাবে।

'আমিও যাই তোমার সঙ্গে,' এডওয়ার্ড বলল।

'না, এডওয়ার্ড,' জবাব দিল জ্যাকব, 'এক্ষুণি লিমিংটনে বা অন্য কোথাও তোমার চেহারা দেখানো চলবে না। এখন যে-ই দেখবে তোমাকে চিনে ফেলবে। তোমাদের কথা ভুলে যাওয়ার জন্যে সবাইকে কিছুটা সময় দেওয়া দরকার। যখন সময় হবে, আমি নিজেই তোমাকে নিয়ে যাব। ওটমিল কেনার পরেও কিছু টাকা বেঁচে যাবে, সেই টাকায় তোমার জন্যে একটা বন্দুক কিনে আনব, যাতে শিগ্গিরই তুমি ভালভাবে শিকার করা শিখে যেতে পারো। একটা কথা মনে রেখো, হঠাৎ করে আমার যদি কিছু হয়ে যায়, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে দেখার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না, সুতরাং কোন রকম ঝুঁকি তোমাকে আমি নিতে দেব না। লিমিংটনের অনেকে আমাকে চেনে, আমার কাছ থেকে মাংস কেনে, কিন্তু কেউ জানে না আমি কোথায় থাকি। সবাই জানে, নিউ ফরেস্টের কোথাও আমার কুটির, কিন্তু ঠিক কোথায় তা কেউ জানে না। তাই বলছি, আমি গেলে তোমাদের কথা জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তোমার জন্যে বন্দুক ছাড়াও হামফ্রের জন্যে এক বাক্স ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি কিনব। অ্যালিসের জন্যে কিছু সুঁই সুতোও কেনা দরকার। আমি যতক্ষণ না ফিরি তুমি বাড়িতেই থাকবে, কেমন?'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করল এডওয়ার্ড। জ্যাকব চলে গেল।

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে ফিরে এল ও। বিলির পিঠে মালপত্রের স্তূপ। এক বস্তা ওটমিল ছাড়াও বেলচা, হাতুড়ি, করাত, বাটাল, কাস্তে, কুড়াল এধরনের অনেকগুলো যন্ত্রপাতি কিনে এনেছে জ্যাকব। এডওয়ার্ড যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা নলওয়ালা একটা বন্দুক ধরিয়ে দিল ও।

'ভাল জিনিস,' এডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল জ্যাকব। 'এক রেঞ্জার এটার মালিক ছিল—নেসবির যুদ্ধে তোমার বাবার সাথে মারা গেছে।'

'ধন্যবাদ, জ্যাকব,' এডওয়ার্ড বলল, 'আশা করি এটার দাম একদিন তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারব।'

'যদি পারো খুব খুশি হব আমি, টাকাটা আমি ফেরত চাই বলে নয়, বুঝব তুমি উপযুক্ত হয়েছ, আমি না থাকলেও ভাইবোনদের দেখেশুনে রাখতে পারবে। শোনো, এডওয়ার্ড, আগামী কয়েক দিন আর আমরা বাইরে বেরোব না। ঘরে যা মাংস আছে, কম পক্ষে তিন সপ্তা চলে যাবে। ঠাণ্ডা ভাল মতই পড়েছে, মাংস নষ্ট

হওয়ার ভয় নেই। বাসায় বসে বসে তুমি গুলি ছোঁড়ার মকশো করো কয়েকদিন। তারপর আবার বেরোব শিকারে।'

আগেও বহুবার বন্দুক চালিয়েছে এডওয়ার্ড। সুতরাং পরদিন সকালে গুলি ছোঁড়বার অনুশীলনে বেশ ভাল ফল দেখাল ও। মাত্র দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে একশো গজ দূরের লক্ষ্যবস্তুতে প্রায় প্রতিবারই গুলি লাগাতে পারল।

দু'দিন পর ভারি হয়ে নামল তুষার। ঘর থেকে বেরোনোও দুষ্কর হয়ে পড়ল। পুরো দু'দিন কুটিরে আটকা পড়ে রইল ওরা। তারপর দেখা দিল জ্বালানী কাঠের সংকট। ঘরে যেটুকু আছে তাতে আর কয়েক ঘণ্টাও চলবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং তুষারপাত মাথায় করেই বেরোতে হলো জ্যাকব, এডওয়ার্ড আর হামফ্রেকে। শুকনো কিছু ডালপালা জোগাড় করে তুষারের ভিতর দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে এল কুটিরে।

বাড়িতে ফিরেই হামফ্রে বলল, 'একটা গাড়ি থাকলে ভাল হত। অনেক সহজে নিয়ে আসতে পারতাম কাঠগুলো।'

'তা ঠিক,' জবাব দিল জ্যাকব। 'আমি একা ছিলাম এতদিন, গাড়ির দরকার করেনি। কিন্তু এখন তো আমরা অনেক ক'জন, সত্যিই গাড়ি একটা দরকার।'

'আমিই তৈরি করতে পারব,' বলল হামফ্রে, 'অবশ্য_ চাকাগুলো বানানোর সময় তোমার সাহায্য দরকার হবে।'

'ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে ভেবে দেখা যাবে। বানাতে যদি না পারি একটা কিনে নেব। তবে সে জন্যে কিছুদিন অপেক্ষো করতে হবে। তুষার পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এখন গাড়ি কেনা গেলেও লিমিংটন থেকে এখানে আনা যাবে না।'

দু'একবার শিকারে যাওয়া ছাড়া প্রায় পুরো শীতটা ঘরে বসে কাটাতে হলো ওদের। তবে সময়টা ওরা অলস ভাবে পার করে দিল না। জ্যাকবের কাছ থেকে নানা ধরনের কাজ শিখল। অ্যালিস শিখল থালাবাসন, কাপড় চোপড় ধোয়া, রান্না করা; হামফ্রে নানা রকম যন্ত্রপাতির ব্যবহার; এডিথ ওটমিল দিয়ে কেক বানানোর কায়দা তাতে অ্যালিসের খাটুনি অনেকখানি কমে গেল।

সবাই বেশ খুশি, পরিতৃপ্ত। এডওয়ার্ডই একমাত্র ব্যতিক্রম। বেশির ভাগ সময় ওর মুখ থাকে গম্ভীর। কিছুতেই ভুলতে পারে না, ও আর্নউডের উত্তরাধিকারী। যে বাড়িতে ওর জন্ম, জন্মেই যে বাড়ির ছায়া পেয়েছে সে বাড়ি ছাই হয়ে গেছে। চুপচাপ যখন বসে থাকে মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই হাত দুটো ওর মুঠো পাকিয়ে ওঠে। অস্থির হয়ে ওঠে ও, বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে না ঘটছে জানবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। তখনই মনে পড়ে যায় জ্যাকবের সাবধান বাণী, ভিতরে ভিতরে চুপসে যায় এডওয়ার্ড। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সময় হলে ও এর বদলা নেবে, যারা ওর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের ছেড়ে দেবে না কিছুতেই।

# পাঁচ

অবশেষে শীত শেষ হলো। তুষার মিলিয়ে গেল। নতুন পত্র-পল্লবে মুকুলিত হয়ে উঠল গাছপালা। সূর্যের তেজ বাড়ল। তারপর একদিন ওরা অবাক হয়ে লক্ষ করল, আবার সবুজ হয়ে উঠেছে ধূসর বনভূমি।

জ্যাকব আর এডওয়ার্ড শিকারে বেরোল এক সকালে। দুপুর নাগাদ তাগড়া জোয়ান দুটো হরিণ মারতে পারল। একটা মেরেছে এডওয়ার্ড। জীবনে এই প্রথম। খুশিতে বাচ্চাছেলের মত লাফাচ্ছে সে। জ্যাকবও খুশি। ও যা ভেবেছিল তার চেয়ে কম সময়েই মানুষ হয়ে উঠছে ছেলেটা।

আগের মতই জ্যাকব বনে রয়ে গেল হরিণগুলোর চামড়া ছাড়ানোর জন্য, এডওয়ার্ড কুটিরে ফিরে এল বিলিকে নিয়ে যাবে বলে। দুই দফায় ওরা হরিণের টুকরোগুলো বাড়িতে আনল। শেষবার যখন ফিরল তখন রাত নেমে আসছে প্রকৃতিতে।

পরদিন সকালে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে হরিণের মাংস বোঝাই দিয়ে লিমিংটনে গেল জ্যাকব। পরিচিত এক মাংস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করল সেগুলো। পরদিন ও তার পরদিন অমন আরও দুই বোঝা মাংস পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল জ্যাকব। এরপর একটা টানাগাড়ির খোঁজে গেল সে। ভাগ্য ভাল, বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। অল্প সময়ের ভিতরই বিলি যত বড় টানতে পারবে ঠিক তত বড় একটা গাড়ি পেয়ে গেল। গাড়িওয়ালা যা দাম চাইল, জ্যাকব হিসাব করে দেখল, আজ মাংস বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছে তাতে গাড়িটা হয়েও কিছু টাকা বাঁচে। গাড়িটা কিনে ফেলল ও। একটা জোয়ালও কিনল।

বিলিকে গাড়িতে জুড়ে রওনা হলো জ্যাকব। কিন্তু গাড়িতে জোড়ার ব্যাপারটা একদম পছন্দ করল না বিলি। পা ছুঁড়ে, মাথা নেড়ে, জোয়ালটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে আপত্তি জানাতে লাগল। কিন্তু হাল ছাড়ল না জ্যাকব। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় ঘোড়াটাকে বশ মানাতে পারল সে। তারপর রওনা হলো কুটিরের দিকে।

গাড়ি দেখে ভীষণ খুশি হামফ্রে। বলল, 'এবার আমাদের পরিশ্রম অনেক কমে যাবে।'

পরদিন সকালে বাকি মাংসটুকু গাড়িতে বোঝাই দিল জ্যাকব। এ দিনও বিলি প্রথমে কিছুক্ষণ আপত্তি জানাল। শেষে গাড়ি টানতে টানতে রওনা হলো লিমিংটনের দিকে। ফিরবার সময় ও এত ভদ্র আচরণ করল যে, কেউ বুঝতেই পারল না মাত্র কাল ওকে প্রথম গাড়িতে জোড়া হয়েছে।

কাল গাড়ি কেনা আর ঘোড়াটাকে গাড়িতে জোড়া নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে

লিমিংটন থেকে কোন খবরাখবরও জোগাড় করতে পারেনি জ্যাকব। আজ পেরেছে।

ও কুটিরে ফিরতেই এডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল, 'আজ কিছু খবরাখবর আনতে পারলে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জ্যাকব। 'ক্যাপটেন বারলি রাজার পক্ষে লোকদের বিদ্রোহী করে তুলতে চাইছিলেন ওঁকে ফাঁসি দিয়েছে রাউন্ডহেডরা। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল।'

'রাষ্ট্রদ্রোহিতা!' দাঁতে দাঁত চাপল এডওয়ার্ড। 'যারা ওঁকে ফাঁসি দিয়েছে তারাই তো বড় রাষ্ট্রদ্রোহী!'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই। শোনো, ভাল খবরও আছে, ডিউক অভ ইয়র্ক পালিয়ে হল্যান্ডে চলে গেছেন।'

'তাই নাকি? আর রাজা?'

'রাজা এখনও বন্দী ক্যারিসব্রুক ক্যাসলে আছেন। অবশ্য এ নিয়ে এত রকম গুজব লিমিংটনে, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বোঝা দায়।'

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল এডওয়ার্ড। তারপর বলল, 'একদিন আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পাব, জ্যাকব। তুমি দেখে নিয়ো।'

খুবই ব্যস্ততার ভিতর দিন কাটছে ওদের। ফসল বুনবার সময় হয়ে গেছে। বনের ভিতর ছোট্ট এক টুকরো জমি পরিষ্কার করে নিয়েছে জ্যাকব। সেখানে ও নানা রকম তরিতরকারি, যেমন গাজর, শালগম, আলু ইত্যাদি ফলায়। মাটি কোপানো থেকে শুরু করে বীজ বোনা, ফসল তোলা সব জ্যাকব একা করত এতদিন। এবার ও দু'জন সহকারী পেয়েছে।

এক মাসেরও কম সময়ের ভিতর জমি তৈরি এবং বীজ বোনা হয়ে গেল। বীজগুলো থেকে অঙ্কুরও বেরিয়ে গেছে। এখন খেয়াল রাখতে হবে আগাছা যেন বেড়ে না ওঠে। হামফ্রে নিল দায়িত্ব। প্রতিদিন ভোরে ও ক্ষেতে চলে যায়। নতুন গজানো আগাছা পরিষ্কার করে ফিরে আসে সূর্যোদয়ের বেশ পরে। কিছুদিনের ভিতরই ছোট্ট খামারটার পুরো দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল ও।

একদিন রাতে খাওয়ার সময় হামফ্রে বলল, 'এবার আমাদের একটা গরু দরকার। বনে যে চরে বেড়ায় দেখি, ওগুলো কাদের?'

'আগে আশপাশের গৃহস্থদের ছিল,' বলল জ্যাকব। 'এখন যদি কারও হয় তো সে রাজার।'

'মানে?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল হামফ্রে।

'মানে আর কিছু না, গৃহস্থদের বাড়ি থেকে পালিয়ে বা পথ ভুলে ওগুলো বনে চলে এসেছিল, সেই থেকে বনেই রয়ে গেছে। আগে পোষা ছিল, কিন্তু এখন পুরো

বুনো হয়ে গেছে। খুব দ্রুত বাড়ছে ওদের সংখ্যা। কয়েক বছর আগেও ছ'টা ছিল, এখন অন্তত পঞ্চাশটা হয়েছে।'

'আমি একটা ধরব,' বলল হামফ্রে।

'ও কাজটিও কোরো না, ষাঁড়গুলো ভীষণ হিংস্র, কেমন শিং একেকটার দেখেছ তো?'

'ষাঁড় কেন ধরব? আমি তো ধরব গরু। গরু থেকে দুধ পাব, গোবর পাব। আমার বাগানের জন্যে আরও বেশি সার দরকার, শুধু বিলির গোবরে কুলাচ্ছে না।'

'বেশ চেষ্টা করে দেখো,' জ্যাকব বলল, 'তুমি দু'একটা গরু যদি ধরতে পারো কেউ বাধা দেবে না। তবে আমার মনে হয় কাজটা খুব সহজ হবে না।'

'তবু আমি চেষ্টা করব। তুই কী বলিস, অ্যালিস, বাড়িতে একটা গরু থাকলে ভাল হবে না?'

ফসল তোলা হয়ে গেছে। দিনগুলো ক্রমশ লম্বা হয়ে উঠছে, সেই সাথে ওদের কাজও হালকা এবং সহজ হয়ে আসছে; দীর্ঘ অবসর হাতে পাচ্ছে সবাই। যে যার মত অবসর কাটাচ্ছে কিন্তু হামফ্রে কাজ নিয়ে মেতে আছে। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেয় না ও। এডিথকে একটা এক চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি বানিয়ে দিয়েছে ও ক্ষেত থেকে যেসব আগাছা তোলে সেগুলো এডিথ গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আসে। মুরগিদের জন্য ঘর এবং ডিম পাড়ার, তা দেওয়ার জায়গা তৈরি করে দিয়েছে। কিছুদিনের ভিতরেই দেখা গেল পাঁচ-সাতটা মা মুরগির পেছন পেছন চল্লিশ পঞ্চাশটা তুলতুলে বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠানময়। শুয়োরের খোঁয়াড়টা দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে, যাতে মাদী শুয়োরটাকে আলাদা রাখা যায়। খুব শিগ্গিরিই ওটা বাচ্চা দেবে বলে আশা করছে ওরা। শুধু এ-ই নয়, জঙ্গল থেকে বুনো স্ট্রবেরির চারা এনে লাগিয়েছে আঙিনায়, ক্ষেতে পেঁয়াজের চাষ করেছে, এবং এখন ও গরুর গোয়াল বানানোর জন্য বনে ঘুরে ঘুরে কাঠখুঁটি জোগাড় করছে, বোঝা বোঝা লম্বা ঘাস কেটে এনে শুকিয়ে রাখছে, কারণ ঘরে যে খড় আছে তা দিয়ে শুধু টাট্টুর হয়তো চলে যাবে কিন্তু গরু এবং টাট্টুর চলবে না।

'গরুটা আসবে কোত্থেকে, হামফ্রে?' প্রশ্ন করেছে এডওয়ার্ড।

'যেখান থেকে হরিণের মাংস আসে,' ও জবাব দিয়েছে।

রোজ ভোরে এবং বিকেলে সে বেরিয়ে যায়। এক দেড় ঘণ্টা বনে কাটিয়ে ফিরে আসে। এ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করেনি, সবাই ধরে নিয়েছে গরুর পালের গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য ও যায়। একদিন সত্যি সত্যি হামফ্রে একটা গরু নিয়ে ফিরবে এতে কারও সন্দেহ নেই, তবু মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না এডওয়ার্ড। 'কি, হামফ্রে, তোর গরু কি ডিম পাড়ছে?'

হামফ্রে অবিচল গাম্ভীর্যের সাথে জবাব দেয়, 'দূর গরু কী ডিম পাড়ে? শিগ্গিরই গরু পেয়ে যাবে তোমরা। চিন্তা কোরো না।'

একদিন সন্ধ্যায় অনেক দেরি করে ফিরল হামফ্রে। পরদিন আবার সূর্য উঠবার আগেই বেরিয়ে গেল। নাশ্তার সময় পেরিয়ে গেল, ও এল না।

'কোন বিপদে পড়ল না তো?' উসখুস করতে করতে এক সময় বলেই ফেলল জ্যাকব।

হেসে উঠল এডওয়ার্ড, 'দূর, এত চিন্তা কোরো না তো। আজ বোধহয় ও গরু নিয়ে ফিরছে, তাই দেরি হচ্ছে।'

কথাটা এডওয়ার্ড শেষ করেছে কি করেনি, হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো হামফ্রে। যেখান থেকেই আসুক, সারাটা পথ ও দৌড়ে এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ, সারা গা ঘর্মাক্ত।

'জ্যাকব, এডওয়ার্ড, তাড়াতাড়ি চলো আমার সাথে,' বলল হামফ্রে। 'আমি বিলিকে গাড়িতে জুড়ছি, তোমরা কিছু দড়িদড়া আর স্মোকারকে নিয়ে এসো। ও হ্যাঁ, তোমাদের বন্দুক দুটোও নিতে ভুলো না, কাজে লাগতে পারে।'

বলে আর দেরি করল না, বেরিয়ে গেল হামফ্রে।

'কী হতে পারে?' এডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল জ্যাকব।

'কী আর? ওর সেই গরু নিশ্চয়ই। চলো যেতে যেতে শোনা যাবে।'

কয়েক মিনিটের ভিতর ঘোড়াটাকে গাড়িতে জুড়ে হামফ্রে উঠানে এসে দাঁড়াল। তারপর হাঁক ছাড়ল, 'কই, চলো চলো, নষ্ট করার মত একদম সময় নেই হাতে।'

রওনা হলো ওরা। কিছুদূর যাওয়ার পর এডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী, এবার বলো।'

'বলছি,' হামফ্রে জবাব দিল। 'তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে আন্দাজ করে ফেলেছ রোজ সকাল সন্ধ্যায় আমি কোথায় যাই? গরুগুলোর উপর নজর রাখছিলাম। প্রত্যেকদিন ওরা একই পথে যাওয়া আসা করে। ওই পথের পাশে ঝোপের ভেতর বসে আমি নজর রাখতাম আর মনে মনে ফন্দি আঁটতাম কী করে ধরা যাবে একটাকে। ক'দিন আগে খেয়াল করলাম, একটা গরুর বাচ্চা দেবার সময় খুব কাছিয়ে এসেছে।'

'কী করে বুঝলি?' প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'পেট দেখে। কাল সন্ধ্যায় দেখলাম সেই গরুটা হঠাৎ পাল ছেড়ে ছোট একটা লতাগুল্মের বনে ঢুকে পড়ল। পালের অন্যান্য গরু সব চলে গেল, ওটা ফিরে এল না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, গরুটা এল না। শেষে বাড়ি ফিরে এলাম। আজ ভোরে আবার গিয়ে দেখি, পালের সঙ্গে নেই ওটা। আর সন্দেহ রইল না, বাচ্চা দেয়ার জন্যেই গুল্ম ঝোপে ঢুকেছে গরুটা।'

'হলো, কিন্তু আমরা এখন যাচ্ছি কী জন্যে?' বলল জ্যাকব।

'আমার বুদ্ধিটা শোনো, তা হলেই বুঝতে পারবে। বাচ্চাটাকে আমরা গাড়িতে তুলে নেব। আমার মনে হয় পারব আমরা–'

'কী করে?' জানতে চাইল এডওয়ার্ড। 'গরুটা যদি গুঁতো দিতে আসে? মায়ের কাছ থেকে বাচ্চা কেড়ে নেয়া সোজা কথা?'

'সে জন্যেই স্মোকারকে নিয়ে এসেছি। ওকে লেলিয়ে দেব। গরুটাকে ব্যস্ত রাখবে, এই ফাঁকে বাচ্চাটাকে গাড়িতে তুলে ফেলব আমরা। পালের অন্য গরুগুলো যদি এসে পড়ে তোমরা গুলি চালাবে।'

'হুঁ, বুদ্ধিটা তুমি ভালই বের করেছ, হামফ্রে,' মৃদু হেসে জ্যাকব বলল, 'কাজ হবে মনে হচ্ছে। গুল্ম-বনটা কোথায়?'

'আর আধ মাইলও হবে না।'

ঝোপটার কাছে পৌঁছে ওরা দেখতে পেল বেশ কিছু দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় চরছে পুরো গরুর পালটা। মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করল জ্যাকব, দূরত্বটা মোটামুটি নিরাপদই বলা যায়।

'এবার,' ফিসফিস করে জ্যাকব বলল, 'আমি আর এডওয়ার্ড স্মোকারকে নিয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকব। হামফ্রে, তুমি আমাদের পেছনে থাকবে। স্মোকার যেন গরুটাকে কামড়ে ধরে সে ব্যবস্থা করব দরকার হলে– অবশ্য ওটা যদি ওখানে থাকে। হ্যাঁ, আছে, এই যে খুরের দাগ। চলো।'

সাবধানে ওরা ঢুকে পড়ল গুল্ম-বনের ভিতর। খুরের দাগ অনুসরণ করে এগোতে এগোতে অবশেষে পৌঁছে গেল গরুটার কাছে। হ্যাঁ, বাচ্চা দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে খুব বেশিক্ষণ আগে নয়। বাচ্চার গা চাটছে গরুটা। বাচ্চাটা এখনও পায়ের উপর উঠে দাঁড়ায়নি।

জ্যাকব আর এডওয়ার্ডকে দেখেই ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গরুটা, পর মুহূর্তে ছুটে আসতে গেল। আর দেরি করল না জ্যাকব, চিৎকার করে উঠল, 'স্মোকার, ধর, ধর!'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল কুকুরটা ভয়ঙ্কর স্বরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে। আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেল গরুটা। ঘেউ ঘেউ করতে করতে তার চারপাশে ঘুরতে লাগল স্মোকার। জ্যাকবদের দিকে তো দূরের কথা, নিজের বাচ্চার দিকেও আর এগোতে পারছে না গরুটা।

'জলদি, এডওয়ার্ড, হামফ্রে!' চিৎকার করল জ্যাকব। 'বাচ্চাটাকে গাড়িতে তুলে ফেল, আমি আর স্মোকার সামলাচ্ছি মা-টাকে।'

পেটের নিচ দিয়ে আলগোছে ধরে বাচ্চাটাকে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল দু'ভাই। স্মোকারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এত ব্যস্ত ছিল মা গরুটা যে প্রথমে কিছু খেয়াল করল না। যখন করল তখন বাচ্চাটাকে অনেক দূর নিয়ে গেছে এডওয়ার্ড ও হামফ্রে। কাতর স্বরে একটা ডাক ছেড়ে শিং বাগিয়ে ছুটে আসতে

গেল গরুটা। কিন্তু লাফ দিয়ে উঠে তার কান কামড়ে ধরে ঝুলে পড়ল স্মোকার।

'হ্যাঁ, ধরে থাক, স্মোকার,' চিৎকার করে উঠে জ্যাকবও ছুটল গাড়ির দিকে।

ইতোমধ্যে বাছুরটাকে নিরাপদে গাড়িতে উঠিয়ে বেঁধে ফেলেছে এডওয়ার্ড এবং হামফ্রে। জ্যাকব পৌঁছুতেই তিনজন উঠে পড়ল গাড়িতে।

'হামফ্রে, চালাও গাড়ি!' চেঁচিয়ে বলল জ্যাকব। 'আমাদের পেছন পেছন আসবে ওটা। স্মোকার, স্মোকার! ছেড়ে দে! চলে আয়!'

ঝোপের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল স্মোকার। পেছন পেছন বাছুরটার মা। একটু পর পরই কাতর স্বরে হাম্বা করে উঠছে। বাছুরটাও জবাব দিচ্ছে মায়ের হাম্বা রবের।

বিলির জন্য বোঝাটা আজ একটু বেশি ভারি হয়ে গেছে। গাড়ি তো আছেই তার উপর তিনজন মানুষ আর একটা বাছুর। খুব দ্রুত ছুটতে পারছে না বেচারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গরুটা গাড়ির একেবারে কাছে এসে পড়ল। ইচ্ছে করলেই গাড়ির পেছনটায় ঢুঁশ লাগাতে পারে। এখনও সে সমানে চিৎকার করছে হাম্বা হাম্বা করে। বাছুরটাও জবাব দিয়ে যাচ্ছে।

'এডওয়ার্ড,' শান্ত স্বরে জ্যাকব বলল, 'বন্দুক তৈরি রাখো, পালের অন্য গরুগুলো বোধ হয় আসছে। হামফ্রে, যত জোরে পারো চালাও!'

কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল প্রায় সিকি মাইল পেছনে, পুরো পাল নয় মাত্র একটা ষাঁড়– যেমন তাগড়া তেমনি তেজী– ঘাড় নিচু করে তীর বেগে ছুটে আসছে। বাতাসে উড়ছে তার লেজ।

'হামফ্রে, গাড়ি থামাও!' চিৎকার করে উঠল জ্যাকব। 'এডওয়ার্ড, তুমি তৈরি? প্রথমে তুমিই গুলি করো, কাঁধ তাক করবে।'

লাগাম টেনে বিলিকে, সেই সাথে গাড়িটাকেও দাঁড় করিয়ে ফেলল হামফ্রে। মা গরুটা যেন গাড়িতে ঢুঁশ লাগিয়ে না বসে সেজন্য আবার তার উপর স্মোকারকে লেলিয়ে দিল জ্যাকব।

এর মধ্যে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ষাঁড়। বন্দুক তাক করল এডওয়ার্ড। আসতে আসতে গাড়ির ষাট গজের ভিতর এসে পড়ল ষাঁড়টা।

'এবার!' বলে উঠল জ্যাকব।

ঘোড়া টেনে দিল এডওয়ার্ড। অব্যর্থ লক্ষ্য। দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ সামনের দু'হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল ষাঁড়টা। পেছনের পা দু'টো ছুঁড়তে ছুঁড়তে শিং দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে চাইল মাটি।

'হ্যাঁ, হামফ্রে,' বলল জ্যাকব, 'এবার গাড়ি ছোটাও। আরে! ষাঁড়টা আবার দাঁড়িয়েছে দেখছি! ঠিক আছে, কী হয় ব্যাটার, পরে এসে দেখা যাবে।'

চলতে শুরু করল গাড়ি। স্মোকারকে ডেকে নিল জ্যাকব। মা গরুটা আবার ছুটতে লাগল গাড়ির পেছন পেছন। একটু পরেই কুটিরের কাছে পৌঁছে গেল

ওরা।

'গাড়িটা উঠানে ঢুকিয়েই ফটক বন্ধ করে দিতে হবে,' হামফ্রে বলল, 'আমি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত গরুটা বাইরেই থাকবে।'

'ঠিক আছে,' বলল জ্যাকব। 'ওকে বাইরে রাখা কঠিন হবে না, স্মোকারকে লাগিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু ও কী!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জ্যাকব, 'অ্যালিস, এডিথ, দেখি বাইরে বেরিয়ে আসছে! গরুর সামনে পড়ে গেলে বিপদ হবে তো! অ্যালিস! এডিথ! ঘরে ঢুকে পড়ো! ঘরে ঢুকে পড়ো! দরজা বন্ধ করে দাও!'

এডওয়ার্ড চেঁচাল। উঠানের মাঝখানে থেমে পড়ল মেয়ে দুটো। ছুটে আসা গরুটাকে দেখল। তারপর যেমন ছুটে বেরিয়েছিল, তেমনি পড়িমরি ঢুকে গেল ঘরের ভিতর।

হামফ্রে উঠানের বেড়ার কিনারে নিয়ে গেল গাড়িটাকে, যেন এডওয়ার্ড ভিতরে লাফিয়ে পড়ে ফটক খুলে দিতে পারে। জ্যাকব আবার স্মোকারকে লেলিয়ে দিল। গরুটা বেশ খানিক পেছনে পড়ে গেল। বেড়া টপকে উঠানে চলে গেল এডওয়ার্ড। ফটক মেলে ধরল। গাড়ি নিয়ে হামফ্রে ঢুকে পড়তেই ঝট করে বন্ধ করে দিল আবার। গরুটা বাইরেই রইল। জ্যাকব ডাকতে লাফিয়ে বেড়া টপকে উঠানে চলে এল স্মোকার।

'এবার হামফ্রে?'

'বাছুরটাকে নামিয়ে গোয়ালে রাখব। তারপর মোটা একটা দড়ির মাথায় ফাঁস বানিয়ে আমি উঠে যাব কড়িকাঠের উপর। তোমরা ফটক খুলে দেবে। গরুটা গোয়ালে ছুটে এসে বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেই ফাঁসটা আমি ওর শিঙে আটকে দেব। তারপর সবাই মিলে বেঁধে ফেলব ভাল করে। আমি "তৈরি" বলে চিৎকার করলেই তোমরা ফটক খুলে দেবে।'

কয়েক মিনিট লাগল হামফ্রের তৈরি হতে। জ্যাকব আর এডওয়ার্ডও তৈরি হলো। কড়িকাঠের উপর উঠে ফাঁসটা ঝুলিয়ে দিয়ে হামফ্রে চিৎকার করে উঠল, 'তৈরি!'

ফটক খুলে দেওয়া হলো। তীব্র একটা হাম্বা ডাক ছেড়ে ছুটল গরুটা। সোজা গোয়ালে, তার বাচ্চার কাছে। গোয়ালের দরজা বন্ধ করে দিল জ্যাকব। মিনিট খানেক পর হামফ্রের চিৎকার শোনা গেল:

'হয়ে গেছে। দড়ির এই মাথাটা ধরো তোমরা। হ্যাঁ, এবার বাঁধো ভাল করে। হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল এডওয়ার্ড।

'এবার তা হলে ঢুকতে পারো তোমরা। দরজা সাবধানে খুলো।'

ওরা ভিতরে ঢুকে দেখল, গোয়ালের এক ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে আদর করছে গরুটা। শিং দুটো শক্ত করে বাঁধা রয়েছে বলে নড়তে পারছে না। আপাতত তার নড়বার ইচ্ছে আছে বলেও বিশেষ মনে হচ্ছে না।

'এবার হামফ্রে?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকব।

'দাঁড়াও, আগে ওর শিং দুটোর আগা করাত দিয়ে কেটে দিই, তা হলে গুঁতো দিলেও খুব একটা ব্যথা পাব না আমরা। তারপর একটু ঢিলে করে একটা রশি বেঁধে দেব, তা হলে ও হাঁটাচলা করতে পারবে, কিছু খাবারও মুখে দিতে পারবে। শিগ্‌গিরই ওকে পোষ মানিয়ে ফেলব আশা করি।'

কিছুক্ষণের ভিতর কাজগুলো শেষ করে ফেলল হামফ্রে। যে কাজ জীবনে কোনদিন করেনি সে কাজ আশ্চর্য দক্ষতার সাথে করল ও। রীতিমত বিস্মিত হলো জ্যাকব ও এডওয়ার্ড। অবশেষে গোয়ালের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল ওরা।

'শেষ পর্যন্ত আমাদের এক হাত দেখালে বটে, হামফ্রে,' জ্যাকব বলল। 'সত্যিই একটা গরু তা হলে জোগাড় করে ফেললে, তাও আবার বাছুর সহ! স্বীকার করতেই হবে এর পুরো কৃতিত্ব তোমার।'

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল এডওয়ার্ড। 'কত টিটকারি মেরেছি তোকে, এখন মনে করে লজ্জাই লাগছে।' জ্যাকবের দিকে ফিরল ও, 'এবার তা হলে ষাঁড়টার খবর নিতে হয়।'

'হ্যাঁ, চলো আগে খেয়ে নেই, তারপর...' লিমিংটনে নিয়ে গিয়ে মাংস, চামড়া দুটোই বিক্রি করে আসব, ভাল দাম পাওয়া যাবে।'

## ছয়

দুপুরের খাওয়ার পর জ্যাকব আর এডওয়ার্ড রওনা হলো। কাঁধে বন্দুক। ওদের পেছন পেছন গাড়ি নিয়ে চলল হামফ্রে। এডিথ আর অ্যালিস বায়না ধরেছিল গরু– বিশেষ করে বাচ্চাটাকে দেখবে। অনেক বুঝিয়ে ওদের শান্ত করেছে হামফ্রে। বলেছে, গরুটা একটু শান্ত হলে ও নিজে ওদের নিয়ে গিয়ে দেখাবে। এই ফাঁকে ওরা যেন নিজেরা গোয়ালে ঢুকে না পড়ে, তা হলে বিপদ হতে পারে।

যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই ষাঁড়টাকে দেখতে পেল ওরা। শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কাছাকাছি হতেই শিং বাগিয়ে মাথা দোলাল, তবে গুঁতো দেওয়ার জন্য ছুটে এল না।

'রক্ত পড়ে দুর্বল হয়ে গেছে,' জ্যাকব বলল। 'কাঁধের পেছন দিয়ে আরেকটা গুলি ঢুকিয়ে দাও, তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।'

একটু ঘুরে ষাঁড়টার পেছন দিকে চলে গেল এডওয়ার্ড। গুলি করল। মুখ থুবড়ে পড়ল জন্তুটা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল তিনজন। জ্যাকব বলল, কমপক্ষে পঞ্চাশ স্টোন (মাছ বা মাংসের ক্ষেত্রে এক স্টোন=আট পাউন্ড) হবে এটার ওজন। চামড়া ছাড়িয়ে কাটাকুটি করতে অনেক সময় লাগল। অবশেষে মাংস চামড়া সব গাড়িতে বোঝাই দিয়ে রওনা হলো ওরা। কুটিরে যখন পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা হয়ে

গেছে।

পরদিন কিছুটা মাংস নিজেদের জন্য রেখে বাকিটুকু আর চামড়াটা গাড়িতে চাপিয়ে লিমিংটনের পথে রওনা হলো জ্যাকব। ফিরল দুধ রাখবার কয়েকটা পাত্র, ছোট্ট একটা দুধ থেকে মাখন তুলবার যন্ত্র আর একটা দুধ দোয়ানোর পাত্র নিয়ে। এতসব জিনিস কেনবার পরও ওর হাতে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা রয়ে গেছে।

বাড়িতে ফিরেই জ্যাকব হামফ্রেকে প্রশ্ন করল, 'তোমার গরুর খবর কী?'

'আজ আর ওর কাছে যাইনি, খাবারও দেইনি। আশা করি কাল থেকেই পোষ মানতে শুরু করবে।'

'খাবার দাওনি! বাচ্চাটা মরে যাবে না?'

'না। বাচ্চা তো খাবে মায়ের দুধ। একদিন না খেলে দুধ বন্ধ হয় না।'

পরদিন সকালে হামফ্রে গেল গরুর কাছে। প্রথম প্রথম খুব তেজ দেখাল গাভীটা। শিং বাগিয়ে গুঁতো দিতে এল, পা দিয়ে চাটি লাগানোর চেষ্টা করল। হামফ্রে ভয় পেল না, ওর আওতার বাইরে থেকে কিছু ঘাস এগিয়ে দিল। দেড় দিনের বেশি হয়ে গেছে, না খেয়ে আছে গরুটা, ঘাস পেয়ে হামলে পড়ে খেতে লাগল। এই ফাঁকে একটু একটু করে ওটার একেবারে কাছে চলে গেল হামফ্রে। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল গায়ে। ঘাসটুকু শেষ হতে কিছু খড় এনে দিল। তারপর আবার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ চলল এরকম। অবশেষে, গোয়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল হামফ্রে।

পরের দু'সপ্তাহ প্রতিদিন ও খাবার নিয়ে দিল গরুটাকে, আদর করল। প্রতিবারই দেখা গেল আগের চেয়ে শান্ত আচরণ করছে গরু। অবশেষে পনেরো দিনের দিন যখন হামফ্রে গেল খাবার নিয়ে, মাথাটা পর্যন্ত নাড়ল না গরুটা। অর্থাৎ অন্তত হামফ্রেকে আর ওর অপছন্দ নয়।

এর পরের দু'সপ্তাহ হামফ্রে নিজে আর খাবার দিল না। গরুর কাছে ও গেল, তবে খাবার দেয়ালো অ্যালিসকে দিয়ে, যাতে ওর মত অ্যালিসকেও চিনে ফেলে গরুটা। বাছুরের বয়স যখন এক মাস হলো তখন প্রথম বারের মত হামফ্রে দুধ দোয়ানোর চেষ্টা করল। বলা বাহুল্য পা ছুঁড়ে, চাটি মেরে ভয়ানক বাধা দিল গরুটা। কিন্তু দমল না হামফ্রে। চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে দিন দশেকের মাথায় ও পারল দুধ দোয়াতে। খুব শিগ্‌গিরই অ্যালিসও শিখে গেল দুধ দোয়ানো।

কয়েকদিন পর ওরা শেষ পরীক্ষাটা করল। বাছুর আটকে রেখে গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে এল উঠানের বাইরে কিছুদূরে একটা ফাঁকা জায়গায়। পুরো একটা বেলা উদ্বেগের ভিতর কাটাল ওরা, গরুটা ফিরে আসবে তো?—নাকি গিয়ে যোগ দেবে পালের অন্যগুলোর সাথে? ঘণ্টা তিনেক পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই। না, ফিরে এসেছে গরু। আর চিন্তা নেই, পুরোপুরি পোষ মেনেছে ওটা।

*

বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে তারপর।

'জ্যাকব,' একদিন হামফ্রে বলল, 'আমাকে একটা কুকুর এনে দেবে লিমিংটন থেকে?'

'আমাকে একটা বিল্লির বাচ্চা?' অ্যালিস বলল।

'দেব,' বলল বুড়ো। 'স্মোকারের বয়েস অবশ্য খুব বেশি হয়নি, তবু এক বাড়িতে দুটো কুকুর থাকতে পারে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল এডওয়ার্ড। 'দেখো, দুটো কুকুরের বাচ্চা জোগাড় করতে পারো কিনা, তা হলে আমার নিজেরও একটা হত।'

'ঠিক আছে, সে জন্যে লিমিংটনে যেতে হবে না; বনের ওপাশে আমার এক বন্ধু আছে ও-ই দিতে পারবে। তবে একটু সময় লাগবে বোধহয়, এখন বাচ্চা আছে কিনা কে জানে? অনেকদিন দেখা হয় না ওর সাথে, দেখি কাল একবার চক্কর দিয়ে আসি।'

'আমার বিড়ালের বাচ্চা?' অ্যালিস চিৎকার করে উঠল।

'চিন্তা কোরো না, পেয়ে যাবে।'

পরদিন ভোরে বেরিয়ে গেল জ্যাকব। ফিরল তার পরদিন। ফিরে ও জানাল, বন্ধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, দুটো কুকুরের বাচ্চা ওকে দেবে। ও বাচ্চা দুটো বেছেও রেখে এসেছে। স্মোকার যে জাতের সেই একই জাতের। কিন্তু সমস্যা হলো মাত্র দু'সপ্তাহ ওগুলোর বয়েস। আপাতত কিছুদিন মায়ের কাছ ছাড়া করা যাবে না একটাকেও। তিন চারমাস বয়েস হবার সময় আরেকবার যেতে হবে জ্যাকবকে ওগুলো আনবার জন্য। শুনে সবাই মোটামুটি খুশি হলো। কিন্তু অ্যালিস বলল, 'আমার বিড়ালের বাচ্চা?'

'হবে হবে, কাল লিমিংটনে যাব, নিয়ে আসব।'

পরদিন অ্যালিসের মুরগি খামার থেকে গোটা চল্লিশেক মুরগি নিয়ে গাড়িতে বোঝাই দিল জ্যাকব। রওনা হলো লিমিংটনের দিকে। মুরগির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে এখন কিছু বিক্রি করে না এলে কদিন পরে ওদের খাওয়ানোই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

সন্ধ্যায় ফিরে এল জ্যাকব। সবাই উৎফুল্ল হয়ে দেখল, প্রত্যেকের জন্য একপ্রস্থ করে নতুন পোশাক কিনে এনেছে ও। তা ছাড়া অ্যালিসের জন্য কিছু সুঁই-সুতো, হামফ্রের জন্য একটা বন্দুক। একটা সাদা নরম তুলতুলে বিড়াল ছানাও আনতে ভোলেনি।

বিড়ালের বাচ্চা পেয়ে ভীষণ খুশি অ্যালিস, এডিথ। হামফ্রেও খুশি বন্দুক পেয়ে। ওগুলো নিয়ে ওরা এমন মেতে উঠল যে রাতে খাওয়ার কথাও প্রায় ভুলতে বসল সবাই। শেষ পর্যন্ত জ্যাকব নিজে যদি খাবার-দাবার সব টেবিলে এনে না দিলে সে রাতে বোধহয় কারও খাওয়া হত না।

*

সময় গড়িয়ে আবার নভেম্বর এসেছে।

একদিন সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ পর জ্যাকব আর এডওয়ার্ড ফিরল শিকার করে। বেশ ভাল একটা হরিণ মেরেছে ওরা আজ।

রাতে খাওয়ার সময় জ্যাকব বলল, 'অ্যালিস, কাল দুপুরে ভাল কিছু রান্না করবে। কালকের দিনটা আমরা বিশেষভাবে পালন করব।'

অবাক হলো সবাই। অ্যালিস প্রশ্ন করল, 'কেন, জ্যাকব?'

'কেন, আন্দাজ করতে পারছ না? যদি না পারো এখন আমি বলব না, কাল খাওয়ার সময় একবারেই বলব।'

নিজেদের ভিতর নানা রকম জল্পনা কল্পনা করতে করতে শুতে গেল চার ভাইবোন।

পরদিন নাশ্তা সেরেই এডিথকে নিয়ে রান্নার আয়োজনে লাগল অ্যালিস। জ্যাকবও সাহায্য করল ওকে, হরিণের মাংসের কাবাব, ঝোল, এবং অ্যাপল পাই রাঁধল ওরা। এ ছাড়াও একজোড়া মুরগি রোস্ট করল। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের অবস্থার তুলনায় একটু বেশি ভাল খাবারগুলো। এখানে আসবার পর তো বটেই, বাবা মারা যাওয়ার পরে যে ক'দিন বাড়িতে ছিল এত ভাল খাবার ওরা খেয়েছে কিনা সন্দেহ।

টেবিলে খাবার সাজানো হলো। জ্যাকবের নির্দেশে কদিন আগে কেনা নতুন পোশাক পরে এসে খেতে বসল সবাই।

খাওয়া শুরু করবার আগে সবার পক্ষ থেকে প্রার্থনা করল জ্যাকব। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখনও আন্দাজ করতে পারোনি তোমরা কেন এই ভোজের আয়োজন?'

বোকার মত মুখ করে মাথা নাড়ল সবাই।

'তা হলে শোনো, আজ থেকে বারো মাস আগে ঠিক এই দিনে তোমাদেরকে এই কুটিরে নিয়ে এসেছিলাম আমি। এখন বুঝতে পারছ?'

'কী বলছ তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল এডওয়ার্ড। 'এত তাড়াতাড়ি এক বছর হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, কাজের ভিতর ডুবে থাকলে সময় কোন্ দিক দিয়ে চলে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। আচ্ছা একটা কথা বলো তো, এই এক বছর আর্নউডে থাকলে যেমন কাটাতে তেমন আনন্দে কেটেছে, নাকি না?'

'কোন সন্দেহ নেই আর্নউডের চেয়ে অনেক ভাল কেটেছে,' বলল হামফ্রে। 'আর্নউডে অনেক সময় ভেবে পেতাম না কী করে সময় কাটাব, কিন্তু এখানে আসার পর প্রতিটা দিন মনে হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মত,' এডওয়ার্ড বলল। 'বিশ্বাসই হতে চাইছে না এক বছর পেরিয়ে গেছে। কত রকম কাজ শিখেছি এর ভেতর!'

'আমিও,' বলল অ্যালিস। 'সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকি, তবু একটুও খারাপ লাগে না।'

'আমারও খারাপ লাগে না,' যোগ করল ছোট্ট এডিথ।

জ্যাকব বলল, 'সেদিন যাদের আর্নউড থেকে নিয়ে এসেছিলাম তারা আর তোমরা এক, কে বিশ্বাস করবে? তোমাদের স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে, মুখের ফ্যাকাসে ভাব কেটে গেছে। নিখুঁত সাহেব আর বিবি সাহেব না হয়ে তোমরা কাজের মানুষ হয়েছ, আর কী চাই? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, অনেক অনেক দিন হোক তোমাদের পরমায়ু!'

## সাত

দ্বিতীয়বারের মত শীত এসেছে ওদের বনচর জীবনে। আবার ওরা প্রায় গৃহবন্দী। সপ্তাহে এক বা দুবার এডওয়ার্ডকে নিয়ে শিকারে যায় জ্যাকব। আগের মতই নিজেদের প্রয়োজনীয় মাংস রেখে বাকিটুকু লিমিংটনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসে বুড়ো। এডিথ আর অ্যালিসকে নিয়ে নানা রকম ঘরের কাজ করে হামফ্রে।

কয়েক সপ্তার ভিতর শীতের তীব্রতা এমন ভীষণ রূপ নিল যে বুড়ো জ্যাকবের পুরনো ব্যথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এই ব্যথা নিয়েও বার দুই শিকারে গেল সে এডওয়ার্ডকে নিয়ে। তারপর আর পারল না। শিকার বন্ধ মানে খাওয়া বন্ধ। সুতরাং শিকারে যেতেই হবে। এডওয়ার্ড হামফ্রেকে নিয়ে যেতে শুরু করল। এডওয়ার্ড কতটা পাকা শিকারী হয়ে উঠেছে এবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সত্যি কথা বলতে কি প্রতি দশবারে খুব বেশি হলে একবার খালি হাতে বাড়ি ফিরল দু'ভাই। জ্যাকব মনে করে, এডওয়ার্ড বা হামফ্রের পক্ষে লিমিংটনে যাওয়া এখনও নিরাপদ নয়। সুতরাং মাংস বিক্রি করতে ও-ই যায়। কিন্তু ক'দিন পরে দেখা গেল এ-কাজটাও খুবই কষ্টকর হয়ে উঠছে তার পক্ষে। বুড়ো মানুষটার জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে যেন। তবু দাঁতে দাঁত চেপে ও চালিয়ে যেতে লাগল লিমিংটনে যাওয়া। এখনও যদি এডওয়ার্ড বা হামফ্রেকে কেউ চিনে ফেলে ওর এত প্রয়াস, প্রচেষ্টা সব নিষ্ফল হয়ে যাবে।

হামফ্রে সব সময়ই ব্যস্ত। কয়েক দিন পর পরই নতুন কিছু একটা করে তাক লাগিয়ে দেয় সবাইকে। একদিন সন্ধ্যায় এডিথ, অ্যালিস, এডওয়ার্ড, জ্যাকব দেখল, কী যেন একটা বানাচ্ছে সে, কিন্তু কী তা ওরা ধরতে পারল না। জিজ্ঞেস করল।

'ব্যাপারটা আপাতত গোপনীয়,' সরু একটা হ্যাজেলের ছড়ি বাঁকা করতে করতে হামফ্রে জবাব দিল। 'যদি এটা দিয়ে কাজ হয় তা হলে বলব, যদি না হয়

আমার খাটুনিটুকু জলে গেল। যা হোক, কালই দেখা যাবে।'

পরদিন ভোরে নাশ্তা না করেই বেরিয়ে গেল ও। যখন ফিরল তখন নাশ্তার সময় পেরিয়ে গেছে। একটা খরগোশ ওর হাতে।

'আমার কায়দাটা কাজে লেগেছে,' বলল হামফ্রে। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কী বানাচ্ছিলাম?'

'তা পেরেছি,' বলল এডওয়ার্ড, 'কিন্তু বুদ্ধিটা তোর মাথায় এল কী করে?'

'গতবার গরমের সময় জ্যাকব কিছু বই এনেছিল– ভ্রমণ কাহিনী– মনে আছে? ওগুলোয় পড়েছি। বই পড়ে অবশ্য ভাল বুঝতে পারিনি, তবু চেষ্টা করে দেখলাম, কাজে লেগে গেল। আরও কয়েকটা ফাঁদ বানাব, তা হলে মাঝে মাঝে খাবারের স্বাদ বদলানো যাবে।'

সত্যি সত্যিই আরও কয়েকটা ফাঁদ তৈরি করল হামফ্রে। সেগুলো পেতে রেখে এল বনের ভিতর। প্রতিদিনই ভোরে ও বেরিয়ে যায় ফাঁদে কী পড়ল দেখবার জন্য, এবং প্রায় প্রতিদিন ফিরে আসে একটা কি দুটো জ্যান্ত খরগোশ নিয়ে।

কয়েক দিন পরেই অন্য কী একটা নিয়ে যেন লাগল ও, ভাই বোনদের প্রশ্নের জবাবে আগের মতই বলল, এখন কিছু বলবে না, কায়দাটা যদি কাজ করে তা হলে বলবে।

রোজ ভোরে ও বেরিয়ে যায়, ফেরে বেশ বেলা করে। সন্ধ্যায়ও চাঁদ উঠবার পর বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাতে। বেশ কিছু দিন চলল এরকম, কিন্তু কোন দিন ভুলেও উচ্চারণ করল না, কোথায় যায়, কী করে। তুষারপাত শুরু হলো একদিন। চারদিক আঁধার করে ঝরে চলল পেঁজা তুলোর মত বরফের কণা। কিন্তু হামফ্রের বাইরে যাওয়া বন্ধ হলো না। সকাল সন্ধ্যায় আগের মতই বেরোতে লাগল ও, ফিরতে লাগল আরও দেরি করে।

এক সপ্তা পর একটু কমল তুষার পড়া। গাছের ডালে, পাতায় জমে গেছে শ্বেত শুভ্র স্তর। মাটিতেও ফেনার মত হালকা তুষার। পা ফেললেই ডুবে যেতে হয় হাঁটু পর্যন্ত। এই সময় একদিন সকালে উত্তেজিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল হামফ্রে।

'এডওয়ার্ড,' বলল ও, 'খরগোশের চেয়ে বড় কিছু একটা ধরেছি এবার। তাড়াতাড়ি চলো, আমি একা আনতে পারব না। জ্যাকব, তোমার বাতের ব্যথা নিশ্চয়ই কমেনি–।'

'না। তবু, আমি বোধহয় পারব যেতে। তুমি কি ধরেছ দেখব না?'

'দু'মাইলের বেশি হাঁটতে হবে কিন্তু।'

'অসুবিধা নেই চলো।'

'ঠিক আছে। তোমাদের বন্দুকগুলো নিয়ে নাও সঙ্গে। কাজে লাগতে পারে।'

হামফ্রের পেছন পেছন চলল ওরা। অবশেষে পৌঁছুল একগুচ্ছ দীর্ঘ, ঝাঁটানো

গাছের কাছে। গাছগুলোর পাশে এক জায়গায় বড়সড় একটা গর্ত। লম্বায় হবে আট ফুট, চওড়ায় ছয় আর গভীরতায় নয় ফুট মত।

'এই হলো আমার নতুন ফাঁদ,' একটু গর্বিত শোনাল হামফ্রের কণ্ঠস্বর। 'আর কী আটকেছি দেখতে পাচ্ছ তো?'

জ্যাকব আর এডওয়ার্ড একটু ঝুঁকে তাকাল গর্তটার ভিতর। দেখল বাচ্চা একটা ষাঁড় ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। স্মোকারও এগিয়ে এসে উঁকি দিয়েছে গর্তের ভিতর, এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেছে হিংস্র চিৎকার, যেন এক্ষুণি লাফিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরবে ষাঁড়টার।

'কিন্তু একে তুমি আটকালে কী করে?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'সোজা, গর্তটা খুঁড়ে ওপরে ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম, তারপর ডালপালার ওপর জমেছে তুষার। শীতকালে বেশির ভাগ সময় এ জায়গায়ই থাকে গরুর পাল। বড় বড় গাছগুলোর নীচে আশ্রয় নিতে পারে। বাড়ি থেকে বড় এক বোঝা খড় এনে গর্তটার ওপরে এবং আশপাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, খড় খেতে খেতে কোন গরু যদি গর্তের ওপর আসে তা হলেই আটকা পড়বে। দেখতেই পাচ্ছ, তা-ই পড়েছে।'

'এবারও আমাদের এক হাত নিলি তুই, হামফ্রে,' বলল এডওয়ার্ড। 'এখন কী গুলি করব?'

'জ্যান্ত ওঠানো যায় না?'

'হয়তো যায়,' বলল জ্যাকব। 'কিন্তু লাভ কী? এখন না হলেও পরে তো মারতেই হবে। এরকম একটা ষাঁড় কিছুতেই পোষ মানবে না।'

'ঠিক আছে তা হলে মারো। এই যে ওপর দিকে তাকিয়েছে!'

বন্দুক তাক করল এডওয়ার্ড। ষাঁড়টার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল। এক গুলিতেই ধরাশায়ী হলো ফাঁদে পড়া জন্তুটা। এরপর বাড়ি ফিরে এল ওরা। গাড়ি, ঘোড়া আর রশি নিয়ে আবার গেল। রশি বেঁধে টানা হ্যাঁচড়া করে গর্ত থেকে তুলে আনল ষাঁড়টাকে। টানা হ্যাঁচড়ার কাজে টাট্টু ঘোড়া বিলি খুব সাহায্য করল। তা না হলে শুধু ওদের তিন জনের পক্ষে ওটাকে গর্তের বাইরে আনা সম্ভব হত না।

চামড়া ছাড়াতে বসল জ্যাকব।

হামফ্রে বলল, 'এর পরের বার এত কষ্ট হবে না ওঠাতে । আমি একটা চরকিকল বানিয়ে ফেলব। কুয়ো থেকে বালতি তোলার মতই সহজে গরুও তুলে ফেলতে পারব।'

'চমৎকার মাংস হবে,' জ্যাকব বলল। 'খুব বেশি হলে আঠারো মাস বয়েস এটার।'

চামড়া ছাড়িয়ে গরুটাকে টুকরো টুকরো করে গাড়িতে তুলল ওরা। তারপর ফিরে এল বাড়িতে। ওই দিনই সন্ধ্যার পর হামফ্রে গিয়ে গর্তের উপর ডালপালা সাজিয়ে ফাঁদটাকে আবার পেতে রেখে এল।

রাতে খাওয়ার সময় এডওয়ার্ড হামফ্রেকে জিজ্ঞেস করল, 'এত বড় একটা গর্ত একা একা খুঁড়েছিস, নিশ্চয়ই অনেক সময় লেগেছে?'

'তা তো লেগেছেই। রোজ সকালে সন্ধ্যায় এতটা সময় বাইরে থাকতাম কেন বুঝতে পারোনি? প্রথম দিকে তেমন কষ্ট হয়নি। গর্ত যত গভীর হয়েছে কষ্ট তত বেড়েছে। ওপরে নীচে ওঠা নামা করার জন্যে মই ব্যবহার করতে হয়েছে আমাকে। ঝুড়ি ভর্তি মাটি নিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠেছি, তারপর আবার নেমে গেছি।'

'সত্যিই, হামফ্রে, ধৈর্য বটে তোর! আমি হলে কিছুতেই পারতাম না এমন ধৈর্যের কাজ।'

শীতের বাকি দিনগুলো দ্রুত চলে গেল। উল্লেখ করবার মত ঘটনা সামান্যই ঘটল। বুড়ো জ্যাকব বাতের ব্যথায় কম বেশি কুটিরেই আটকা পড়ে রইল। এডওয়ার্ড একা একাই শিকার করল বেশিরভাগ সময়, মাঝে মাঝে হামফ্রেকে পেল সঙ্গী হিসেবে। হামফ্রে আগের মতই ভয়ানক ব্যস্ত। প্রতি সপ্তাহেই একটা দুটো প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করছে। শুধু যে নিজের কথা ভেবে করছে এমন নয়, এডিথ, অ্যালিস, এডওয়ার্ড, জ্যাকব সবার সুবিধা অসুবিধার দিকে ওর সমান নজর। এর ভিতর আরও দুটো গরু আটকা পড়েছে ওর ফাঁদে। দুটোই বাছুর, একটা এঁড়ে একটা বকনা। এক বছর বা মাস পনেরো করে বয়েস হবে দুটোরই। দুটোকেই জ্যান্ত তুলে এনেছে ও একে পোষ মানিয়েছে। বাছুর দুটোকে গর্ত থেকে তুলবার ব্যাপারে ওর সেই চরকিকল খুব সাহায্য করেছে, অবশ্য এডওয়ার্ড আর বিলির সাহায্যও নিতে হয়েছে। আর পোষ মানিয়েছে ওর সেই সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। একটানা সপ্তাখানেক না খাইয়ে রেখেছে, তারপর একটু একটু করে খাবার দিয়েছে, আদর করেছে। মাস খানেকের মধ্যেই মোটামুটি পোষ মেনে গেছে ওগুলো।

এর ভিতর জানুয়ারি মাস এসে গেল। বনের ওপাশ থেকে কুকুরের বাচ্চাদুটো আনবার সময় হয়েছে। কিন্তু জ্যাকবের বাতের ব্যথা কমেনি একটুও। ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় এতটা পথ।

এদিকে হামফ্রে প্রায় প্রতিদিনই তাড়া লাগায়, 'তুমি তো যেতে পারবে না বুঝতে পারছি, আমাকে বা এডওয়ার্ডকে যাওয়ার অনুমতি দাও।'

প্রতিবারই জ্যাকব বলে, 'আর ক'দিন ধৈর্য ধরো, শিগ্‌গিরই আমি ভাল হয়ে যাব।'

সপ্তা দুয়েক কেটে যাওয়ার পরও যখন জ্যাকবের ভাল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন নিরুপায় হয়েই ও এডওয়ার্ডকে অনুমতি দিল যাওয়ার। বন্ধুর নাম এবং কোন পথে গেলে সে যে বাড়িতে কাজ করে সেখানে পৌঁছানো যাবে বলে দিল। সেই সাথে সাবধান করে দিল, পরিচয় দেয়ার সময় যেন বলে ওর

নাম এডওয়ার্ড আর্মিটেজ। না হলে বিপদ হতে পারে।'

পরদিন সকালেই সামান্য কিছু টাকা সাথে নিয়ে বিলির পিঠে চেপে রওনা হলো এডওয়ার্ড।

## আট

মাঝারি গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দু'ঘণ্টার ভিতর এডওয়ার্ড নিউ ফরেস্টের অপর প্রান্তে চলে এল। জ্যাকবের বন্ধুর মনিবের বাড়িতে যখন পৌঁছুল তখনও দুপুর হয়নি।

বাড়িটা নিউ ফরেস্টের চিফ ওয়ার্ডেনের সদরদপ্তর এবং আবাস। বিরাট বাড়িটার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল এডওয়ার্ড। একটা খুঁটির সাথে লাগাম পেঁচিয়ে রেখে বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল ও। দরজার সামনে এসে মৃদু করাঘাত করল কপাটে।

বছর চোদ্দ বয়েসের অপরূপা একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল।

'বন-রক্ষী অসওয়াল্ড প্যারাট্রিজের সাথে দেখা করতে চাই,' এডওয়ার্ড বলল, 'উনি কি বাড়িতে আছেন?'

'না। অসওয়াল্ড তো বনে গেছে।'

'কখন ফিরবে বলতে পারো?'

'সন্ধ্যার আগে নয়। অবশ্য শিকার আগে আগে পেয়ে গেলে আগেও ফিরতে পারে।'

'দেখ, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এখন ফিরে গেলে আবার আসতে হবে। ওঁর স্ত্রী নেই, বা অন্য কেউ যার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

'না। তেমন কেউ নেই। কোন খবর থাকলে আমাকে দিয়ে যেতে পারো, অসওয়াল্ড এলে আমি জানাব।'

'আমার নানা জ্যাকব আর্মিটেজকে দুটো কুকুরের বাচ্চা দিতে চেয়েছিলেন উনি। নানা অসুস্থ তাই আমাকে পাঠিয়েছেন নেয়ার জন্যে।'

একটু চিন্তিত দেখাল মেয়েটিকে। 'অনেক রকম কুকুরই আছে আমাদের বাড়িতে, ছোট, বড়, বুড়ো, বাচ্চা। কিন্তু অসওয়াল্ড কাউকে দুটো বাচ্চা দিতে চেয়েছে কিনা আমি ঠিক জানি না।'

'আমি তা হলে অপেক্ষাই করি, যতক্ষণ না মিস্টার অসওয়াল্ড ফিরছেন…।'

'একটু দাঁড়াও, আমি বাবার সাথে কথা বলে আসি।'

এক কি-দু'মিনিটের ভিতর ফিরে এল মেয়েটা। বলল, ভেতরে এসো। বাবা আলাপ করবে তোমার সাথে।'

সম্মান জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে মেয়েটার পেছন পেছন বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল এডওয়ার্ড । বড়সড় একটা ঘরে ওকে নিয়ে এল মেয়েটা। ঘরের মাঝখানে লম্বা একটা টেবিলের পাশে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। মনোযোগ দিয়ে কী একটা যেন পড়ছেন। তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়েই চমকে উঠল এডওয়ার্ড। ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠবার অবস্থা হলো। রাউন্ডহেডরা যে ধরনের পোশাক পরে ঠিক তেমন ছাঁট কাট লোকটার পোশাকের। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারের উপর রাখা তাঁর ছুঁচাল মাথাওয়ালা হ্যাটটা, তার পাশে একটা দীর্ঘ তরবারি।

দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে পড়ল এডওয়ার্ড। ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। ও দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি বাড়ির মালিক একজন রাউন্ডহেড হতে পারে।

'এই যে, বাবা, ছেলেটা,' বলতে বলতে ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে আগুনের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মেয়েটা।

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন না, যেমন পড়ছিলেন তেমন পড়ে চললেন। ভীষণ অপমানিত বোধ করল এডওয়ার্ড। মুখচোখ লাল হয়ে উঠল ওর। ভুলে গেল কর্নেল বিভারলির ছেলে নয়, সাধারণ এক বন-রক্ষী জ্যাকব আর্মিটেজের নাতি হিসাবে সে এসেছে এখানে। ভাগ্য ভাল অনেকক্ষণ লাগল ভদ্রলোকের হাতের কাগজটা পড়ে শেষ করতে, এর মধ্যে সামলে নিল এডওয়ার্ড।

অবশেষে মুখ তুললেন ভদ্রলোক। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে তাঁর লম্বাটে মুখে।

'হ্যাঁ, এবার বলো, কী জন্যে এসেছ তুমি?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি, স্যার, এসেছিলাম অসওয়াল্ড প্যারট্রিজের কাছে। উনি আমার নানাকে দুটো কুকুরের বাচ্চা দেবেন বলেছিলেন।'

'কী নাম তোমার নানার?'

'জ্যাকব আর্মিটেজ।'

'আর্মিটেজ!' টেবিলের উপর থেকে কাগজ তুলে নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলেন ভদ্রলোক। 'আর্মিটেজ– জ্যাকব– হ্যাঁ, এই তো নামটা। বনরক্ষী। এখনও আমার সাথে দেখা করেনি কেন ও?'

'কী কারণে উনি আপনার সাথে দেখা করবেন, স্যার?'

'খুব সহজ কারণ। নিউ ফরেস্টের সার্বিক দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছে পার্লামেন্ট। দায়িত্ব নিয়েই আমি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছি, যারা বনে কাজ করে তারা যেন অবিলম্বে আমার সাথে দেখা করে, যাতে করে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি কাকে কাজে বহাল রাখা যাবে, কাকে যাবে না।'

'আমার নানা তো, স্যার, এ সবের কিছুই শোনেননি,' জবাব দিল এডওয়ার্ড। 'রাজার আদেশে ওঁকে বন-রক্ষী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। গত দু'তিন বছর

ধরে উনি বেতন পাচ্ছেন না, সে জন্যে খুব অসুবিধায় আছেন।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি কি জ্যাকব আর্মিটেজের সাথেই থাকো?'

'হ্যাঁ। বছর খানেক হলো উনি আমাদের নিয়ে এসেছেন।'

' "আমাদের" মানে?'

'আমরা চার ভাই বোন। আমরা চারজনই এখন ওঁর সাথে থাকি।'

'বলছিলে দু'তিন বছর ধরে তোমার নানা বেতন পায় না, তা হলে তোমাদের চলে কী করে?'

'আর সব বন-রক্ষীদের কী ভাবে চলে?'

'আমাকে প্রশ্ন কোরো না, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কী করে চলে তোমাদের সংসার?'

'সামান্য কিছু জমি আছে আমার নানার, সেখানে চাষ করি আমরা। তা ছাড়া আমাদের একটা টাট্টু, একটা গাড়ি, কিছু শুয়োর, কিছু গরুও আছে।'

'এতেই চলে যায়?'

'চালাতে জানলে চলে।'

'হুঁ, কথা তুমি ভালই বলতে পারো। কিন্তু জ্যাকব আর্মিটেজ সম্পর্কে আমি একটু আধটু জানি। কার সহযোগী হিসেবে ও কাজ করত তা-ও জানি। যাকগে, অন্য একটা প্রশ্ন করি, তুমি এসেছ দুটো কুকুরের বাচ্চা নিতে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ড।

'কী করবে কুকুর দিয়ে?' ভদ্রলোক আচমকা ছুঁড়ে দিলেন প্রশ্নটা।

একটু থতমত খেলেও মুহূর্তে সামলে নিল এডওয়ার্ড। বলল, 'ভাল জাতের একটা কুকুর আমাদের আছে। তবু আরও দুটো চাইছি কারণ, যেটা আছে সেটা তো মারা যেতে পারে।'

'এখন যে কুকুরটা আছে ওটা কী কাজে লাগে তোমাদের?'

'শিকারের সময় সঙ্গে থাকে।'

'তা হলে স্বীকার করছ তোমরা শিকার করো?'

'আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই,' বলল এডওয়ার্ড। 'কোন অধিকারে আপনি জানতে চাইছেন?'

'অধিকার? তা হলে, ছোকরা, তোমাকে দেখাই,' টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিলেন ভদ্রলোক, 'এদিকে এসো! এটা হচ্ছে আমার নিয়োগপত্র। পার্লামেন্ট থেকে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই লেখা পড়া জানো না তুমি? জানলে নিজে পড়ে দেখে বুঝতে পারতে আমি সত্যি বলছি কি না।'

পায়ে পায়ে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এডওয়ার্ড। ভদ্রলোকের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ল নিঃশব্দে। তারপর বলল, হ্যাঁ, স্যার, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। পার্লামেন্ট আপনাকে নিয়োগ করেছে। কিন্তু ক'দিন আগে? ডিসেম্বরের

বিশ তারিখে আপনাকে চিঠিটা দেয়া হয়েছে। মানে মাত্র আঠারো দিন।'

অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক এডওয়ার্ডের দিকে। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না ও সত্যিই পড়তে পারে। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'তাতে কী হয়েছে?'

'হয়েছে এই, স্যার, আমার নানা মানে জ্যাকব আর্মিটেজ তিন মাস ধরে বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী। এই সময়ের ভেতর তিনি কোন হরিণ শিকার করেননি। তার আগে যে করেননি তা আমি বলছি না। করেছেন। তবে বনটা তখনও রাজার সম্পত্তি ভেবেই করেছেন। রাজা তাঁকে চাকরি দিয়েছেন, সেই রাজা যখন বেতন দিতে পারছেন না তখন বেঁচে থাকার জন্যে তাঁকে কিছু করতে হবে না? রাজার কর্মচারী হিসেবে এতে তিনি কোন দোষ দেখেননি।'

'ও দেখেনি বলেই কি দোষ হয়নি?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'হয়তো হয়েছে। কিন্তু সে দোষ রাজা চার্লসের কাছে, পার্লামেন্টের কাছে নয়। ডিসেম্বরের বিশ তারিখের পর যদি উনি শিকার করতেন তা হলে হয়তো পার্লামেন্ট তাঁর দোষ ধরতে পারত।'

'হুঁ, কোন পরিবেশে তুমি মানুষ হয়েছ স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তোমার নানা ক্যাভালিয়ার কর্নেল বিভারলির অধীনে কাজ করেছে– যদিও এখানে সে কথা লেখা নেই, তবে আমি জানি।'

'শুধু নানা কেন, তাঁর বাবাও বিভারলিদের অধীনে কাজ করেছেন। আজ নানার যা কিছু সহায় সম্বল সবই ওই বিভারলিদের কল্যাণে। সে জন্যে নানা কৃতজ্ঞ ওঁদের প্রতি। সেই সূত্রে আমিও কৃতজ্ঞ। নানার মত আমিও সম্মান করি বিভারলিদের।'

'বেশ, বেশ।' একটু থামলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'কর্নেল বিভারলির বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। দুর্দান্ত সৈনিক ছিলেন। কিন্তু এখন যে পদে আমি আছি তাতে বর্তমান সরকারের বিরোধী কাউকে আবার বহাল করতে পারি না।'

'স্যার,' এডওয়ার্ড বলল, 'কর্নেল বিভারলিকে আপনি যে শ্রদ্ধা দেখালেন সেজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার নানা আপনার অধীনে কাজ করবেন না। আসলে করতে পারবেন না। আপনি যদি কাজ দেন, তবু না। কাজ করার বয়েস আর নেই ওঁর। অবশ্য প্রয়োজনও নেই, যেখানে নানার নিজেরই ছোট একটা জমি আছে, বাড়ি আছে–হোক ছোট, তবু তো বাড়ি।'

'ওঁর নামে পত্তনি আছে নিশ্চয়ই?'

'জি না, পত্তনি ওঁর বাবার নামে। রাজা চার্লসের জন্মের আগে পেয়েছিলেন।'

'জ্যাকব আর্মিটেজের কী হও তুমি, জানতে পারি?'

'আমার মনে হয় আগেই বলেছি। নাতি।'

'ওর সাথেই থাকো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'ওর কুটিরেই বড় হয়েছ?'

'না, স্যার। আমি বড় হয়েছি আর্নউডে। কর্নেল বিভারলির ছেলেদের খেলার সাথী ছিলাম।'

'ওদের সাথেই লেখা পড়া শিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আর্নউড যখন পুড়িয়ে দেয়া হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'নানার বাড়িতে,' দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল এডওয়ার্ড।

'এডওয়ার্ডের ক্ষোভটুকু চোখ এড়াল না ভদ্রলোকের। বললেন, 'বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। পার্লামেন্টারিয়ান হলেও আমার বলতে দ্বিধা নেই, সৈন্যরা সেদিন কাজটা ভাল করেনি। একদম ভাল করেনি।'

কোন জবাব দিল না এডওয়ার্ড. দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। লোকটার সত্যি কথা শুনে বিস্মিত হয়েছে ও। সব রাউন্ডহেডই তা হলে খারাপ নয়! অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল ও, 'আমি এবার যাই, স্যার। অসওয়াল্ড প্যারট্রিজের জন্যে আর দেরি করার কোন অর্থ আছে বলে মনে হয় না।'

' কেন, কেন?'

'যাদের আপনি নিয়োগ করছেন না তাদের কি শিকারের কুকুর রাখতে দেবেন?'

'অসওয়াল্ড যখন কথা দিয়েছিল তখন আমি নিযুক্ত হইনি,' একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'সুতরাং ও যদি তোমাকে দুটো কুকুর ছানা দেয়, আমি বাধা দেব না। কিন্তু সাবধান, ওই কুকুর নিয়ে হরিণ শিকার করতে বেরিয়ো না। যদি ধরা পড়ো, শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। এখন যাও, রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও। অসওয়াল্ড যতক্ষণ না ফিরছে, ইচ্ছে হলে ততক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ড। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। তারপর বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

বাড়িতে ঢুকবার সময়েই এডওয়ার্ড খেয়াল করেছে রান্নাঘরটা কোথায়, সুতরাং একা একা সেখানে পৌঁছুতে কোন অসুবিধা হলো না। রান্নাঘরে ঢুকেও দেখল, ঘরটা ফাঁকা, কোন মানুষ নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল এডওয়ার্ড। 'এসেছিলাম কুকুরের বাচ্চা নিতে, দেখা হয়ে গেল এক রাউন্ডহেডের সাথে,' মনে মনে বলল ও। 'কিন্তু রাউন্ডহেড হলেও লোকটার উপর আমার রাগ হচ্ছে না! কেন? কর্নেল বিভারলিকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলেছে তাই? আর মেয়েটা! কী মিষ্টি চেহারা! এমন মেয়ে–।'

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল এডওয়ার্ডের। মেয়েটা সশরীরে হাজির রান্নাঘরে।

'ও!' সে বলল. 'ফিবি নেই। একটু আগেও তো দেখে গেলাম এখানে!

যাকগে, আমিই দেখছি তোমার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

কিছুক্ষণের ভিতরেই একটা ঠাণ্ডা মুরগি আর হরিণের মাংসের প্যাস্টি খুঁজে বের করল সে। সাজিয়ে রাখল টেবিলের উপর। তারপর বেরিয়ে গিয়ে এক জগ এল নিয়ে এল।

'এসো, খাও,' এডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটা।

সেই সকালে কী খেয়ে বেরিয়েছিল ভাল করে মনেও নেই এডওয়ার্ডের। সুতরাং দেরি না করে ও চেয়ারটা টেবিলের সামনে টেনে নিয়ে বসে পড়ল। মেয়েটা ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগল রান্নাঘরের এ কোণে সে কোণে।

'তোমার বাবার নাম হিদারস্টোন, তাই না?' খেতে খেতে প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড। 'নিয়োগপত্রটায় লেখা দেখলাম।'

'হ্যাঁ।'

'আর তোমার?'

'ওই একই।'

'তা জানি, আমি বলছি তোমার খ্রীষ্টান নামের কথা।'

'আমার নাম পেশেন্স, পেশেন্স হিদারস্টোন,' বলেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

খাওয়া শেষ করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে এক গ্লাস এল খাচ্ছে এডওয়ার্ড, এই সময় পেশেন্স হিদারস্টোন ফিরে এল।

'অস্বওয়াল্ড এসে গেছে,' বলল সে। 'উঠানে দাঁড়িয়ে আছে।'

'ধন্যবাদ, কষ্ট করে খবরটা দেয়ার জন্যে। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব তোমাকে? রাজা এখন কোথায়?'

'যতদূর শুনেছি, হার্স্ট ক্যাস্‌লে,' নিচু কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা। 'অনেকেই তাঁর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছে, লাভ হয়নি।' বলে আর দাঁড়াল না পেশেন্স, বেরিয়ে গেল রান্নাঘর ছেড়ে।

## নয়

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের উঠানে এসে এডওয়ার্ড দেখল দীর্ঘদেহী, শক্তপোক্ত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে শিকারীর পোশাক, কাঁধে লম্বা একটা বন্দুক। তার কাছে গিয়ে আসবার কারণ জানাল এডওয়ার্ড।

'জ্যাকবের আবার নাতি আছে জানতাম না তো!' বলল লোকটা। 'সত্যি কথা বলতে কি ওর যে ছেলে-মেয়ে আছে তা-ই জানতাম না। অনেকদিন ধরে আছ ওর সাথে?'

'এই, এক বছরের কিছু বেশি। তার আগে আমি আর্নউডে থাকতাম।'

'তা হলে তো তুমি রাজার পক্ষে, না কি?'

'যখন সময় হবে প্রাণ দেব রাজার জন্যে।'

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল অসওয়াল্ড। তারপর বলল, 'আমিও। চলো আমরা কুকুরের খোঁয়াড়ের দিকে যাই। কুকুররা শুনলেও কাউকে কিছু বলতে পারবে না।'

খোঁয়াড়ের দিকে যেতে যেতে অসওয়াল্ডকে নতুন বন-প্রধানের সাথে যা যা আলাপ হয়েছে সব বলল এডওয়ার্ড।

'যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছ তুমি,' অসওয়াল্ড বলল। সত্যি কথা বলতে কি, একটু বেশিই দেখিয়েছ। আমি হলে অনেক কথাই চেপে যেতাম। যা হোক, মিস্টার হিদারস্টোনের কথাগুলো মনে রেখো, হরিণ শিকার করতে গিয়ে ধরা পোড়ো না। অনুমতি ছাড়া শিকারের শাস্তি কিন্তু সত্যিই মারাত্মক।'

'আমি ভয় করি না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এখন থেকে শিকার করা মাংস আর বিক্রি করতে পারব না।'

'ধুর ধুর, চিন্তা কোরো না তো। শিকার যদি করতে পারো বিক্রিও করতে পারবে। আমার জানাশোনা কয়েক জনের নাম বলে দেব, তাদের কাছে নিয়ে যাবে, তোমার যেন কোন বিপদ না হয় ওরা দেখবে। তবে বিক্রির ব্যাপারটা একটু গোপনেই সারতে হবে আর কী। ওরা যেখানে বলবে সেখানে তোমার পৌঁছে দিতে হবে। দাম অবশ্য নগদেই পেয়ে যাবে। আর শোনো এখানে যদি আবার কখনও আসো সাথে বন্দুক আনবে না। আর খেয়াল রাখবে অপরিচিত কেউ যেন পেছন পেছন গিয়ে তোমার বাড়ি না চিনে আসে। এবার চলো কুকুর দুটো তোমাকে দিয়ে দেই।'

খোঁয়াড়ের দরজা খুলে চমৎকার দুটো কুকুরের বাচ্চা বের করে আনল অসওয়াল্ড। দুটোরই গলায় ফিতে বেঁধে এডওয়ার্ডের হাতে দিতে দিতে বলল, 'জ্যাকবের কুটিরটা কোথায় আমাকে বলে যাও, তোমার সাথে আমার দেখা করার দরকার হতে পারে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল এডওয়ার্ড। অসওয়াল্ড প্যারট্রিজের মুখটা ভাল করে দেখল একবার। লোকটাকে ওর খাঁটিই মনে হলো। মৃদু কণ্ঠে ওদের কুটিরের অবস্থান জানাল।

শুনে মাথা ঝাঁকাল অসওয়াল্ড। বলল, 'ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে। আচ্ছা, ওই যে বড় বড় ওক গাছগুলো যেখানে ঝোপের মত হয়ে আছে, চেনো?'

'ক্লাম্প রয়্যাল?'

'হ্যাঁ।'

'চিনি।'

'পরশু দিন খুব ভোরে ওখানে আসতে পারবে?'

'যদি বেঁচে থাকি।'

'ঠিক আছে, এবার তুমি চলে যাও। জ্যাকবকে আমার শুভেচ্ছা বোলো।'

ঘোড়ায় চাপতে চাপতে এডওয়ার্ড বলল, 'বলব। পরশুদিন ভোরে ক্লাম্প রয়্যালে দেখা হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অসওয়াল্ড প্যারট্রিজ। এডওয়ার্ডও ছুটিয়ে দিল বিলিকে। ফিতে বাঁধা অবস্থায় পেছন পেছন ছুটল বাচ্চা কুকুর দুটো।

এডওয়ার্ড যখন কুটিরে পৌছুল তখন্ গভীর রাত। হামফ্রে ছাড়া আর সবাই শুয়ে পড়েছে। কুকুর দুটো হামফ্রের কাছে দিয়ে খেতে বসল এডওয়ার্ড। খেতে খেতে হামফ্রেকে শোনাল সারা দিনে যা যা ঘটেছে। তারপর শুতে গেল দু'ভাই।

পরদিন সকালে জ্যাকবের শয্যাপাশে গেল এডওয়ার্ড। গত দশদিন ধরে বিছানায় পড়ে আছে বেচারা। প্রতিদিনই ভাবে আজ বোধহয় ভাল হয়ে যাবে ব্যথা; কিন্তু হয় না। এডওয়ার্ডকে দেখে উঠে বসল জ্যাকব। কাল বন-প্রধানের বাড়িতে যা যা ঘটেছে আরেকবার বলল এডওয়ার্ড।

'আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল তোমার, এডওয়ার্ড,' জ্যাকব বলল। 'অসওয়াল্ড প্যারট্রিজ রাজার পক্ষে। কিন্তু যদি না হত্ তা হলে? তুমি রাজার পক্ষে শোনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাচ করে ধরে ফেলত। তাই বলছি কথাবার্তা বলবার সময় সাবধান। কে কী ভাল মত না জেনে কিছু বলবে না। তবে হ্যাঁ, অসওয়াল্ডকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। অনেক দিন ধরে আমি চিনি ওকে। আমি মারা গেলে খবরটা ওকে দিয়ো। আমার খাতিরে হলেও ও তোমাকে সাহায্য করবে। এখন যাও, অ্যালিসকে একটু পাঠিয়ে দাও।

বুড়ো জ্যাকবের শেষ কথা কটা বেশ ভাবিয়ে তুলল এডওয়ার্ডকে।' হঠাৎ মারা যাওয়ার কথা বলল কেন? ওর শরীর কী এতই খারাপ হয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে?

সন্ধ্যায় আবার গেল এডওয়ার্ড জ্যাকবের কাছে। পরদিন ভোরে যে ক্লাম্প রয়্যালে অসওয়াল্ডের সাথে দেখা করবার কথা ঠিক হয়েছে তা বলে জিজ্ঞেস করল, যাওয়া ঠিক হবে কি না।

'নিশ্চয়ই যাবে,' বলল জ্যাকব। 'যত তাড়াতাড়ি পারো ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠো। প্রয়োজন হলে তোমার আসল পরিচয়ও জানাতে পারো। তোমরা যে কর্নেল বিভারলির ছেলে-মেয়ে, তা প্রমাণ করার জন্যে একদিন ওকে দরকার পড়বে।

চুপ করে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল জ্যাকব। তারপর বলল, 'নাহ্, তার চেয়ে কাল রাতে ওকে নিয়ে এসো এখানে। বোলো, আমি মৃত্যু শয্যায়,' ওর সাথে কিছু কথা বলতে চাই।'

পরদিন ভোরে, সূর্যোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল এডওয়ার্ড নির্ধারিত সাক্ষাৎস্থলের উদ্দেশ্যে।

ক্লাম্প রয়্যাল!

সত্যিই রাজকীয় চেহারা এখানকার ওক গাছগুলোর। যেমন লম্বা তেমনি সুন্দর দেখতে । ঝাঁটানো ডালপালা ঝোপের মত হয়ে আছে। জ্যাকবের কুটির থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে জায়গাটা : এডওয়ার্ডই আগে পৌঁছুল। অবশ্য খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক মিনিট পরেই দেখতে পেল লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে অসওয়াল্ড। বন্দুক হাতে, পেছনে তার কুকুর।

'আমার আগেই পৌঁছে গেছ দেখছি,' বলল সে। 'অনেকক্ষণ এসেছ?'

'না, এই তো কয়েক মিনিট।'

'বুঝলে, সেদিন তুমি চলে আসার পর তোমার সম্পর্কে এত প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে আমাকে. প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার দশা!'

'কার কাছে?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'কার আবার? রাউন্ডহেডে হিদারস্টোন, আর তার মেয়ের কাছে। বাপ জানতে চায় তুমি তোমার যে পরিচয় দিয়ে এসেছ তা সত্যি কিনা। মেয়ে জানতে চায় তুমি হরিণ শিকার করো কিনা। বাপ চলে যাওয়ার পর মেয়ে আমাকে অনুরোধ করেছে যেন হরিণ শিকার করতে নিষেধ করি তোমাকে: কারণ ধরা পড়লে কারাবাস এড়াতে পারবে না।'

পেশেন্স এই অনুরোধ করেছে শুনে অবাক হলো এডওয়ার্ড। 'আমি কারাগারে গেলে ওর কী?' নিজেকেই শুধাল সে । তারপর বলল, 'সাবধান করার জন্যে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ো ওকে। কিন্তু আজ একটা শিকার আমাকে করতেই হবে।'

'ঠিক সেজন্যেই তোমাকে আসতে বলেছি। কেমন শিকারী তুমি দেখতে চাই। চলো আমরা এগোই।'

ঘণ্টা তিনেকের ভিতর অসওয়াল্ড একটা মাদী হরিণ আর এডওয়ার্ড একটা পঁচিশ শিংওয়ালা মদা হরিণ মারল। এডওয়ার্ড যে হরিণটা মেরেছে সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে অসওয়াল্ড দেখল, ওটার ঠিক চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকেছে গুলি।

বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরুল ওর গলা দিয়ে। বলল, 'ভেবেছিলাম শিকারের কায়দা কানুন কিছু শেখাব তোমাকে, কিন্তু এখন দেখছি আমার চেয়ে তুমিই ওস্তাদ শিকারী। তা হলে চলো, কাজ শেষ করে ফেলা যাক।' কোমরের খাপ থেকে ছুরি বের করল অসওয়াল্ড, 'তোমাদের কুটিরে যদি যেতেই হয়, আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

পাশাপাশি দুটো ওক গাছে ওরা হরিণ দুটোকে ঝোলাল। দ্রুত হাতে চামড়া ছাড়িয়ে, ভুঁড়ি ফেলে টুকরো টুকরো করল। তারপর টুকরোগুলোও গাছে ঝুলিয়ে রেখে রওনা হলো জ্যাকবের কুটিরের উদ্দেশে। যেতে যেতে এডওয়ার্ড জানাল, পরদিন সকালে হরিণের টুকরোগুলো বাড়ি নেওয়ার জন্য ওদের টাট্টু এবং গাড়িটা নিতে পারে অসওয়াল্ড। এডওয়ার্ডও যাবে ওর সাথে। মাংস পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে ও।

কুটিরে পৌঁছে ওরা দেখল, খাবার তৈরি। সারাদিন প্রায় না খাওয়া, সুতরাং দেরি না করে ওরা খেতে বসে গেল। অ্যালিসের রান্নার খুব প্রশংসা করল অসওয়াল্ড। জ্যাকবের নাতি আছে শুনে অসওয়াল্ড যতটা না অবাক হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হলো যখন শুনল এবং দেখল ওর নাতি-নাতনীর সংখ্যা চার।

খাওয়ার পর সে জ্যাকবের কামরায় গেল। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলাপ করল দু'বন্ধুতে। জ্যাকব খোলাখুলি প্রকাশ করল, ছেলে-মেয়ে চারটে আসলে কারা। শুনে দু'চোখ হাঁ হয়ে গেল অসওয়াল্ডের। জ্যাকবের কামরা থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সাথে সে স্যালুট করল এডওয়ার্ড ও হামফ্রেকে।

'জ্যাকবের কাছে শুনলাম আসলে তোমরা কারা,' বলল অসওয়াল্ড। 'তোমরা সবাই বেঁচে আছ দেখে সত্যিই খুব খুশি লাগছে আমার।'

এর পর ওরা দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ করল নানা বিষয়ে। জ্যাকবের বুদ্ধিতে কী করে ওরা বাঁচল– থেকে শুরু করে হামফ্রের গরু ধরা পর্যন্ত সব। অবশেষে জ্যাকবের স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ উঠল।

অসওয়াল্ড বলল, 'খুব খারাপ অবস্থা। আর তিন-চারদিনও টিকবে কিনা সন্দেহ।'

এরপর আর আলাপ এগোল না। ভারাক্রান্ত মনে শুতে গেল সবাই।

পরদিন ভোরে বিলিকে গাড়িতে জুড়ে রওনা হলো এডওয়ার্ড অসওয়াল্ডকে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য।

বনের ভিতর দিয়ে প্রথমে হরিণের কাটা অংশগুলো গাড়িতে তুলল ওরা। তারপর রওনা হলো বন-প্রধানের বাড়ির দিকে। সেখানে যখন পৌঁছুল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। অসওয়াল্ডের অনুরোধে মিস্টার হিদারস্টোনের বাড়িতে রাতের মত থেকে যেতে রাজি হলো এডওয়ার্ড।

অসওয়াল্ড ওকে রান্নাঘরে রেখে বসবার ঘরে গেল। জরুরি কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন মিস্টার হিদারস্টোন। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

'কী খবর, অসওয়াল্ড?'

'চমৎকার দুটো হরিণ মেরে এনেছি, স্যার,' জবাব দিল অসওয়াল্ড। এডওয়ার্ড আর্মিটেজ ছিল আমার সাথে।'

'এডওয়ার্ড আর্মিটেজ!'

'হ্যাঁ, দারুণ হাত ওর। হরিণগুলো আনার জন্যে ওদের গাড়িটা ধার দিয়েছে আমাকে। গাড়ি ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে ও-ও এসেছে। রান্নাঘরে আছে এখন।'

'তার মানে সব ব্যাপারেই হাত পাকানো আছে ছোকরার,' মৃদু হেসে বললেন মিস্টার হিদারস্টোন। 'ওকে তো আমরা বনরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করতে পারি, কী বলো, অসওয়াল্ড? বলে দেখবে নাকি? আমার ধারণা ছোকরা আমাদের বিপক্ষে,

তবে একবার কাজে লাগিয়ে ফেলা গেলে ওকে হয়তো নিয়ে আসা যাবে। যাক, মর্দা হরিণটার সিনা কালই জেনারেল ক্রমওয়েলের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।'

এডওয়ার্ডের কাছে ফিরে এল অসওয়াল্ড।

'জেনারেল ক্রমওয়েলের কাছে পাঠানো হবে তোমার হরিণের সিনা,' একটু হেসে সে বলল। 'মিস্টার হিদারস্টোন তোমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, বিবেচনা করে দেখতে পারো।'

'প্রস্তাব! আমাকে!'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে-হলে তুমি বনরক্ষীর চাকরি নিতে পারো।'

'ধন্যবাদ, তোমার বন-প্রধানকে বলে দিয়ো, ক্রমওয়েলের জন্যে মাংস জোগাড় করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। কোন রাউন্ডহেডের গোলামি করার ইচ্ছাও নেই।'

আর কথা বাড়াল না অসওয়াল্ড। একটু পরেই খাবার দিল রাঁধুনি ফিবি।

খাওয়া শেষ করে অসওয়াল্ড বলল, 'ফিবি, আমার এই বন্ধুর জন্যে একটা বিছানার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'অসম্ভব,' জবাব দিল ফিবি, 'এ বাড়িতে অতিরিক্ত বিছানা একটাও নেই। আস্তাবলে ভাল খড় আছে বিছিয়ে শুয়ে পড়তে বলো তোমার বন্ধুকে।'

অসওয়াল্ড প্রতিবাদ করতে গেল, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল এডওয়ার্ড। ব্যস চুকে গেল, এ নিয়ে আর কথা হলো না।

একটু পরেই বিদায় নিল দু'জন দু'জনের কাছ থেকে। অসওয়াল্ড সিকি মাইলটাক দূরে তার ছোট্ট কুটিরে চলে গেল। আর এডওয়ার্ড মই বেয়ে উঠে পড়ল আস্তাবলের উপরে চোরা কুঠুরিতে।

বাতাস ঠেকানোর মত কোন কপাট নেই কুঠুরিটার জানালায়। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় হাড় পর্যন্ত জমে যেতে চাইল এডওয়ার্ডের। ঘুম তো দূরের কথা শরীরের কাঁপুনি আর দাঁতে দাঁতে ঠকঠকানি ঠেকানোই দায় হয়ে পড়ল। ঘুম হবে না বুঝতে পেরে নেমে এল ও। ঘুম না হোক, অন্তত ঠাণ্ডা হাত-পাগুলোকে গরম করা যাবে উঠানে হাঁটাহাঁটি করে।

উঠানের এমাথা ওমাথা পায়চারি করছে এডওয়ার্ড। দু'হাতের তালু ঘষছে ঘন ঘন, কিন্তু শীত যেতে চাইছে না। ভাবছে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে কিনা। এমন সময় ও হঠাৎ উজ্জ্বল একটা আলো দেখতে পেল রান্নাঘরের ঠিক উপরের ঘরটায়। এত রাতে কে এত উজ্জ্বল বাতি জ্বালল? কিন্তু ও কী! আলোটা আরও উজ্জ্বল হচ্ছে দেখি! একটা নারীমূর্তি ভয়চকিত ভঙ্গিতে ছুটে এল কাঁচ লাগানো জানালার কাছে! জানালাটা খুলবার চেষ্টা করছে। তাড়াহুড়ায় পারছে না খুলতে। পর্দায় জড়িয়ে গেল বোধহয়! হ্যাঁচকা এক টানে পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলে ঘরের ভিতর দিকে ছুঁড়ে দিল মেয়েটা। আচমকা লকলকিয়ে উঠল আগুনের শিখা। পর্দার রেশমী কাপড়ে

আগুন ধরে গেছে! কেন? তারপরই উপলব্ধিটা হলো এডওয়ার্ডের, আগুন লেগেছে হিদারস্টোনের বাড়িতে, অন্তত ওই ঘরটায়।

বিমূঢ়ের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল এডওয়ার্ড। তার পরই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল যে মই বেয়ে চোরাকুঠুরিতে উঠেছিল সেটার দিকে। ঝটকা মেরে মইটা তুলে নিয়ে ফিরে এল। বাড়ির দেয়ালের গায়ে খাড়া করে উঠে গেল জ্বলন্ত জানালাটার কাছে। হ্যাঁচকা এক টানে জানালার পাল্লা দুটো খুলে ফেলল এডওয়ার্ড। কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে এল ধোঁয়া, সোজা ওর নাক মুখের উপর। দম আটকে আসতে চাইল এডওয়ার্ডের। তাড়াতাড়ি শ্বাস বন্ধ করে ও জানালা গলিয়ে লাফিয়ে পড়ল ঘরের ভিতর। দু'পা এগোতেই হোঁচট খেল মেঝেতে পড়ে থাকা অচেতন একটা দেহের সাথে। ধোঁয়া লেগে চোখ জ্বলছে, তবু যথাসম্ভব চোখ ছোট ছোট করে ঘরের চারপাশে তাকাল এডওয়ার্ড। আর কাউকে দেখতে পেল না। মেয়েটা সম্ভবত একাই ঘুমায় এ ঘরে।

এদিকে খোলা জানালা পথে তাজা বাতাস ঢুকেছে ঘরে, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। খাট পালঙ্ক, চেয়ার টেবিলে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। আর দেরি করা যায় না। ঝুঁকে অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিল এডওয়ার্ড। দ্রুত পায়ে জানালার কাছে এসে কোন রকমে মইয়ের উপর নামল। ভয়াবহ রূপ নিয়েছে আগুন। মইয়ের উপর ঠিক মত দাঁড়ানোর আগেই তীব্র একটা হলকা এসে লাগল মুখে। অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ মুখ কুঁচকে উঠল এডওয়ার্ডের।

শেষ পর্যন্ত ও নেমে আসতে পারল মাটিতে। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল কাপড়ের দু'তিন জায়গায় আগুন জ্বলছে। ভাগ্য ভাল ওর ভিতরের কাপড়টা বেশ মোটা, তাই এখনও শরীর পর্যন্ত আগুন পৌঁছুতে পারেনি। তাড়াতাড়ি কাঁধের দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে কাপড়ে ঝাড়া মেরে আগুন নেভাল এডওয়ার্ড। এতক্ষণে আবার মন দেওয়ার সুযোগ পেল অচেতন মেয়েটার দিকে। এবং এই প্রথমবারের মত খেয়াল করল, বন-প্রধান মিস্টার হিদারস্টোনের মেয়েকে নামিয়ে এনেছে ও।

আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। নষ্ট করবার মত সময় একদম নেই। এদিকে বাড়ির আর কেউ আগুন লাগবার ব্যাপারটা টের পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি পেশেন্সকে আবার কাঁধে তুলে নিয়ে আস্তাবলের দিকে ছুটল এডওয়ার্ড। এখনও অজ্ঞান মেয়েটা। খড়ের গাদার পাশে ওকে রেখে আবার উঠানে চলে এল ও। গলায় যত জোর আছে সবটা দিয়ে চেঁচাতে লাগল, আগুন! 'আগুন!!'

চেঁচাতে চেঁচাতেই আবার আস্তাবলের কাছে ছুটে গেল ও। সামান্য খুঁজতেই ঘোড়াদের পানি দেওয়ার একটা বালতি পেয়ে গেল। সেটা ভরে এনে মই বেয়ে উঠে গিয়ে ঢেলে দিল জ্বলন্ত ঘরটায়। তারপর নেমে এল আরও পানি নেওয়ার জন্য।

এর মধ্যে ওর চিৎকার শুনে বাড়ির লোকেরা জেগে গেছে। মিস্টার হিদারস্টোন ছুটে বেরিয়ে এলেন। কেবল নিম্নাঙ্গে একটা কাপড় পরে আছেন তিনি। আতঙ্কে চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে এল ফিবি। তারস্বরে চিৎকার করছে সে। আশপাশের কুটিরগুলো থেকেও ছুটে এসেছে লোকজন। ছুটতে ছুটতে উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার হিদারস্টোন।

'আমার মেয়ে! আমার মেয়ে!' ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'ওর ঘরেই তো আগুন! বাঁচাও ওকে! না, আমিই যাই!'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আগুনের দীর্ঘ লকলকে জিহ্বা সশব্দে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত ঘরটার জানালা দিয়ে।

'আমার মেয়ে! আমার বাচ্চা!– পুড়ে গেল! মরে গেল!' দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে অসহায়ের মত আর্তনাদ করলেন বন-প্রধান।

ঠিক সেই মুহূর্তে জনতার ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল, 'আর্নউডে ওরা চারটে বাচ্চাকে পুড়িয়ে মেরেছিল!'

'ওহ্, ঈশ্বর!' ভাঙা গলায় আবার চিৎকার করলেন মিস্টার হিদারস্টোন।

এই সময় অসওয়াল্ডকে দেখতে পেল এডওয়ার্ড, ওর দিকেই ছুটে আসছে।

'অসওয়াল্ড,' এডওয়ার্ড বলল, 'বন-প্রধানকে বলো, ওঁর মেয়ে নিরাপদে আছে।'

'নিরাপদে আছে। কোথায়?'

'আস্তাবলে। আমি ওকে নামিয়ে এনেছি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে কিনা কে জানে।'

'চলো তো দেখি,' বলে অসওয়াল্ড ছুটল আস্তাবলের দিকে। এডওয়ার্ড গেল পেছন পেছন।

এখনও জ্ঞান ফেরেনি পেশেন্সের। অসওয়াল্ড আঁজলা ভরে পানি এনে ওর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ড পরেই চোখ মেলল পেশেন্স। লম্বা করে একটা শ্বাস টেনে আবার চোখ বুজল।

'চলো তোমার কুটিরে নিয়ে যাই,' এডওয়ার্ড বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' বলল অসওয়াল্ড, 'ওখানে ঠিক মত পরিচর্যা করতে পারব।'

পেশেন্সকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সে। দ্রুত পায়ে এগোল কুটিরের দিকে। পেছন পেছন এডওয়ার্ড।

বিছানায় শুইয়ে আরেকবার চোখে মুখে পানির ছিটা দিতেই চোখ মেলে উঠে বসল পেশেন্স।

'বাবা, বাবা কই?' ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করল ও।

'ওঁকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে, উনি নিরাপদে আছেন,' জবাব দিল

অসওয়াল্ড।

দাঁড়ানোর চেষ্টা করল পেশেন্স। কিন্তু টলমল করে উঠল মাথার ভিতর। আবার শুয়ে পড়ল ও। বলল, 'আমি দাঁড়াতে পারছি না, অসওয়াল্ড, বাবাকে এনে দাও আমার কাছে।'

'আচ্ছা দিচ্ছি,' বলে এডওয়ার্ডের দিকে তাকাল অসওয়াল্ড, 'তুমি একটু থাকবে এখানে, এডওয়ার্ড?'

'হ্যাঁ।'

কুটির থেকে বেরিয়ে সোজা মিস্টার হিদারস্টোনের কাছে এল অসওয়াল্ড। তিনি এখনও উঠানময় ছুটে বেড়াচ্ছেন আর চিৎকার করছেন, 'আগুন! আগুন! আমার মেয়ে! আমার মেয়ে!' অসওয়াল্ড তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'অত উতলা হবেন না, স্যার, আপনার মেয়ে নিরাপদে আছে।'

'নিরাপদে আছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার হিদারস্টোন। 'কোথায়?'

'আমার কুটিরে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে⋯।'

আর কিছু শুনলেন না মিস্টার হিদারস্টোন। ছুটলেন অসওয়াল্ডের কুটিরের দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল এডওয়ার্ড, তাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে, সোজা মেয়ের বাড়িয়ে দেওয়া দু'বাহুর মধ্যে।

অসওয়াল্ডও ফিরে এল। এতক্ষণে সে একটু সুযোগ পেল এডওয়ার্ডের সাথে কথা বলবার। কী করে আগুন লাগবার ব্যাপারটা টের পেল, কী করে পেশেন্সকে নামিয়ে আনল সংক্ষেপে বলল এডওয়ার্ড। সবশেষে যোগ করল, 'এবার আমাকে যেতে হবে।'

'কিন্তু তোমার এই হাতটা, দেখছি পুড়ে গেছে,' অসওয়াল্ড বলল, 'দাঁড়াও একটু, পট্টি বেঁধে দেই।'

'দরকার নেই, বাড়িতে গিয়েই পট্টি বেঁধে নিতে পারব।'

'মাথা খারাপ নাকি তোমার? এতখানি পুড়েছে! এসো!'

এডওয়ার্ডের হাতে পট্টি বেঁধে দিতে দিতে অসওয়াল্ড বলল, 'তুমিই যে পেশেন্সকে বাঁচিয়েছ, এখনও জানেন না মিস্টার হিদারস্টোন। শুনলে কৃতজ্ঞ হয়ে যাবেন তোমার উপর।'

'সে জন্যেই তো আরও তাড়াতাড়ি ভাগতে চাইছি। একটা কথা বলি, অসওয়াল্ড, দয়া করে ওঁকে আমাদের কুটিরটা চিনিয়ে দিয়ো না।'

'এই তো বিপদে ফেললে। উনি যদি জিজ্ঞেস করেন আমি কী করে মানা করব?'

'সরাসরি বলবে তুমি চেনো না, সেদিন হঠাৎই তোমার সাথে আমার বনের ভিতর দেখা হয়েছিল। সুযোগ পেয়েছি ওঁর অসহায় মেয়েকে বাঁচিয়েছি, তাই বলে ওঁর ধন্যবাদ বা উপকার নেব তা ভেবো না। রাউন্ডহেডদের কাছ থেকে আমি কিছুই নেব না।'

এডওয়ার্ড দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখে আর কিছু বলল না অসওয়াল্ড। ওকে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। নিজেই বিলিকে জুড়ে দিল গাড়িতে। এডওয়ার্ড উঠে বসল।

'আসি তা হলে, মিস্টার অসওয়াল্ড। সময় পেলে আসবে তো আমাদের কুটিরে?'

'এই সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই একদিন আসব। জ্যাকবকে আমার শুভেচ্ছা বোলো।'

## দশ

ভোর হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। সূর্য অনেকটা উঠে এসেছে মাথার ওপর।

আর মাইল খানেক গেলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে এডওয়ার্ড। এমন সময় হামফ্রের সাথে দেখা হলো ওর।

'জ্যাকব এক্ষুণি তোমার সাথে কথা বলতে চায়,' হামফ্রে বলল, 'আমাকে পাঠিয়ে দিল তোমার খোঁজে। কী কারণে জানি না খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে বুড়ো।'

কুটিরে পৌঁছে সোজা জ্যাকবের কাছে গেল এডওয়ার্ড।

ওকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বুড়ো। 'ওহ্, তুমি এসে গেছ। আর একটু দেরি হলেই আর দেখা হত না তোমার সাথে।'

বিস্মিত চোখে তাকাল এডওয়ার্ড জ্যাকবের দিকে। 'দেখা হত না মানে!'

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না বুড়ো। বলল, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই, এডওয়ার্ড। মন দিয়ে শোনো– হরিণ শিকার নিয়ে কোনও ঝামেলায় জড়াবে না কখনও– ছোট বোন দু'টোর মুখ চেয়ে কথাটা মনে রাখবে সব সময়। শিকারের ওপর বেশি নির্ভর করবে না, ক্ষেতের ফসলেই যেন চালিয়ে নিতে পারো সে চেষ্টা করবে–।'

'কিন্তু এসব কথা এখন বলছ কেন, জ্যাকব?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, এডওয়ার্ড।'

'কী বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ, এডওয়ার্ড, আমি বুঝতে পারছি, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে; আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি কোথায়। আমাকে বাধা দিয়ো না, শোনো, আমার সিন্দুকে দেখবে টাকা ভর্তি একটা থলে আছে; ওগুলো সব তোমাদের। ইচ্ছে মত খরচ করবে, অপব্যয় কোরো না। হিসেব করে চললে ওই টাকায় বেশ কিছুদিন চলে যাবে তোমাদের। এখন যাও, হামফ্রে, এডিথ আর অ্যালিসকে ডেকে নিয়ে

এসো।'

ডেকে আনল এডওয়ার্ড।

জ্যাকব বলল, 'হামফ্রে, লক্ষ্মী ছেলে, সাবধানে থাকবে। পরিশ্রম করে যে ক্ষেত খামার গড়ে তুলেছ তা নষ্ট হতে দিয়ো না। তোমাদের সব ক'জনের দিন চলে যাবে এ থেকে। অ্যালিস, এডিথ, লক্ষ্মী সোনামণিরা, আমি মরে যাচ্ছি, খুব শিগগিরই আমাকে কবরে রেখে আসবে এডওয়ার্ড, হামফ্রে। তোমরা ভাল থেকো, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। এডিথ, তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠো; চললাম, হামফ্রে– চললাম; এডওয়ার্ড– আমার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছে– আমার জন্যে প্রার্থনা করো....।'

চোখ বুজে লম্বা করে একটা শ্বাস টানল জ্যাকব। তারপর স্থির হয়ে গেল তার দেহটা।

কান্নায় ভেঙে পড়ল এডিথ আর অ্যালিস। বুড়ো মানুষটাকে বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছিল বাপ-মা হারা মেয়ে দুটো। এডওয়ার্ড ওদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যাও, তোমরা আর এখানে থেকো না, নিজেদের ঘরে যাও।'

এরপর এডওয়ার্ড আর হামফ্রে বসল পরামর্শ করতে। এডওয়ার্ড বলল, 'যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যায় ততই মঙ্গল। না হলে খামোকা কষ্ট পেতে থাকবে এডিথ, অ্যালিস।'

'হ্যাঁ,' হামফ্রে বলল, 'কিন্তু কোথায় ওকে আমরা কবর দেব?'

'বাড়ির পেছনে যে বড় ওক গাছটা আছে ওটার নীচে। জ্যাকব একদিন আমাকে বলেছিল, ওরকম একটা ওক গাছের নীচে যেন ওর কবর হয়।'

'তা হলে আজ রাতেই আমি কবরটা খুঁড়ে ফেলি। তুমি তো বোধ হয় পারবে না, হাতে ব্যথা।'

'হ্যাঁ, কাল সারা রাত ঘুমাইনি, আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই।'

কোদাল বেলচা নিয়ে চলে গেল হামফ্রে। এডওয়ার্ড শুয়ে পড়ল ওর বিছানায়। জ্যাকবের মাথার কাছে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল কয়েকটা মোমবাতি।

ভোরের প্রথম আলো তখনও ফুটে উঠতে শুরু করেনি।

হামফ্রে এসে জাগাল এডওয়ার্ডকে।

'এবার যে তোমার সাহায্য দরকার একটু,' বলল ও। 'জ্যাকবকে গাড়িতে তুলতে হবে। পারবে?'

'পারব। আমার হাতের ব্যথা অনেক কমে গেছে। গাড়িটা নিয়ে এসো উঠানে। আমি দেখছি ততক্ষণ কী করা যায়।'

গাড়ি উঠানে রেখে যখন ঘরে ঢুকল হামফ্রে, দেখল পরিষ্কার একটা চাদর দিয়ে জ্যাকবের মৃতদেহটা মুড়ে ফেলেছে এডওয়ার্ড। দু'জনে ধরাধরি করে গাড়িতে নিয়ে তুলল ওটা। তরপর নিয়ে গেল বাড়ির পেছনের বড় ওক গাছটার

নীচে। ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল কবরের ভিতর।

‘এডিথ, অ্যালিস কি উঠেছে?’ জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

‘মনে হয় উঠেছে,’ জবাব দিল হামফ্রে। ‘আমি ডেকে আনছি, দাঁড়াও।’

দু’ভাই ফিরে এল কুটিরে। হামফ্রে ডাকল, ‘অ্যালিস– এডিথ– কই তোমরা? বাইরে এসো।’

কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়েই ছিল দু’বোন। বেরিয়ে এল। জ্যাকবের বাইবেলটা এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে অ্যালিসের হাত ধরল এডওয়ার্ড। হামফ্রে ধরল এডিথের হাত। চার ভাইবোন এসে দাঁড়াল কবরের কাছে।

‘হাঁটু গেড়ে বসো,’ শান্ত কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড। নিজেও বসল। তারপর ও বাইবেলের নব্বইতম ও একশো ছেচল্লিশতম স্তোত্র পাঠ করল শান্ত উদাত্ত স্বরে। এডিথ আর অ্যালিস চোখ মুছতে মুছতে ফিরে গেল ঘরে। এডওয়ার্ড আর হামফ্রে কবরটা ভরে দিল মাটি দিয়ে। তারপর ওরাও ফিরে এল কুটিরে। এডওয়ার্ড দেখল, হামফ্রের চোখের কোনা দুটো চিক চিক করছে। ওরও দু’চোখ ভেঙে বর্ষা নামতে চাইল, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল এডওয়ার্ড।

‘কবরটা আমি ঘিরে দেব বেড়া দিয়ে,’ চোখ মুছতে মুছতে বলল হামফ্রে।

‘দিয়ো,’ বলে আর দাঁড়াল না এডওয়ার্ড, কান্না লুকানোর জন্য ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে।

এক সপ্তার ভেতর বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করল হামফ্রে। অ্যালিস আর এডিথ বুনো ভায়োলেটের চারা সংগ্রহ করে লাগিয়ে দিল জ্যাকবের কবরের উপর। এডওয়ার্ড সাহায্য করল ওদের। তারপর হামফ্রে জ্যাকবের মাথার দিকে ওক গাছটার গুঁড়ির সঙ্গে খাড়া করে দিল একটা তক্তা। দুটো মাত্র শব্দ খোদাই করা তাতে:

**‘জ্যাকব আর্মিটেজ।’**

এক মাস পেরিয়ে গেছে।

অসওয়াল্ড প্যারট্রিজ বলেছিল সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই আসবে, কিন্তু এখনও সে আসেনি। একটু অবাকই হয়েছে এডওয়ার্ড। কোন বিপদ হয়নি তো লোকটার?

একদিন সকালে হামফ্রেকে নিয়ে জ্যাকবের কামরায় গেল এডওয়ার্ড। সিন্দুকটা খুলল। কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না প্রথমে। ওগুলো বের করে নামিয়ে রাখল মেঝেতে। সিন্দুকের একেবারে নীচে পেল ওরা থলেটা। বেশ বড় চামড়ার থলে। হামফ্রে বের করে আনল। নাড়া দিতেই ঝন ঝন শব্দ উঠল। মাটিতে ঢেলে গুনল ওরা। ষাটটা সোনার মোহর আর কয়েকশো রুপোর মুদ্রা।

‘এ তো অনেক টাকা!’ হামফ্রে বলল।

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল এডওয়ার্ড, ‘বুড়ো ঠিকই বলেছিল, অনেকদিন চলে যাবে

আমাদের। কিন্তু আমি যে কোন জিনিসের দাম জানি না, কিনতে গেলে দোকানদাররা ঠকিয়ে দেয় যদি? অসওয়াল্ড প্যারট্রিজ এলে ভাল হত, ওর কাছ থেকে সব শুনে নিতে পারতাম। আর কয়েকটা দিন দেখি, এর ভেতর যদি না আসে আমিই যাব ওর খোঁজে।'

জ্যাকব মারা যাওয়ার ঠিক ছ'সপ্তাহ পরে এল অসওয়াল্ড।

'কেমন আছে বুড়ো?' ওর প্রথম প্রশ্ন।

'যেদিন তোমাদের ওখান থেকে ফিরলাম তার পরদিন ওকে আমরা কবর দিয়েছি,' জবাব দিল এডওয়ার্ড।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অসওয়াল্ড। 'সেদিন ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, বেশিদিন বাঁচবে না। ঈশ্বর ওকে শান্তি দিন– বড় ভাল লোক ছিল। তোমার হাতের অবস্থা এখন কেমন?'

'প্রায় ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যে বললে সপ্তা শেষ হওয়ার আগেই আসবে, তারপর আসতে আসতে লাগালে ছয় সপ্তা। হয়েছিল কী?'

'এক কথায় বললে– খুন।'

'খুন!'

'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা মাথায় খুন। ওরা রাজাকে– আমাদের রাজা চার্লসকে খুন করেছে।'

'সাহস পেল!'

'পেল,' জবাব দিল অসওয়াল্ড। 'তুমি চলে আসার কয়েকদিন পরেই আমি খবর পাই, রাজাকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বিচার করা হবে।'

'বিচার করা হবে!' সবিস্ময়ে বলল এডওয়ার্ড। 'কী করে ওরা রাজার বিচার করে? আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী কোন লোকের বিচার তার সমমর্যাদার মানুষই করতে পারে। রাজার সমমর্যাদার মানুষ আর কে আছে দেশে?'

'দেখ আইনের কথা যদি বলো তো, রাজাকে সিংহাসন থেকে নামানোর ক্ষমতা রাখে কে? আসলে ওরা নিজেদের মন মত আইন বানিয়ে নিচ্ছে।'

'তাই বলে খুন?' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল এডওয়ার্ড।

এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না অসওয়াল্ড। বলে চলল, 'তুমি চলে আসার দু'দিন পর তড়িঘড়ি করে লন্ডন চলে গেলেন বন-প্রধান। যদ্দূর আমি শুনেছি, রাজার বিচার হোক এটা তিনি চাননি। ব্যাপারটা ঠেকানোর চেষ্টা করতে উনি গিয়েছিলেন। যাওয়ার আগে আমাকে অনুরোধ করে যান, তাঁর মেয়েকে একা ফেলে যেন কোথাও না যাই। সে কারণেই আমি সময়মত তোমাদের এখানে আসতে পারিনি। লন্ডন থেকে উনি মেয়ের কাছে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকেই জানতে পেরেছি এত সব কথা।'

'তাই বলে খুন?' আবার বলল এডওয়ার্ড, হাত দুটো ওর মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'ভেবেছিলাম রাজার জন্যে কিছু করব–। পারলাম না। ঠিক আছে,

রাজার জন্যে কিছু করতে পারিনি; তার ক্ষতিপূরণ করব তাঁর খুনীদের বিরুদ্ধে লড়ে। মিস্টার হিদারস্টোন ফিরেছেন?'

'হ্যাঁ, গতকাল। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার লন্ডন যাবেন। উনি একটা খবর পাঠিয়েছেন তোমাকে।'

'খবর! আমাকে?'

'হ্যাঁ, ওঁর সাথে যদি একটু দেখা করো, মেয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চান।'

'ওঁকে বোলো, তোমার কাছ থেকেই আমি ওঁর ধন্যবাদ নিয়ে নিয়েছি।'

'তা না হয় হলো, কিন্তু মেয়েটাও যে খবর পাঠিয়েছে। আমাকে বলেছে, তোমাকে যেন বলি, তোমাকে আরেকবার না দেখা পর্যন্ত ও স্বস্তি পাবে না। এডওয়ার্ড, আমার মনে হয় ও মন থেকেই বলেছে একথা।'

'কিন্তু ওর বাবার সামনে যে আমি পড়তে চাই না।'

'বললাম না, শিগ্গিরই ওর বাবা আবার লন্ডন যাচ্ছে, সে সময় তুমি গিয়ে দেখা করে আসতে পারো পেশেন্সের সঙ্গে।'

'তা অবশ্য পারি,' বলল এডওয়ার্ড। 'তার আগে আমার একটু লিমিংটনে যাওয়া দরকার। কিছু কেনাকাটা করতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, কোন জিনিসেরই দাম আমি জানি না। যদি ঠকিয়ে দেয়? তা ছাড়া হরিণের মাংস বিক্রি করার সহজ কায়দাটাও জানতে হবে।'

'এটা কোন সমস্যাই না,' বলল অসওয়াল্ড। 'আমি তোমাকে নিয়ে যাব লিমিংটনে।'

'কবে?' প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'যদি বলো কালই, তা হলে অবশ্য আজ আমাকে থেকে যেতে হবে তোমাদের এখানে।'

'থেকে গেলে ওদিকে আবার অসুবিধা হবে না তো?'

'খুব একটা না।'

'তা হলে থাকো, কালই আমরা যাব লিমিংটনে।'

## এগারো

পরদিন ভোরে রওনা হলো ওরা। লিমিংটনে পৌঁছেই অসওয়াল্ড একটা সরাইখানায় নিয়ে গেল এডওয়ার্ডকে।

গাড়ি আর ঘোড়াটা উঠানে রেখে ভিতরে ঢুকল ওরা। সরাইওয়ালা নীচতলাতেই ছিল। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে অসওয়াল্ড বলল, 'আরে, মিস্টার অ্যানড্রু, কেমন আছ?'

'কে দেখি,' মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে জবাব দিল ইয়া বপুওয়ালা সরাই-মালিক, 'ও, অসওয়াল্ড প্যারট্রিজ, সত্যিই তা হলে তুমি! কোথায় ছিলে এতদিন?'

'যেখানে থাকি, মিস্টার অ্যানড্রু, বনে।'

'হুঁ, তা খবর কী তোমার? সঙ্গে এ কে?'

'তোমারই এক বন্ধুর নাতি।'

'আমার বন্ধু!'

'হ্যাঁ, বেচারি মারা গেছে– জ্যাকব আর্মিটেজ।

'জ্যাকব মারা গেছে! কই শুনিনি তো।'

'কী করে শুনবে? আমি বনে থাকি, আমিই শুনেছি মাত্র কাল।'

'ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ কেন?' এডওয়ার্ডকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল অ্যানড্রু।

'ভেতরে চলো, বলছি।'

এডওয়ার্ড আর অসওয়াল্ডকে ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে গেল সরাইওয়ালা। হরিণের মাংস বিক্রির ব্যাপারে মৌখিক একটা চুক্তি হলো তার সঙ্গে এডওয়ার্ডের। ঠিক হলো, এডওয়ার্ডের হাতে বিক্রি করবার মত হরিণের মাংস জমলেই খবর দেবে সরাইওয়ালাকে। সরাইওয়ালা তখন লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসবে মাংস। মাংসের দামও তখন তখনই বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কাজটা অবশ্যই রাতের বেলায় সারা হবে। সরাইওয়ালার লোকের কাছে কোথায় মাংস বুঝিয়ে দেবে তা আগে থাকতেই জানাবে এডওয়ার্ড।

চুক্তি শেষে সরাইওয়ালার সাথে এক পাত্র করে পান করল ওরা, তারপর শহরে ঢুকল কেনাকাটার জন্য। ঘোড়া-গাড়ি রইল সরাইখানায়।

বাজার এলাকায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র কিনল এডওয়ার্ড আর অসওয়াল্ড। যেগুলো হালকা সেগুলো সঙ্গে নিয়ে নিল, ভারিগুলো দোকানেই রেখে গেল, যাওয়ার সময় তুলে নিয়ে যাবে গাড়িতে। অন্যান্য জিনিস ছাড়াও কিছু বারুদ এবং গুলি কেনবার দরকার ছিল এডওয়ার্ডের। অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি হয় এমন একটা দোকানে ওকে নিয়ে গেল অসওয়াল্ড।

গুলি, বারুদ কেনা শেষ। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবে, এমন সময় দোকানের দেয়ালের সাথে ঝোলানো একটা তলোয়ারের দিকে চোখ গেল এডওয়ার্ডের। জিনিসটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে যেন দেখেছে।

'দেখি ওই তলোয়ারটা,' দাঁড়িয়ে পড়ে বলল এডওয়ার্ড।

তলোয়ারটা এনে দিল দোকানদার। কাছ থেকে দেখে এডওয়ার্ড নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না। তলোয়ারটার হাতলের কাছে খোদাই করা দুটো অক্ষর–ই.বি। এ তলোয়ার ওর বাবার না হয়েই যায় না।

উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করেছে এডওয়ার্ড। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে ও প্রশ্ন করল, 'দাম কত এটার?'

'তলোয়ারটা ঠিক বিক্রি করা যায় কিনা আমি জানি না,' দোকানদার বলল। একজন ওটা পরিষ্কার করানোর জন্যে দিয়ে গিয়েছিল আমার দোকানে। নিয়ে যাওয়ার আর সময় পায়নি, তার আগেই ওটার মালিকের বাড়ি পুড়ে যায়, বাড়ির সব লোকজন বাড়িতেই পুড়ে মরে। পরিষ্কার করার বাবদে আমার কিছু পয়সাও পাওনা হয়েছে। কিন্তু মালিকই নেই তো পয়সা দেবে কে? এই অবস্থায় ওটা বিক্রি করা যায় কিনা আমি বুঝতে পারছি না।'

এবার আর কোন সন্দেহ রইল না এডওয়ার্ডের। তবু জিজ্ঞেস করল, 'মালিকের নামটা কি বলতে পারবেন?'

'বোধ হয় কর্নেল বিভারলি বা তাঁর বাড়ির কেউ।'

'দেখুন, আমি তলোয়ারটা কিনব,' রুদ্ধশ্বাসে বলল এডওয়ার্ড। 'আমাদের পরিবার পুরুষানুক্রমে বিভারলিদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই তলোয়ারটা অন্য কারও হাতে পড়লে আমি খুব দুঃখ পাব। এটা পরিষ্কার করবার বাবদে আপনার যা পাওনা হয়েছে আমি মিটিয়ে দিচ্ছি, তলোয়ারটা আমাকে দিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি, বিভারলি পরিবারের কেউ কখনও যদি এটা দাবি করে, আমি ফিরিয়ে দেব।'

'এর চেয়ে ন্যায্য কথা আর কিছু হতে পারে না,' দোকানদার বলল। 'আপনার নাম ঠিকানা রেখে যাবেন তো?'

'নিশ্চয়ই– তা ছাড়া আমার এই বন্ধু আছে, ও তো আপনার চেনা, তাই না?'

দোকানদারের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তলোয়ারটা নিয়ে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড দোকান থেকে। বারুদ গুলির থলে দুটো আগেই হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে অসওয়াল্ড।

'হাজার পাউন্ড গেলেও এটা আমি হাতছাড়া করতাম না, অসওয়াল্ড!' পথ চলতে চলতে এডওয়ার্ড বলল।

'শ্‌শ্‌শ্‌, অত জোরে না,' বলল অসওয়াল্ড। 'কোথায় রাউন্ডহেডের চর আছে, কোথায় নেই কে বলতে পারে?'

গাড়ি নেওয়ার জন্য সরাইখানায় গেল ওরা।

অসওয়াল্ড বিলিকে জুড়তে লাগল এই ফাঁকে এডওয়ার্ড ভিতরে গেল একসঙ্গে কতখানি মাংস সরাইওয়ালা কিনতে পারবে তা জানবার জন্য। ওর হাত থেকে তলোয়ারটা নিয়ে গাড়ির এক পাশে রেখেছে অসওয়াল্ড। বিলির ঘাড়ে জোয়াল চাপাচ্ছে ও, এই সময় বুড়ো এক লোক এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ দেখল তলোয়ারটা। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'এ তলোয়ার তুমি কোথায় পেলে? আমি নিজে ফিলিপস-এর দোকানে পরিষ্কার করতে দিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা!' অসওয়াল্ড বলল, 'জানতে পারি কার সঙ্গে কথা বলছি?'

'আমি বেনজামিন হোয়াইট,' জবাব দিল লোকটা, 'যে রাতে আর্নউড পুড়িয়ে দেয়া হলো সেদিন পর্যন্ত আমি ওখানে কাজ করেছি।'

'বেশ বেশ, তা হলে তুমি একটু দাঁড়াও এখানে, খেয়াল রাখো তলোয়ারটা যেন কেউ নিয়ে না যায়. আমি ভেতর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এক্ষুণি আসছি।'

'তা দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু এ তলোয়ার তুমি পেলে কোথায়?'

'বলব, আগে জিনিসগুলো নিয়ে আসি।'

দ্রুত পায়ে সরাইখানার ভিতর চলে গেল অসওয়াল্ড। এডওয়ার্ডকে খুঁজে বের করে বলল বেনজামিনের কথা। শেষে যোগ করল, 'ও নিশ্চয়ই তোমাকে চিনে ফেলবে। যতক্ষণ না ব্যাটাকে বিদায় করতে পারছি ততক্ষণ তুমি বাইরে এসো না।'

'ঠিক আছে, অসওয়াল্ড। তবে ওকে বিদায় করার আগে জেনে নিয়ো আমার ফুপুর কী হয়েছে, কোথায় কবর দেয়া হয়েছে।'

ফিরে এসে অসওয়াল্ড বেনজামিনকে বলল, 'কী ভাবে কী শর্তে বুড়ো জ্যাকব আর্মিটেজের নাতি তলোয়ারটা কিনেছে।'

'জ্যাকবের নাতি আছে জানতাম না তো!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল বেনজামিন।

'পৃথিবীর কত কিছুই তো আমরা জানি না। আচ্ছা বলো তো, আর্নউডের সেই বুড়ি ভদ্রমহিলার কী হয়েছে?'

'উনি তো মারা গেছেন।' এরপর বেনজামিন সবিস্তারে বর্ণনা করল মিস জুডিথ ভিলিয়ারস-এর নিহত হওয়ার ঘটনাটা।

'কোথায় ওঁকে কবর দেয়া হয়েছে জানো?' জানতে চাইল অসওয়াল্ড।

'সেইন্ট ফেইথস গির্জার কবরস্থানে। যাক, শোনো, জ্যাকবের নাতিকে বোলো আমার কাছে আসতে, খুশি হব।'

'বলব। কালই বোধহয় ওর সাথে দেখা হবে আমার,' গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল অসওয়াল্ড। 'আসি তা হলে, বেনজামিন।'

'হ্যাঁ, আমিও যাই।'

অসওয়াল্ড গাড়ি ছাড়বার আগেই হাঁটতে শুরু করল বেনজামিন। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। ও একটা দালানের আড়ালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল অসওয়াল্ড। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ছুটল সরাইখানার ভিতরে। এডওয়ার্ডকে ডেকে এনে রওনা হলো ভারি জিনিসগুলো গাড়িতে তুলবার জন্য।

ওরা যখন কুটিরে পৌছুল তখন বেশ রাত।

পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগেই বাড়ির পথে বেরিয়ে পড়ল অসওয়াল্ড। ওকে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়ার জন্য হামফ্রেও চলল সাথে সাথে।

ফিরবার পথে হঠাৎ করেই হামফ্রের মনে হলো, গর্ত-ফাঁদটা একটু দেখে যাবে। বেশ কয়েকদিন কোন খোঁজখবর নেওয়া হয় না ওটার। কোন গরু পড়ল কিনা কে জানে?

সময়টা মার্চের শেষ ভাগ। তুলনামূলক ভাবে আবহাওয়া এখন অনেক সহনীয়। গর্তের কাছে এসে হামফ্রে দেখল, ডালপালার আচ্ছাদনটা ভিতরে ভেঙে পড়ে আছে। কিছু একটা নিশ্চয়ই পড়েছে ফাঁদে! হাঁটবার গতি দ্রুত হয়ে গেল ওর। কিন্তু দু'তিন পা যেতে না যেতেই চমকে উঠতে হলো হামফ্রেকে। অস্পষ্ট গোঙানির মত একটা আওয়াজ ভেসে এসেছে গর্তের ভিতর থেকে। এ তো কোন জন্তুর আওয়াজ হতে পারে না! গর্তের কিনারে গিয়ে উপুড় হয়ে উঁকি দিল ভিতরে। তারপরই বিস্মিত একটা আর্তনাদ বেরুল ওর গলা দিয়ে। মানুষের মত দেখতে কিছু একটা পড়ে আছে মুখ থুবড়ে।

হঠাৎ করেই ভয়ানক আতঙ্কে গলা শুকিয়ে এল হামফ্রের। গরু নয়, এবার ওর ফাঁদে আটকা পড়েছে জলজ্যান্ত একটা মানুষ। লোকটার হাত-পা বা ঘাড় ভেঙেছে কিনা না কে জানে? যদি মারা যায়?

'কে ওখানে?' কম্পিত কণ্ঠে ডাকল হামফ্রে।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। গোঙানির শব্দও আর হলো না।

গর্তে নামবার জন্য গাছের ডাল দিয়ে একটা মই বানিয়েছিল হামফ্রে। কাছেই একটা ওক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে সেটা। দৌড়ে গিয়ে মইটা নিয়ে এল ও। নেমে গেল গর্তের ভিতর। ছেঁড়া খোঁড়া কাপড় পরা একটা ছেলে শুয়ে আছে উপুড় হয়ে।

সাবধানে দু'হাত ধরে ছেলেটাকে চিৎ করল হামফ্রে। গুঙিয়ে উঠল ছেলেটা। একটানা অনেকক্ষণ গোঙানোর পর চোখ মেলল সে। হামফ্রের দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করল। মুখে হাত চাপা দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল হামফ্রে। বলল, 'এখন না, পরে শুনব তোমার কথা।'

ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে টলোমলো পায়ে মই বেয়ে উপরে উঠে এল হামফ্রে। বড় একটা ওক গাছের নীচে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল সাবধানে। কাছেই বুনো জন্তুদের পানি খাওয়ার একটা জায়গা আছে। ঝরনা মত। ছুটে গেল হামফ্রে সেখানে। মাথা থেকে হ্যাট খুলে পানি ভরে ফিরে এল। হ্যাটটা ছেলেটার মুখের সামনে ধরতেই বুভুক্ষের মত প্রায় অর্ধেক পানি খেয়ে নিল সে। বাকি পানিটুকু দিয়ে তার মুখ, কপাল, চোখ ধুইয়ে দিল হামফ্রে।

একটু পরেই কথা বলল ছেলেটা। কিন্তু তার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারল না হামফ্রে। ইংরেজি নয়, অন্য কোন ভাষায় কথা বলেছে সে। উঠে দাঁড়াল হামফ্রে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানাল, সে কিছুক্ষণের জন্য চলে যাচ্ছে, তবে শিগ্‌গিরই ফিরবে; ও যেন চলে না যায়।

বুদ্ধিমান ছেলে। হামফ্রের ইশারা বুঝতে পেরে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কুটিরে পৌঁছুল হামফ্রে। এডওয়ার্ডকে ডেকে বলল যা যা ঘটেছে। শুনে একমুহূর্ত দেরি করল না এডওয়ার্ড, হামফ্রেকে গাড়িতে ঘোড়া

জুড়তে বলে ঢুকে গেল রান্নাঘরে। একপাত্র দুধ আর কয়েক টুকরো কেক নিয়ে এল। তারপর দু'ভাই গাড়িতে উঠে রওনা হলো যেখানে হামফ্রে ছেলেটাকে রেখে এসেছে সেদিকে।

ওরা পৌঁছে দেখল, যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি বসে আছে ছেলেটা। দুধে কেক চুবিয়ে খাওয়াল ওকে এডওয়ার্ড। প্রথমে খেতে একটু অসুবিধা হলেও, পরে ঠিক হয়ে এল। একটু একটু করে সবটা দুধ ও কেক খেয়ে ফেলল সে। কিছুক্ষণের ভিতর অনেকখানি সুস্থ বোধ করতে লাগল ছেলেটা। উঠে বসল। এডওয়ার্ড ও হামফ্রে ওকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে রওনা হলো বাড়ির পথে।

উঠানে পৌঁছে ওরা ছেলেটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তখনও খুব দুর্বল ও, পারল না। শেষ পর্যন্ত আবার ধরাধরি করে ওকে ঘরে নিয়ে গেল ওরা। শুইয়ে দিল জ্যাকবের বিছানায়। অ্যালিস ওর জন্য সুরুয়া রাঁধল। সুরুয়াটুকু খেয়েই গভীর ঘুমে ডুবে গেল ছেলেটা।

পরদিন সকালে অনেক সুস্থ মনে হলো ওকে। প্রচণ্ড ক্ষুধা ছাড়া আর বিশেষ কোন সমস্যা দেখা গেল না। প্রায় তিনজনের নাশ্‌তা একা খেয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে ওকে বসবার ঘরে নিয়ে এল এডওয়ার্ড।

'নাম কী তোমার?' জিজ্ঞেস করল হামফ্রে।

'পাবলো,' জবাব দিল ছেলেটা।

'আচ্ছা! ইংরেজি তা হলে বোঝো!'

'কিছু কিছু।'

'কী করে পড়লে গর্তে?'

'অন্ধকারে দেখতে পাইনি।'

'দেখতে পেলেও পড়তে,' মনে মনে বলল এডওয়ার্ড। 'হামফ্রের বানানো ফাঁদ!'

'তুমি কি জিপসী?' আবার প্রশ্ন করল হামফ্রে।

'হ্যাঁ, গিতানো– ওই একই কথা।'

আরও অনেক প্রশ্ন করল হামফ্রে। সবগুলোর জবাব ঠিক মত দিতে পারল না পাবলো, ভাষার সমস্যাই তার মূল কারণ।

শেষ পর্যন্ত ওর কাহিনীর যতটুকু বোঝা গেল তা হলো: গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সমুদ্র উপকূলের দিকে যাচ্ছিল পাবলো। চারদিন আগে ওরা নিউ ফরেস্টে পৌঁছায়। বিকেল নাগাদ একটা জায়গা বাছাই করে তাঁবু ফেলবার নির্দেশ দেয় ওদের সর্দার। জায়গাটা হামফ্রের গাড্ডার কাছেই। রাতে পাবলো খরগোশ ধরবার জন্য ফাঁদ পাততে বেরিয়েছিল। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শেষে এক সময় কিছু টের পাওয়ার আগেই পড়ে যায় গর্তে। তিন দিন এবং তিন রাত ও ওই গর্তে পড়ে ছিল, তারপর হামফ্রে ওকে উদ্ধার করে। ওর বাবা নেই, মা আছে কেবল। মা দলের সাথেই ছিল। হামফ্রেরা যখন ওকে গাড়িতে

ওঠায় তখন ও খেয়াল করেছে, যেখানে ওরা তাঁবু খাটিয়েছিল সেখানে আর তাঁবুগুলো নেই। তার মানে ওকে ফেলেই চলে গেছে দলের সবাই। কোন্ পথে গেলে দলের লোকদের আবার খুঁজে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই পাবলোর। তবে এটুকু বোঝে দুদিনে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার কথা দলের, এখন ওর যা অবস্থা তাতে পথ জানলেও কিছুতেই ওদের ধরতে পারবে না সে। অবশ্য ধরবার কোন ইচ্ছাও ওর নেই। ওর সঙ্গে দলের সবাই খুব দুর্ব্যবহার করত। এমনকী মা-ও। মা কেন দুর্ব্যবহার করত জানতে চাওয়ায় ও কোন সঙ্গত জবাব দিতে পারেনি।

'আচ্ছা, পাবলো, আমরা যদি তোমাকে রেখে দেই তুমি থাকবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'হ্যাঁ, থাকতে পারি,' বলল পাবলো, 'আপনারা যদি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেন থাকব না কেন?'

'তুমি যদি খারাপ কাজ না করো তা হলে খারাপ ব্যবহার করব কেন? কী কী কাজ করতে পারো তুমি?'

'অনেক। আমি রাঁধতে পারি, ফাঁদ পেতে পাখি ধরতে পারি, খরগোশ ধরতে পারি, অনেক জিনিস বানাতে পারি।'

'ঠিক আছে, পাবলো, তুমি থাকো আমাদের সাথে। কিন্তু কথা ওই, ভাল হয়ে থাকতে হবে। যদি কখনও খারাপ আচরণ করো তা হলে আমি কী করব বলতে পারি না।'

'আমি চেষ্টা করব ভাল হয়ে থাকতে।'

বছর চোদ্দ-পনেরো বয়েস হবে পাবলোর, মানে হামফ্রের প্রায় সমান। গায়ের রঙ রোদে পোড়া, প্রায় কালো; কিন্তু চেহারা খুব সুন্দর। চোখগুলো কালো, ঝকঝকে সাদা দাঁত। লম্বায় একটু খাটো হলেও স্বাস্থ্য মজবুত।

'বুঝলে, এডওয়ার্ড,' হামফ্রে বলল, 'ছোঁড়া যদি থাকে খুব সুবিধা হবে আমাদের। তুমি যখন লিমিংটনে বা অন্য কোথাও যাবে, খামারের কাজ আমাকে আর একা করতে হবে না। আচ্ছা, অসওয়াল্ডের ওখানে যাচ্ছ কবে তুমি?'

'জানি না। আমার মন মেজাজ ভাল নেই। ওর মালিক রাউন্ডহেডটার সামনে পড়তে চাই না, কী ব্যবহার করে বসব কে জানে?'

'কেন ওরা আবার নতুন কী করল?'

'কিছুই না। রাজার খুনের ব্যাপারটা আমি ভুলতে পারছি না! তা ছাড়া কাল এমন একটা জিনিস পেয়েছি– চলো দেখবে।'

হামফ্রেকে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেল এডওয়ার্ড। লিমিংটনে কেনা তলোয়ারটা বের করে দেখাল।

প্রথমে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না হামফ্রের ভিতর।

এডওয়ার্ড বলল, 'চিনতে পারছ না, বাবার তলোয়ার?' উত্তেজনার আভাস

ওর গলায়। 'এই দেখ খোদাই করা রয়েছে—ই.বি।'

এবার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল হামফ্রের চোখ। তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বলল, 'কোথায় পেলে?'

বলল এডওয়ার্ড। তারপর তলোয়ারটা হাতে নিয়ে চুমু খেলো।

'হামফ্রে, এটা বাবার তলোয়ার,' গাঢ় স্বরে বলল ও, 'এই তলোয়ার দিয়েই আমি বাবার খুনের বদলা নেব!'

## বারো

দু'দিন পর।

রাতে খাওয়ার সময় এডওয়ার্ড বলল, 'অসওয়াল্ডকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এবার বোধহয় তা রাখা উচিত।'

'কী প্রতিশ্রুতি?' জিজ্ঞেস করল হামফ্রে।

'মিস্টার হিদারস্টোনের বাড়িতে যাব। তাঁর মেয়ে নাকি আমাকে দেখতে চায়।'

'কখন রওনা হবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যালিস।

'কাল ভোরেই। বন্দুকটা সঙ্গে নেব। যদিও অসওয়াল্ড মানা করেছে, কিন্তু বন্দুক ছাড়া আমি স্বস্তি পাব না।'

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এডওয়ার্ড ও হামফ্রে উঠে পড়ল। একটু পরে এডিথ আর অ্যালিসও বেরিয়ে এল তাদের ঘর ছেড়ে। এডওয়ার্ড প্রস্তুত হতে হতে নাশ্‌তা তৈরি করে ফেলল অ্যালিস। চার ভাইবোন এক সাথে নাশ্‌তা সারল। তারপর বন্দুকটা কাঁধে ফেলে, ওর নতুন কুকুর হোল্ডফাস্টকে ডেকে নিয়ে রওনা হলো এডওয়ার্ড। অন্য কুকুরের বাচ্চাটার নাম দেওয়া হয়েছে ওয়াচ। স্মোকার আর ওয়াচ বাড়িতেই রইল।

সবুজ বন পেরিয়ে বন-প্রধানের বাড়িতে পৌঁছুল এডওয়ার্ড। আঙিনায় কাউকে দেখতে পেল না। সোজা সদর দুয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কড়া নাড়ল। দরজা খুলল পেশেন্স হিদারস্টোন।

এডওয়ার্ডকে দেখেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখ।

'ওহ্, তুমি এসেছ!' প্রায় চিৎকার করে উঠল পেশেন্স। 'কী খুশি যে লাগছে! এসো, ভেতরে এসো।'

বলতে বলতে হাত ধরে ও এডওয়ার্ডকে নিয়ে গেল বসবার ঘরে। তারপর হাতটা না ছেড়েই বলল, 'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলে।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই,' বলল এডওয়ার্ড, 'তুমি না হয়ে অন্য যে কেউ হলেও

আমি ওটুকু করতাম। মানুষ হিসেবে এ আমার কর্তব্য।'

'কর্তব্য কি না জানি না, তবে তুমি তোমার প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলে, তা আমি ভুলব কী করে? আমি ঋণী। সে ঋণ রাজার কাছেই হোক বা– বা–।'

'তুচ্ছ এক বনচারীর কাছেই হোক, তাই তো?'

'আঁ, হ্যাঁ। অবশ্য আমি তোমাকে নিছক বনচারী ভাবতে পারি না, আমার বাবাও না। আমার মত বাবাও মনে করে তোমার আসল পরিচয়ও অন্য। আমি বলতে চাইছি, এখন বনে থাকলেও তুমি বেড়ে উঠেছ অন্যভাবে।'

'ধন্যবাদ। আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা বেশ উঁচু দেখে খুশি হলাম। আমি যে অন্যভাবে বেড়ে উঠেছি তা তো তোমার বাবাকে বলেছি। তবে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না, একদিন হয়তো তোমার বাবা আমাকে জানবে হরিণ চোর বলে।'

ভয়ের ছায়া পড়ল পেশেন্সের চেহারায়। 'কেন, তুমি কি হরিণ মারো?'

'তোমার সাথে শেষ দেখা হওয়ার পর আর মারিনি।'

'বাঁচালে, বাবাকে বলতে পারব কথাটা। নিশ্চয়ই বাবা খুশি হবে শুনে। বাবার ধারণা কি শুনবে? তুমি ইচ্ছে করলেই অনেক উঁচু কোন পেশা বেছে নিতে পারো, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক নিচ্ছ না। কোন ধরনের চাকরি তুমি চাও বলো, বাবা চেষ্টা করবে পাইয়ে দেয়ার। বাবার ক্ষমতা অনেক। যদিও এখন শাসকদের সাথে একটু খটাখটি চলছে, কারণ–'

'ওরা রাজাকে খুন করেছে, তাই তো? তোমার বাবা যে ওই নৃশংস কাজের বিরোধিতা করেছিলেন আমি শুনেছি। সেজন্যে আমি ওঁকে শ্রদ্ধা করি।'

'সত্যি বলছ! বাবাকে তুমি শ্রদ্ধা করো।'

'আগে করতাম না, তবে এখন করি। উনি তো এখন লন্ডনে তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি খালি কথা বলে চলেছি, কত দূরের পথ হেঁটে এসেছ তুমি, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে? বসো, ফিবিকে ডাকছি।' বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল পেশেন্স। প্রতিবাদ করবার কোন সুযোগ দিল না এডওয়ার্ডকে।

কয়েক মিনিটের ভিতর ফিরল ও। পেছনে থালায় ঠাণ্ডা মাংস হাতে ফিবি। টেবিলের উপর খাবারগুলো সাজিয়ে রাখল রাঁধুনী, আর পেশেন্স সুঁই-সুতো নিয়ে একটা সোফায় বসল সেলাই করবার জন্য।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল এডওয়ার্ড। ফিবি এসে এঁটো বাসনগুলো নিয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল এডওয়ার্ড।

'এবার তা হলে আমি আসি,' বলল সে।

'এখনি? উঁহুঁ,' বলল পেশেন্স। 'অনেক কথা আছে আমার তোমার সাথে। এখানে এসে বসো।' নিজের পাশের সোফাটার দিকে ইশারা করল পেশেন্স।

'কথা!' বিস্ময় এডওয়ার্ডের কণ্ঠে। 'বলো।'

'প্রথমত, আবার জিজ্ঞেস করছি, কী করে তোমার ঋণ শোধ করব? বাবা যদি

ভাল কোন চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় নেবে?'

'এই দেশ এখন যারা শাসন করছে তাদের সেবা করার কোন ইচ্ছে আমার নেই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড।

'আমি জানতাম, তুমি ও কথাই বলবে। ভেবো না তোমাকে দোষ দিচ্ছি। এখনকার অবস্থাটা কী জানো? তোমরা যাদের রাউন্ডহেড বলো তাদের অনেকেই চাইছে দলবদল করতে। রাজার বিরুদ্ধে যখন দাঁড়িয়েছিল, খুব একটা ভাবনা চিন্তা না করেই দাঁড়িয়েছিল, এখন ভুল বুঝতে পারছে। এমনই বোধহয় হয়। যাক সে কথা, তুমি থাকো কোথায়?'

'বনের ও প্রান্তে। নানা মারা যাওয়ার পর আমিই এখন মালিক ও বাড়ির।'

'তুমি তো আর্নউডে বড় হয়েছ তাই না?'

'হ্যাঁ। কর্নেল বিভারলি মারা যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম।'

'কর্নেল তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন তাই না?'

'ঠিক কর্নেল নয়, আমার আগ্রহ দেখে ওঁর বাচ্চাদের জন্যে যে শিক্ষক ছিলেন উনিই শিখিয়েছেন।'

'ওই হলো। কর্নেল ইচ্ছে করলে বাধা দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি?'

'হ্যাঁ।'

'তার অর্থ কী? উনি নিশ্চয়ই চাইতেন না বড় হয়ে তুমি সাধারণ একজন বনরক্ষী বা ওই ধরনের কিছু হও?'

'না। আমার ইচ্ছা ছিল, উনিও চেয়েছিলেন আমি সৈনিক হব।'

'দূর সম্পর্কে হলেও কর্নেল তোমার আত্মীয়, তাই না?'

'না,' জবাব দিল এডওয়ার্ড। মেয়েটার প্রশ্নের ধরনে ও অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। 'মিস পেশেন্স, তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব তো দিলাম, এবার আমার দু'একটার দেবে? তোমার আর কোন বোন বা ভাই নেই?'

'না।'

'তোমার মা নেই?'

'না।'

'তোমার মা কোন্ পরিবারের মেয়ে ছিলেন?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল পেশেন্স এডওয়ার্ডের দিকে। প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি ও। বলল, 'কুপার। স্যার অ্যানটনি অ্যাশলে কুপার-এর বোন ছিলেন উনি।'

'আচ্ছা! স্যার অ্যাশলে কুপার-এর নাম তো আমি শুনেছি। তার মানে বংশ মর্যাদায় মোটেই খাটো নও তোমরা!'

গালে একটু লালের ছোপ পড়ল পেশেন্সের। অবশ্য সামলে নিল তক্ষুণি। বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

'আমি তা হলে এবার আসি,' বলল এডওয়ার্ড। 'খুব ভাল লাগল তোমার

সাথে আলাপ করে।

'আমারও। আবার কবে আসছ, বাবার সাথে দেখা করতে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। খুব শিগ্‌গিরই হয়তো আসা হবে না; হয়তো শেষ পর্যন্ত যখন আসব, চোর হিসেবেই আসব।'

একটু যেন ব্যথিত হলো পেশেন্স। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমি এখনও তোমাকে হরিণ শিকার করতে নিষেধ করছি, তবু যদি করো, কথা দিচ্ছি, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার বাবাও না। তা হলে এসো, আবার তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল পেশেন্স। খাঁটি একজন ক্যাভালিয়ারের মত হাতটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল এডওয়ার্ড। পেশেন্সের গাল সামান্য লাল হলো, কিন্তু হাতটা ও ছাড়িয়ে নিল না। এডওয়ার্ড একটু মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

## তেরো

পরের দুটো সপ্তাহ বাড়িতেই কাটাল এডওয়ার্ড, হামফ্রে এবং পাবলোকে সাহায্য করল নতুন এক টুকরো চাষের জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজে। ওদের পুরনো বাগানের পেছন দিকে তিন একর মুক্ত ফাঁকা জায়গা পড়ে ছিল। ঘাস এবং কিছু ছোট ছোট বুনো লতা ছাড়া আর কোন গাছ নেই সেখানে। জায়গাটুকু হামফ্রে দখল করেছে। শুধু আলু আর তরিতরকারি ফলিয়ে ও খুশি নয়, এবার গম এবং যব ফলাতে চায়। তাতে জ্যাকবকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও রক্ষা হবে। অহেতুক শিকারের ঝুঁকি নিতে হবে না।

বেড়া দেওয়ার কাজ যেদিন শেষ হলো সেদিন এডওয়ার্ড হামফ্রেকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে আর কোন দরকার নেই তো?'

'আপাতত না,' জবাব দিল হামফ্রে।

'তা হলে কাল অসওয়াল্ড প্যারট্রিজের ওখান থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি; পাবলোকে নিয়ে যাব। অসওয়াল্ড-এর কুটিরটা ওর চিনে রাখা দরকার।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। কখন কী প্রয়োজন পড়ে কে বলতে পারে?'

পরদিন ভোরে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে পাবলোকে নিয়ে রওনা হলো এডওয়ার্ড। স্মোকারকেও নিয়েছে সাথে। গতবার খেয়াল করেছে অত দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত এখনও হয়নি হোল্ডফাস্ট; তাই এবার ওকে নেয়নি।

দুপুরের সামান্য পরে অসওয়াল্ডের কুটিরে পৌঁছুল ওরা।

'তুমি এসেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি,' এডওয়ার্ডের সাথে করমর্দন করতে করতে বলল অসওয়াল্ড। 'এইমাত্র আমি বন-প্রধানের বাড়ি থেকে এলাম। কাল

উনি ফিরেছেন লন্ডন থেকে। আমাকে দেখেই আজ আবার এক গাদা প্রশ্ন করলেন তোমার সম্পর্কে। আমার বিশ্বাস কোন না কোন ভাবে ওঁর ধারণা হয়েছে তুমি বুড়ো জ্যাকবের নাতি নও।'

'কী করে এ ধারণা হলো?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'জানি না। তোমাদের কুটিরটা কোথায় জানতে চাইছিলেন, আমি ওঁকে নিয়ে যেতে পারি কিনা তা-ও জানতে চাইলেন। বোধহয় তোমার সাথে আলাপ করতে চান।'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম, তোমাদের কুটির প্রায় এক দিনের পথ এখান থেকে; আমি একবার মাত্র গেছি, এখন আর চিনতে পারব কিনা জানি না।'

'তারপর?'

'তারপর আমাকে একটা ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি সত্যি কথা বলছি কিনা। আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যিই বলছি, তবে আপনি যদি যেতে চান আমি নিয়ে যাব। হয়তো একটু সময় লাগবে; একটু খোঁজাখুঁজি করতে হবে, তবে কুটিরটা আমি খুঁজে বের করতে পারব। বুঝতেই পারছ, ধমক খেয়ে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু বলেননি মিস্টার হিদারস্টোন, কিন্তু তাঁর মেয়ে বলেছে– বাবার সাথে সে-ও যেতে চায় তোমাদের কুটিরে, তোমার বোনদের সাথে আলাপ করবে, পরিচিত হবে।'

দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল এডওয়ার্ডের মুখে। বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে, অসওয়াল্ড, ওদের যাওয়াটা কোন মতেই আমরা ঠেকাতে পারব না। 'আর যা-ই হোক, এই মুহূর্তে উনি বনের কর্তা, যে কোন সময় বনের যে কোন জায়গায় যাওয়ার অধিকার আছে ওঁর। কিন্তু– কিন্তু আগে থেকে একটু খবর যদি পেতাম, কখন আসছেন, আমরা একটু তৈরি হয়ে থাকতে পারতাম।'

'তৈরি হওয়ার আছেই বা কী?' বলল অসওয়াল্ড।

'তা অবশ্য ঠিক,' বলল এডওয়ার্ড, 'লুকোনোর মত কিছু তো নেই আমাদের।'

'সবচেয়ে ভাল হয়, ওদের ঘোড়ার আওয়াজ পেলেই তোমার বোনদের কাপড় বা থালাবাসন ধুতে লাগিয়ে দেবে আর তোমরা গোবর গাদায় গিয়ে গাড়িতে সার তুলতে লেগে যাবে।'

'আচ্ছা লন্ডনের কোন সংবাদ পেয়েছ?' প্রসঙ্গ পাল্টাল এডওয়ার্ড।

'না। মিস্টার হিদারস্টোনের চাকরবাকরদের কারও সাথেই আলাপ করার সুযোগ হয়নি। তোমরা বসো, খাওয়াদাওয়া করো, ততক্ষণ আমি এক দৌড়ে ঘুরে আসছি, দেখি, ফিবি কিছু শুনেছে কি না।'

অসওয়াল্ডের স্ত্রী বড় একটা পাই আর কয়েকটা গমের হাতরুটি এনে রাখল এডওয়ার্ডের সামনে। দুটো রুটি আর অনেকখানি পাই একটা থালায় উঠিয়ে পাবলোর দিকে এগিয়ে দিল এডওয়ার্ড। নিজেও একটা থালায় উঠিয়ে নিল খানিকটা।

খাওয়া শেষ হতেই এডওয়ার্ড পাবলোকে জিজ্ঞেস করল, 'কি, একা ফিরতে পারবে?'

'একবার যে পথে যাই সে পথ কখনও ভুলি না,' জবাব দিল পাবলো।

'তা হলে চলে যাও। হামফ্রেকে বোলো, আমি কাল সকালে ফিরব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল পাবলো। একটু পরেই অসওয়াল্ড ফিরে এল। এদিক ওদিক তাকাল কয়েকবার, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটা চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। এবার বলো, কিছু জানতে পারলে?'

'অনেক কিছু। ডিউক অভ হ্যামিলটন, আর্ল অভ হল্যান্ড আর লর্ড ক্যাপেলকে ওরা ফাঁসি দিয়েছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এডওয়ার্ড। 'আরও খুন!–অবশ্য যারা দেশের রাজাকে হত্যা করতে পারে তাদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়? এটুকুই?'

'না। স্কটল্যান্ডের ওরা রাজা চার্লসের ভাইকে দ্বিতীয় চার্লস হিসেবে ঘোষণা করেছে, এবং দেশে এসে শাসনভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল এডওয়ার্ড। 'এখন উনি কোথায়?'

'হেগ-এ। খুব শিগ্‌গিরই প্যারিসে আসছেন।'

এ ব্যাপারে আর বিশেষ কিছু আলাপ হলো না। দিনের বাকি সময়টুকু অসওয়াল্ড ও তার স্ত্রীর সাথে গল্পগুজব করে কাটাল এডওয়ার্ড। রাতে খাওয়ার পর শুতে গেল ও। কিন্তু ঘুম এল না। উঠে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগল ঘরের এমাথা ওমাথা। বিড়বিড় করে বলছে, 'আসবেন তিনি! নিশ্চয়ই আসবেন! তারপর নিশ্চয়ই একটা বাহিনী গঠন করবেন।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এডওয়ার্ড রাজা দেশে ফেরামাত্র ও যোগ দেবে রাজকীয় সেনাবাহিনীতে। প্রয়োজন হলে স্কটল্যান্ড যাবে। ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়ল ও। কল্পনায় দুর্গ গড়তে লাগল– কী করে সাহায্য করবে রাজাকে, প্রতিশোধ নেবে পিতৃহত্যার।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল এডওয়ার্ড। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল– লড়াইয়ের স্বপ্ন। বাহিনীর একেবারে সামনে থেকে শত্রুকে আক্রমণ করছে ও– চারপাশে পড়ে আছে মৃত ও মৃতপ্রায় শত্রু সৈনিকরা। তারপরেই বদলে গেল দৃশ্য। এডওয়ার্ড দেখল, পেশেন্স হিদারস্টোনকে সে উদ্ধার করছে নিজেরই উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের হাত থেকে।

হঠাৎ করেই জেগে গেল সে। দেখল, জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দিনের আলো।

তাড়াতাড়ি উঠে পোশাক পরে নিল এডওয়ার্ড। অসওয়াল্ডের স্ত্রী ওকে নাশ্‌তা দিল। নাশ্‌তা খেয়েই রওনা হয়ে গেল বাড়ির পথে।

বাড়ি ফিরে ও দেখল, পাবলো নিরাপদেই পৌঁছেছে। হামফ্রে জানাল, ও পরদিন লিমিংটনে যাচ্ছে, কারণ ওর কিছু যন্ত্রপাতি কেনা দরকার। তা ছাড়া পাবলোর কাপড়চোপড় সব পুরনো, ছেঁড়া; ওর জন্য কিছু নতুন কাপড়ও কিনতে হবে।

এডওয়ার্ড জানতে চাইল, 'লিমিংটনে যে যাবি, পথ চিনবি তো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হামফ্রে, 'আর্নউডে যখন ছিলাম, গিয়েছি না?'

'আর্নউড থেকে যাওয়া আর এখান থেকে যাওয়া এক কথা হলো? তার চেয়ে পাবলোকে নিয়ে যাস। দু'জন থাকলে পথ ভুল হলেও পরামর্শ করে কিছু একটা করতে পারবি। আর কিছু না হোক পাবলো অসওয়াল্ডের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে তোকে।'

পরদিন ভোরে বিলিকে গাড়িতে জুড়ে রওনা হলো হামফ্রে আর পাবলো। সঙ্গে নিয়েছে প্রয়োজনীয় জিনিসের একটা তালিকা, লম্বায় সেটা নিঃসন্দেহে ঘুড়ির লেজের সমান হবে। আর বিক্রি করবার জন্য নিয়েছে অ্যালিসের দেওয়া বড় একঝুড়ি ডিম ও ডজন তিনেক মুরগি। ক'দিন আগে একটা গরু মেরেছে ওরা, ওটার চামড়া এতদিন বাড়িতে পড়ে ছিল। সেটাও নিয়ে নিয়েছে সাথে, পারলে বিক্রি করে আসবে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এডওয়ার্ড। এখনও মনে মনে কল্পনার সৌধ তৈরি করছে ও। বাবার তলোয়ারটা বের করল। কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর দীর্ঘ সময় নিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল ওটা। আবার উঠিয়ে রাখল যত্ন করে।

দুপুরে খাওয়ার পর বন্দুকটা নিয়ে বনে গেল ও। হাঁটতে হাঁটতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল। চিন্তার বিষয় সেই এক, কী করে রাজাকে সাহায্য করা যাবে, কী করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। চিন্তা করতে করতে হাঁটছে এডওয়ার্ড। কোন দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে আর খেয়াল রইল না কিছুক্ষণ পর। অবশেষে একদল টাট্টু ঘোড়ার হ্রেষারব শুনে সচেতন হলো। মুখ তুলে তাকাল যেদিক থেকে শব্দ এসেছে সেদিকে। দেখল একদল বুনো টাট্টু চরে বেড়াচ্ছে কিছু দূরে একটা ফাঁকা জায়গায়।

চমকে উঠল ও। সাধারণত বনের যে এলাকায় ওরা ঘোরাফেরা করে বা শিকার করে সে এলাকায় কখনও ঘোড়ার পাল নজরে পড়েনি। তার মানে এটা অন্য এলাকা। এ এলাকায় আগে কখনও আসেনি ও। চারদিকে আর একবার ভাল করে তাকাল। কিন্তু বুঝতে পারল না, কোন্ দিকে গেলে বাড়িতে পৌঁছাতে পারবে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হামফ্রে আর পাবলো কি ফিরেছে? যদি না ফিরে থাকে এডিথ, অ্যালিস এখন কী করছে?

'আর দেরি করা যায় না, তাড়াতাড়ি পথ খুঁজে বের করতে হবে,' ভাবল এডওয়ার্ড। 'উত্তরমুখো হয়ে চলতে শুরু করি, তারপর দেখা যাক কী হয়।– কিন্তু উত্তর কোন্ দিকে? সূর্য তো ডুবে গেছে, এখন কী করে বুঝব উত্তর কোন্ দিকে?'

শেষ পর্যন্ত কোন দিশা না পেয়ে দূরে এক সারি পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল এডওয়ার্ড। ভাবল, ওদিকে গেলেই বাড়ি না হোক বাড়ির কাছাকাছি কোথাও পৌঁছে যেতে পারবে। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর আবার ও চলে গেল স্বপ্নের দেশে। তারপর যখন অন্ধকারে ভাল করে পথ দেখাও অসম্ভব হয়ে উঠল তখন আবার সচেতন হলো। চোখ তুলে দেখল পাহাড়-সারির চিহ্নও নেই কোথাও, কালো অন্ধকারে সব লেপে মুছে একাকার।

'আর স্বপ্ন দেখা চলবে না,' মনে মনে বলল এডওয়ার্ড। 'আচ্ছা বোকামি করেছি আজ! শেষ পর্যন্ত পথ হারালাম! ছি! এবার সোজা হাঁটতে শুরু করব, এক সময় না এক সময় নিশ্চয়ই বন থেকে বেরোব। তখন খুঁজে নেব বাড়ির পথ।'

আকাশে তাকিয়ে দেখল তারা ফুটে উঠতে শুরু করেছে একটা দুটো করে। যতক্ষণ না ধ্রুব তারা উঠল ততক্ষণ অপেক্ষা করল এডওয়ার্ড। তারপর ধ্রুব তারার দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে শুরু করল।

অন্ধকার বন পথে যতটা সম্ভব দ্রুত হেঁটে চলল এডওয়ার্ড। আধঘণ্টারও কম সময়ে পেরিয়ে এল এক মাইল। তারপর হঠাৎ সামনে একটা গাছের নীচে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল, যেন চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে কেউ। একবার মনে হলো চোখের ভুল, জোনাকী জ্বলতে দেখেছে।

কিন্তু না, কয়েক সেকেন্ড পর আবার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল এডওয়ার্ড। এবার আর সন্দেহ নেই, চকমকিই ঠুকেছে কেউ! দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ওখানে কারা, কী করছে না জেনে আর এক পা-ও এগোবে না।

## চোদ্দ

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার!

আকাশে চাঁদ নেই। এতক্ষণ তারা দেখা যাচ্ছিল এখন তা-ও নেই। হঠাৎ করেই জোর বাতাস বইতে শুরু করেছে। বাতাস উড়িয়ে এনেছে মেঘ। মেঘে ঢেকে গেছে তারারা।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে এডওয়ার্ড। আবার দেখতে পেল আলো। এবার লোহার সঙ্গে চকমকি ঠুকবার আওয়াজও কানে ভেসে এল। পা টিপে টিপে এগোল ও। বিরাট একটা গাছের পেছনে এসে থামল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল সামনে মানুষ আছে। একাধিক। ওর কাছ থেকে তাদের দূরত্ব ত্রিশ

গজও হবে কিনা সন্দেহ।

আরেকবার স্ফুলিঙ্গ। চকমকি ঠুকবার শব্দ। তারপরই ছোট্ট একটা আলো রশ্মি ছড়াল চারপাশে। এডওয়ার্ড দেখল, হাঁটু গেড়ে বসে হ্যাট দিয়ে আগুনটুকু বাতাসের আড়ালে রাখবার চেষ্টা করছে এক লোক। কয়েক মুহূর্ত পর একটু উজ্জ্বল হলো আলো। কালিপড়া চিমনিওয়ালা একটা লণ্ঠন জ্বলে উঠল। তারপর আবার আচমকা সব অন্ধকার। কালি মাখা চিমনিটা বোধহয় বসিয়ে দেওয়া হলো।

'ওদের সাথে কুকুর নেই,' মনে মনে বলল ও, 'নইলে এতক্ষণ ঘেউ ঘেউ শুরু হয়ে যেত। ভাগ্য ভাল, আমার সাথেও নেই।'

হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোল এডওয়ার্ড ফার্ন ঝোপের ভিতর দিয়ে। হরিণ শিকার করে অভ্যস্ত ও, নিঃশব্দে চলবার কায়দা ভালই জানে। অবশেষে লোকগুলোর দশ গজের ভেতর একটা গাছের আড়ালে পৌঁছুল। এবার বুঝতে পারল লোকের সংখ্যা দুই। নিচুস্বরে আলাপ করছে ওরা, কিন্তু এডওয়ার্ড স্পষ্ট শুনতে পেল কথাগুলো। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠল ওর। কোন সন্দেহ নেই, লোক দুটো ডাকাতির ফন্দি আঁটছে!

'তুমি ঠিক জানো ওর কাছে টাকা আছে?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'ঠিক মানে?' অন্যজন জবাব দিল, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। জানালার কপাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছিলাম। দেখি বড় একটা ক্যাম্বিশের থলে থেকে টাকা বের করছে ব্যাটা।'

'আর কেউ থাকে না ওর সাথে?'

'থাকে। পিচ্চি এক ছোকরা। ওর কাজকর্ম করে দেয়, লিমিংটনে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আসে।'

'তা হলে আর কী চিন্তা। কিন্তু কাজটা আমরা করব কী করে?'

'দরজায় টোকা দিয়ে বলব আমরা পথিক, রাতের মত আশ্রয় চাই। তাতে যদি কাজ না হয়, তুমি দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখবে, আমি পেছন দিয়ে গিয়ে চেষ্টা করব জানালা ভেঙে ঢোকার। একজনের জন্যে আমরা দু'জন, সুতরাং চিন্তার কিছু নেই– ছোকরাকে আমি গোণায় ধরি না। তা হলে, বেন, এবার রওনা হতে পারি আমরা?'

'নিশ্চয়ই। এক থলে সোনার টাকা সোজা কথা!'

রওনা হয়ে গেল লোক দুটো। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল এডওয়ার্ড। অনুসরণ করতে লাগল তাদের। আজ রাতে, ভাবল ও, ওর সাহায্য দরকার হবে কারও।

নিঃশব্দে হাঁটবার কোন প্রয়োজন বোধ করছে না লোক দুটো। রাজ্যের গল্প চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের ভিতর। কিছুদূর যাওয়ার পর সামান্য সময়ের জন্য একবার থামল ওরা। –পিস্তলগুলোয় বোধহয় গুলি ভরে নিচ্ছে, ভাবল এডওয়ার্ড। আবার এগিয়ে চলল ওরা। বিরাট বিরাট ওক গাছের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া সরু

পথ বেয়ে পৌঁছুল একটা ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটার এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে নিচু একটা কুটির। নিচু কণ্ঠে নিজেদের ভিতর কী যেন আলাপ করল ডাকাত দুটো। তারপর এগিয়ে গেল কুটিরটার দিকে। একজন সামনের দরজার দিকে, অন্যজন ঘুরে পেছন দিকে।

'ওরা তাহলে পরিকল্পনা বদলেছে,' মনে মনে বলল এডওয়ার্ড। 'শুরুতেই একজন সামনে একজন পিছনে চলে গেল।' নিজের বন্দুকটা ঝটপট একবার পরীক্ষা করে নিল এডওয়ার্ড নিঃশব্দে। ঠিকই আছে। পা টিপে টিপে এগোল ও। একটু পরেই শুনতে পেল সামনের দরজায় দাঁড়ানো ডাকাতটার কথা। রাতের মত আশ্রয় চাইছে কুটিরে। গৃহস্বামীর জবাব শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না ও. দ্রুত গুঁড়ি মেরে পেছনে চলে এল। কুটিরটার পেছন দিকেও একটা দরজা আছে। দু'পাশে দুটো জানালা। এডওয়ার্ড দেখল, একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য ডাকাতটা। হাতে পিস্তল নিয়ে জানালাটা খুলবার চেষ্টা করছে। দুর্বল জানালা বেশিক্ষণ সইতে পারল না শক্তিশালী লোকটার চাপ। খুলে গেল ঝটাং করে।

নিঃশব্দে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে লোকটার ছ'ফুটের ভিতর চলে গেল এডওয়ার্ড। তারপর বসল বন্দুক বাগিয়ে ধরে।

কুটিরের ভিতর থেকে লোকজনের চলাচলের আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনতে পেল এডওয়ার্ড: 'পেছন দিয়ে ঢুকছে!'

জানালার সামনে দাঁড়ানো ডাকাতটা ঝট করে পিস্তল ধরা হাতটা ঢুকিয়ে দিল খোলা জানালা দিয়ে। গুলি করল। আবার তীক্ষ্ণ, তীব্র এক চিৎকার ভেসে এল কুটিরের ভিতর থেকে। আর দেরি করা সঙ্গত মনে করল না এডওয়ার্ড। ডাকাতটার দিকে লক্ষ্য স্থির করে টেনে দিল ঘোড়া। গুলির শব্দ হওয়ার আগেই লোকটা বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল। তারপরই ধাক্কা খেলো গুলির। রক্ত হিম করা এক আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের সামনে থেকে ভেসে এল ধুপধাপ আওয়াজ, এবং গুলির শব্দ। তারপর আবার সব চুপচাপ। কেবল কুটিরের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে কারও কাতর গোঙানি।

বন্দুকটায় দ্রুতহাতে নতুন করে গুলি ভরে নিল এডওয়ার্ড। কুটিরের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল সামনের দরজার কাছে। খোলা দরজার চৌকাঠের উপর পড়ে আছে এক লোক। বুকে গুলি খেয়েছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। নিস্পন্দ দেহটার পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল ও। দেখল আরেকটা দেহ শুয়ে আছে মেঝেতে, বাচ্চা একটা ছেলে কাঁদছে তার বুকের উপর পড়ে। এডওয়ার্ডের পায়ের শব্দ পেয়েই চমকে মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা।

'ভয় পেয়ো না,' বলল এডওয়ার্ড, 'আমি বন্ধু, তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি।'

ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বাতি জ্বলছিল। এডওয়ার্ড এগিয়ে গিয়ে সেটা নিয়ে

এসে মেঝেয় পড়ে থাকা দেহটার পাশে বসল হাঁটু গেড়ে। বেঁচে আছে লোকটা। ভারি নিশ্বাস প্রশ্বাস বইছে, যেন-গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে।

'একটু পানি নিয়ে এসো তো,' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল এডওয়ার্ড, 'এই ফাঁকে আমি দেখি কোথায় আঘাত পেয়েছে।'

ছুটে চলে গেল ছেলেটা। এডওয়ার্ড মন দিল লোকটার দিকে। ছিমছাম চেহারা, গালে সযত্নে ছাঁটা দাড়ি। গুলি লেগেছে তার গলায়, কণ্ঠার হাড়ের ঠিক উপরে। এডওয়ার্ডের স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল সে। কিছু বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু স্বর বেরল না গলা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত চোখ দিয়ে আর ইশারায় বুঝিয়ে দিল তার বক্তব্য। অতিকষ্টে একটা হাত উঁচু করে তর্জনী ঠেকাল বুকের উপর, তারপর মাথা নাড়ল; যেন বোঝাতে চাইল, সে শেষ হয়ে গেছে, আর কোন আশা নেই। ছেলেটা পানি নিয়ে এসে পাশে বসতেই তার দিকে ইশারা করল লোকটা, তারপর এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল, যার অর্থ তক্ষুণি বুঝতে পারল এডওয়ার্ড– ছেলেটাকে রক্ষা করতে বলছে সে।

'চিন্তা কোরো না,' বলল এডওয়ার্ড, 'আমি ওর ভার নিলাম। আমার বাড়িতে নিয়ে যাব ওকে।'

আবার প্রাণপণ চেষ্টায় হাত তুলল লোকটা, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখদুটো। ছেলেটার হাত ধরে সঁপে দিল এডওয়ার্ডের হাতে। এক মুহূর্ত পর মৃদু একটা কাশির মত শব্দ বেরল তার গলা দিয়ে, লম্বা করে একটা শ্বাস টানবার চেষ্টা করল, তারপর স্থির হয়ে গেল তার দেহ। মারা গেছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছেলেটা।

'এবার?' মনে মনে প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড। 'কী করব আমি? প্রথমেই দেখা দরকার গুণ্ডাদুটোর হাল।'

লণ্ঠন তুলে নিয়ে দরজার কাছে পড়ে থাকা লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল ও। ঝুঁকে পরীক্ষা করল। মারা গেছে।

'এবার পেছনটা দেখতে হবে।' লণ্ঠন নামিয়ে রেখে বন্দুক তুলে নিল এডওয়ার্ড। রওনা হলো কুটিরের পেছন দিকে। কিছুদূর যেতেই অন্ধকার থেকে ভেসে এল কাতর একটা কণ্ঠস্বর, 'বেন, বেন, ঈশ্বরের দোহাই, একটু পানি দাও। বড় পিপাসা! একটু পানি দাও আমাকে!'

কিছু না বলে কুটিরে ফিরে গেল এডওয়ার্ড। ছেলেটা যে পানির পাত্র এনে রেখেছিল সেটা তুলে নিয়ে আবার এল আহত লোকটার কাছে।

অন্ধকার একটু ফিকে হয়েছে। ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ ধীরে ধীরে উঠে আসছে মাথার উপর। এডওয়ার্ড দেখল, চিৎ হয়ে পড়ে আছে ডাকাতটা। এখনও কাতর কণ্ঠে বিড় বিড় করছে, 'বেন, বেন, একটু পানি...।'

পানির পাত্রটা কাত করে ধরল এডওয়ার্ড লোকটার ঠোঁটের কাছে। চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নিল সে। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, 'আহ্... আমি...আমি শেষ হয়ে

যাচ্ছি... ভেতরে ...আগুন...,' আবার পানি খাওয়ার চেষ্টা করল সে। পারল না। মাথা হেলে পড়ল পেছন দিকে। স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুটিরে ফিরে এল এডওয়ার্ড। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেলেটাকে নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। কিন্তু তার আগে মৃতদেহগুলোর কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দরজার কাছে পড়ে থাকা ডাকাত অর্থাৎ বেন-এর দেহটা ও টানা হ্যাঁচড়া করে সরিয়ে ফেলল এক পাশে। তারপর কুটিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল। ছেলেটার দিকে মন দিতে যাবে এমন সময় খেয়াল হলো পেছনের জানালাটা খোলা রয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটা বন্ধ করে দিয়ে এল এডওয়ার্ড।

প্রায় অচেতনের মত মৃতদেহের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ছেলেটা। ভিতরের ঘরের দরজা খুলে একটা বিছানা দেখতে পেল এডওয়ার্ড। আলতো করে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানাটায় শুইয়ে দিল ও। পানি নিয়ে এসে ছিটিয়ে দিল ছেলেটার চোখে-মুখে। একটু পরে নড়ে উঠল সে। মুখটা সামান্য হাঁ হলো। অল্প অল্প করে বেশ খানিকটা পানি খাইয়ে দিল ওকে এডওয়ার্ড। একটু সুস্থ বোধ করতেই হঠাৎ যেন সব কথা মনে পড়ে গেল ছেলেটার। ফুঁপিয়ে উঠে কান্না শুরু করল আবার। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হতে লাগল এডওয়ার্ডের। কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। ছেলেটাকে সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু কী বলবে? যা বলবার তা তো ও আগেই বলে ফেলেছে– সাথে করে নিয়ে যাবে নিজেদের বাড়িতে। আর কী বলবার আছে? তারপরই বাড়ির কথা মনে পড়ল এডওয়ার্ডের। নিশ্চয়ই লিমিংটন থেকে ফিরে এসেছে হামফ্রে। এখনও ও বাসায় ফেরেনি দেখে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছে সবাই।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেটা। এডওয়ার্ড বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সারাদিন কিছু খায়নি, খিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সামান্য খুঁজতেই পেয়ে গেল ঠাণ্ডা মাংস, রুটি এবং বড় বোতল ভর্তি মদ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকটা মাংস আর রুটি খেয়ে নিল ও। তারপর গেলাসে মদ ঢেলে নিয়ে বসল রান্নাঘরের টেবিলটার সামনে। মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে গেল ও টেরই পেল না।

ছেলেটার চিৎকারে ঘুম ভাঙলো এডওয়ার্ডের।

'বাবা! বাবা!'

চমকে উঠে দাঁড়াল ও। সকাল হয়ে গেছে কখন। ছেলেটার বিছানার পাশে গিয়ে দেখল, ঘুমের ঘোরে চিৎকার করছে সে। ওকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়ে কুটিরের বাইরে এল এডওয়ার্ড। ঘুরে ফিরে দেখল চারপাশ। ছোট্ট একটু ফাঁকা জায়গার উপর কুটিরটা। চারদিকে ঝোপঝাড় এত ঘন যে বাইরে থেকে সহজে বুঝবার উপায় নেই, ভিতরে কী আছে না আছে। এক

জায়গায় ঝোপ একটু পাতলা। সেখান দিয়েই ঢুকতে বা বেরোতে হয়।

হঠাৎ দূর থেকে একটা কুকুরের ডাক ভেসে এল। ডাকটা পরিচিত মনে হলো এডওয়ার্ডের। ক্রমশ এগিয়ে আসছে। দ্রুত পায়ে এগোল ও যেখানে ঝোপঝাড় পাতলা সেই জায়গা দিয়ে। আরও কাছে এসে গেছে কুকুরের ডাক। কয়েক সেকেন্ড পরেই এডওয়ার্ড দেখতে পেল, কিছু দূরের কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে স্মোকার। পেছনে হামফ্রে আর পাবলো। খুশিতে চিৎকার করে উঠল এডওয়ার্ড। লাফ দিয়ে ওর গায়ের উপর উঠে পড়তে চাইল স্মোকার। এডওয়ার্ড ওকে ধরে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পর হামফ্রে এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'উহ, কী একটা রাত আমরা কাটিয়েছি,' চিৎকার করল হামফ্রে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে পেয়েছি। ব্যাপার কী? কী হয়েছিল?'

'বলছি, বলছি, তোমরা এলে কী করে আগে তাই বলো।'

'দেখতেই পাচ্ছ স্মোকার নিয়ে এসেছে। বুদ্ধিটা পাবলোর। তোমার একটা জ্যাকেট ওকে শোঁকালাম, তারপর বনে নিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, মাটি শুঁকে শুঁকে ও এগোচ্ছে। অবশেষে এখানে পৌঁছেছি।'

'আমাদের কুটির থেকে কত দূরে এ জায়গা?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'প্রায় আট মাইল। এবার বলো, কী হয়েছিল।'

'হ্যাঁ বলছি...।'

সংক্ষেপে সব বলল এডওয়ার্ড।

শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল হামফ্রের। 'তিন তিনটে মৃতদেহ আছে এই কুটিরের ভেতরে বাইরে!'

'হ্যাঁ,' বলল এডওয়ার্ড। 'এখন শোনো তোমরা কী করবে। হামফ্রে, এখান থেকে সোজা যাবে অসওয়াল্ডের কাছে। ওকে সব খুলে বলবে। ব্যাপারটা নিয়ে যেন বন-প্রধানের সাথে আলাপ করে তা-ও বলবে। আর, পাবলো, তুমি সোজা যাবে বাসায়। এডিথ আর অ্যালিসকে বলবে যেন দুশ্চিন্তা না করে, আমি ভাল আছি।'

'এই ছেলেটার কী হবে?' জিজ্ঞেস করল হামফ্রে।

'আমাদের কুটিরে নিয়ে যেতে হবে। এখনও বোধহয় ঘুমাচ্ছে। পাবলো, তুমি এক কাজ কোরো, এডিথ, অ্যালিসকে সব জানিয়ে তাড়াতাড়ি টাট্টু আর গাড়িটা নিয়ে এসো। এই কুটিরের সব জিনিসপত্রও নিয়ে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল পাবলো।

'আমি যাব আর আসব,' বলে রওনা হয়ে গেল সে। হামফ্রেও চলে গেল। এডওয়ার্ড কুটিরে ঢুকল ছেলেটাকে জাগানোর জন্য।

এখনও তেমনি ঘুমাচ্ছে সে। এডওয়ার্ড গিয়ে দাঁড়াল বিছানার পাশে। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'এই ছেলে, ওঠো। অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

'আঁ– কী– কে?' বলতে বলতে চোখ মেলল ছেলেটা। এডওয়ার্ডকে দেখেই বিস্ময়ের ছাপ পড়ল তার মুখে। উঠে বসল। তারপরই সব মনে পড়ে গেল। বলল, 'আমি এখন কী করব? বাবা নেই–।'

'ভেবো না,' বলল এডওয়ার্ড। 'আমি তোমার বাবাকে কথা দিয়েছি, তোমাকে রক্ষা করব, তোমার যত্ন নেব। চিন্তার কোন কারণ নেই। তোমার যে সব জিনিস নেয়ার আছে গুছিয়ে ফেল, একটু পরেই আমরা রওনা হব আমাদের বাড়ির পথে।'

'তোমাদের বাড়ি!'

'হ্যাঁ, এই বনেই। ওখানে আমার ভাই আছে, বোনেরা আছে। ওদের সঙ্গে থাকবে তুমি, কোন অসুবিধা হবে না।'

'তোমার বোন আছে তা হলে?'

'হ্যাঁ। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো, তোমরা কতদিন ধরে আছ এখানে?'

'এক বছরের কিছু বেশি।'

'এটা কার কুটির?'

'আমার বাবার। লুকিয়ে থাকার জন্যে জায়গাটা খুব ভাল তাই এটা কিনেছিলেন উনি।'

'লুকিয়ে থাকার জন্যে...! কেন, উনি লুকিয়ে থাকতে চাইতেন?'

'কারাগার থেকে পালিয়েছিলেন বাবা। পার্লামেন্ট ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।'

'আচ্ছা! তারমানে উনি রয়্যালিস্ট ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আর সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র অপরাধ।'

'ভয় পেয়ো না, আমরাও রয়্যালিস্ট। আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো। এখন বলো, বাবা মারা যাওয়ার পর এই কুটির আর এর সব জিনিসপত্রের মালিক তো তুমিই, না কি?'

ছেলেটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আবার। জড়িত কণ্ঠে বলল, 'বোধহয়। আমি ঠিক জানি না।'

'জানাজানির কিছু নেই, বাবার সম্পত্তি ছেলেই পায়। যাক, শোনো, এখানে কাল রাতে যা ঘটেছে, আমার ধারণা সব বন-প্রধানকে জানানো দরকার। আমার ছোটভাইকে পাঠিয়েছি সেজন্যে। বন-প্রধান লোকটা পার্লামেন্টারিয়ান। আমি চিনি, মানুষ হিসেবে খুব খারাপ নয়। তবু এখানে এসে কর্তব্যের খাতিরে সে হয়তো ভাববে, এখানকার সব জিনিসপত্র পার্লামেন্টের হয়ে আটক করা উচিত। এই ডাকাতিটা আমি ঠেকাতে চাই।'

'কী করে?' প্রশ্ন করল ছেলেটা।

'তোমার সব দরকারি আর দামী জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে হবে ওরা আসার আগেই।'

'আমাদের কুটিরটা ছোট, কিন্তু মালপত্র কম নেই। কী করে সরাবে এত?'

'আমাদের একটা গাড়ি আছে, ওটা আনতে পাঠিয়ে দিয়েছি। শিগ্‌গিরই এসে যাবে। লোক লস্কর নিয়ে বন-প্রধানের আসতে আসতে কাল হয়ে যাবে। তার আগেই আমরা সব নিয়ে ভেগে পড়তে পারব।'

একটু ভাবল ছেলেটা। তারপর বলল, 'তুমি খুব ভাল। যা বলবে আমি তাই করব। এমন অবস্থায় কী করতে হয় আমি তো কিছুই জানি না, তার ওপর কেমন দুর্বল লাগছে আমার...।'

'দেখ, এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় যেটা দরকার তা হলো, মনকে শক্ত করা। মন শক্ত করো। ভেবে দেখ, আজ হোক কাল হোক তোমার বাবা তো মারা যেতেনই। এখন না হয় আমরা আছি, তখন একা একা কী করতে?'

চুপ করে রইল ছেলেটা। এডওয়ার্ড আবার বলল, 'ওঠো জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও। এ ঘরে যা-যা আছে সব নেবে। আচ্ছা, সত্যিই কি তোমার বাবার কাছে টাকা ছিল? ডাকাতদের কথা আমি শুনেছি, ওরা নাকি গুনতে দেখেছে?'

'ওই টাকাই যত নষ্টের মূল!' চিৎকার করল ছেলেটা। 'হ্যাঁ আছে! অনেক টাকা! কত আমি ঠিক জানি না।'

'বেশ, না জানলে কোন ক্ষতি নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড। এখন ওঠো, সব গুছিয়ে নাও।'

# পনেরো

আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল ছেলেটা।

এডওয়ার্ড বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে এল। সাবধানে মৃতদেহটা এক কোনায় টেনে নিয়ে গিয়ে মুড়লো চাদর দিয়ে। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে ও একে একে খুলতে শুরু করল কাবার্ডগুলো। একটার ভিতর অনেকগুলো বই, আরেকটায় নানা ধরনের লিনেনের কাপড়, অন্য একটায় দেখল অস্ত্রশস্ত্র— পিস্তল, বন্দুক, দুটো অদ্ভুত দর্শন বর্ম, গুলি, বারুদ ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা কাবার্ডের একেবারে নীচের তাকে একটা লোহার সিন্দুক, দু'ফুট হবে পাশে, উচ্চতায় আঠারো ইঞ্চি। সিন্দুকটা তালা মারা। কাবার্ডের ভেতর খুঁজে কোন চাবি পেল না। মৃতদেহটার কাছে ফিরে এল ও। এক গোছা চাবি দেখল তার কোমরে। চাবির গোছাটা নিয়ে সিন্দুকের কাছে এল আবার এডওয়ার্ড। বেছে বেছে তালাটার ভিতর ঢোকে এমন একটা চাবি বের করে ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা। ডালা না খুলে সিন্দুকটা ও টেনে নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে। তারপর পাশের ছোট আরেকটা কামরায় গেল। বেশ কয়েকটা তালা মারা ট্রাঙ্ক এবং বাক্স দেখল। সেগুলো ছাড়াও অনেক মূল্যবান জিনিপসপত্রও রয়েছে সে ঘরে। যেমন:

রুপোর মোমদানী, পানপাত্র– তা-ও রুপোর, একটা ঘড়ি। সব জিনিস– বিশেষ করে যেগুলো মনে হলো মূল্যবান, ও নিয়ে জড়ো করল এক জায়গায়। বাইরের ঘরের এক কোণে দুটো বড় ঝুড়ি দেখল, সেগুলোর ভিতর রাখল ছোট ছোট জিনিসগুলো। কিছু বিছানা-বালিশও যোগাড় করল, কারণ ওদের বাড়িতে অতিরিক্ত বিছানা নেই। ছেলেটাকে শুতে দিতে হলে বিছানা নিয়ে যেতে হবে।

ইতোমধ্যে দুপুর পেরিয়ে গেছে। ছেলেটাকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল এডওয়ার্ড। প্রায় জোর করে কয়েক টুকরো রুটি আর এক গেলাস মদ খাওয়াল তাকে। নিজেও খেলো। খাওয়া শেষ হতে না হতেই হাজির হলো পাবলো।

ঘরের মাঝখানে জড়ো করা জিনিসগুলো দেখাল এডওয়ার্ড ছেলেটাকে। বলল, 'দেখ, সব আনা হয়েছে তো, নাকি দামী কিছু রয়ে গেল কোথাও?'

'না আর কিছু নেই।'

'তা হলে একটা একটা করে সব উঠানে নিয়ে এসো, আমি আর পাবলো ততক্ষণ কয়েকটা কাজ সেরে নেই। এসো, পাবলো।'

বেরিয়ে এল ওরা ঘর থেকে। দরজার কাছে পড়ে থাকা ডাকাতের মৃতদেহটা টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। কিছু শুকনো ফার্ন ছড়িয়ে দিল সেটার উপর। তারপর ওরা গাড়িটাকে পেছনে চালিয়ে নিয়ে এল কুটিরের দরজার কাছে। এর মধ্যে বেশ কিছু জিনিস ঘর থেকে বের করে এনেছে ছেলেটা। এডওয়ার্ড আর পাবলোও হাত লাগাল এবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব বোঝাই দেওয়া হয়ে গেল গাড়িতে।

'এবার তা হলে রওনা হয়ে যাই আমরা,' বলল এডওয়ার্ড, 'না হলে বাড়ি পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, চলো,' সজল চোখে বলল ছেলেটা। ঝোপঝাড়ের প্রাচীর পেরিয়ে যখন বাইরে এল তখন ওর গাল বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। শেষবারের মত একবার পিছন ফিরে তাকাল ও। তারপর চোখ মুছে বলল, 'চলো।'

সংকীর্ণ, উঁচু নিচু বন পথে গাড়ি টানতে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হলো বিলিকে। কিছুক্ষণ পরপরই গর্তে পড়ে আটকে যেতে লাগল চাকা নয়তো কোন গাছের ডালে বেধে থেমে যেতে লাগল গাড়ি। তখন এডওয়ার্ড আর পাবলোকে ঠেলাঠেলি করে বিলির পরিশ্রম কমাতে হলো। অবশেষে প্রায় দু'ঘণ্টা পর কুটিরের দৃষ্টিসীমায় এল ওরা। এডিথ ছুটে বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল এডওয়ার্ডকে।

'ওহ্, এডওয়ার্ড,' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'কী ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলে আমাদের! কোথায় গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম বলেই না তোমার জন্যে এমন সুন্দর ছোট্ট একটা খেলার সাথী

নিয়ে আসতে পেরেছি।'

এডওয়ার্ডকে ছেড়ে ছেলেটাকে দেখল এডিথ। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর দু'চোখ। 'সত্যিই তো, কী সুন্দর ছেলে! চলো, চলো, আমাদের ঘরে চলো।'

এই সময় অ্যালিস এল ছুটতে ছুটতে। এডিথের মত ও-ও প্রথমে জড়িয়ে ধরল এডওয়ার্ডকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিল সে ওদের দুশ্চিন্তায় রেখে। বলল এডওয়ার্ড। তখন ছেলেটার দিকে মন দেয়ার অবসর হলো অ্যালিসের। জিজ্ঞেস করল, 'নাম কী তোমার? বয়েস কত?'

ভয়ানক লজ্জা পেলে যেমন হয় তেমন লাল হয়ে গেল ছেলেটার গাল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'নাম– নাম পরে বলব। আমার বয়েস তেরো হবে সামনের জানুয়ারীতে।'

কুটিরে পৌঁছুল ওরা। অ্যালিস আর এডিথ ছেলেটাকে ভিতরে নিয়ে গেল। পাবলো আর এডওয়ার্ড ওর জিনিসপত্র নামাতে লাগল গাড়ি থেকে।

কয়েক মিনিট পরেই এডিথ দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। খিল খিল হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে যেন। অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করে সে বলল, 'এডওয়ার্ড, তোমার ছেলেটা যে মেয়ে তা জানো?'

হাতের কাজ থামিয়ে অবাক চোখে তাকাল এডওয়ার্ড এডিথের দিকে।

'মেয়ে!' বোকা বোকা মুখ করে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, ও আমাদের বলেছে।'

'তা হলে ছেলেদের কাপড় পরে আছে কেন?'

'ওর বাবার ইচ্ছা। মাঝে মাঝেই ওকে লিমিংটন পাঠাত, মেয়ে হয়ে গেলে পাছে কোন বিপদে পড়ে তাই ছেলে সাজিয়ে পাঠাত।'

'হুঁ, তা হলে আর কী, রাতে তোমাদের ঘরে ওর বিছানা করে দিয়ো।'

অবশেষে সব কিছু নামানো হলো গাড়ি থেকে। বিলিকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে খাবার দিল পাবলো। এরপর ওরাও হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসল। খাওয়ার টেবিলে ফুটফুটে মেয়েটাকে দেখে আরেকবার বোকা বোকা চেহারা হলো এডওয়ার্ডের। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ও বলল, 'তা হলে আরেকটা বোন হলো আমাদের, না কী? এবার তোমার নামটা বলবে?'

'হ্যাঁ,' সলজ্জ কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা। 'আমার নাম ক্লারা। ক্লারা র‍্যাটক্লিফ।'

'তুমি যে মেয়ে তা আগে বলোনি কেন?'

'আমার লজ্জা করছিল। তা ছাড়া বাবার কথা মনে করে…,' আর বলতে পারল না ক্লারা, কান্নায় বুজে এল ওর গলা।

অ্যালিস আর এডিথ অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করল ওকে। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে নিয়ে গেল নিজেদের ঘরে। এডওয়ার্ড আর পাবলোও শুতে চলে গেল।

পরদিন খুব ভোরে উঠে পড়ল ওরা। বিলকে গাড়িতে জুড়ে রওনা হলো ক্লারার কুটিরের উদ্দেশে। যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি আছে সব। আরও কিছু বিছানাপত্র আর কয়েকটা সাধারণ আসবাবপত্র গাড়িতে তুলে পাবলোকে পাঠিয়ে দিল এডওয়ার্ড। আর ও, অপেক্ষা করতে লাগল হামফ্রের জন্য।

প্রায় দশটার দিকে এডওয়ার্ড দেখল বেশ ক'জন লোক আসছে কুটিরের দিকে। হামফ্রে রয়েছে ওদের ভেতর। অসওয়াল্ডও আছে। ঘোড়ার পিঠে লোকটাকেও চিনতে পারল– বন-প্রধান। বাকি লোকগুলো অচেনা।

কুটিরের সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলেন বন-প্রধান। অন্য লোকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বিভিন্ন কোনায়। গম্ভীর মুখে এডওয়ার্ডের সামনাসামনি হলেন মিস্টার হিদারস্টোন। কারণটা বুঝতে পারল না এডওয়ার্ড। তবে অনুমান করল, বারবার বলা সত্ত্বেও ও দেখা করতে যায়নি বলেই সম্ভবত এমন শীতল আচরণ করছেন তিনি।

'কী হয়েছে এখানে?' জিজ্ঞেস করলেন বন-প্রধান।

শুকনো ফার্ন দিয়ে ঢাকা ডাকাতটার দিকে ইশারা করল এডওয়ার্ড। অসওয়াল্ড এবং আরও কয়েকজন বনরক্ষী গিয়ে ফার্ন পাতা সরিয়ে দিল মৃতদেহটার মুখ থেকে।

'কার হাতে মারা পড়েছে ও?' জিজ্ঞেস করলেন বন-প্রধান।

'এই কুটিরে যে থাকত তার।'

এরপর এডওয়ার্ড কুটিরের পেছন দিকে নিয়ে গেল বন-প্রধানকে। সেখানকার মৃতদেহটা দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটা মরেছে আমার গুলিতে। আরও একটা লাশ দেখতে হবে আমাদের, চলুন ঘরের ভেতর।'

ক্লারার বাবার মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিল এডওয়ার্ড। এক পলক দেখেই বিস্মিত একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরল মিস্টার হিদারস্টোনের মুখ দিয়ে।

'ঢেকে দাও,' বলে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি। কেরানীকে তৈরি হতে বললেন। তারপর আবার ফিরলেন এডওয়ার্ডের দিকে। 'এবার বলো, মিস্টার এডওয়ার্ড আর্মিটেজ, কী করে কী ঘটল। একটা কথা মনে রাখবে, আমরা তোমার জবানবন্দী নিচ্ছি, যা যা ঘটেছিল ঠিক তা-ই বলবে, এক বিন্দু বেশি বা কম নয়। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে শুরু করল এডওয়ার্ড। বনের ভিতর পথ হারানো থেকে শুরু করে ডাকাত দু'জন ও ক্লারার বাবার নিহত হওয়া পর্যন্ত সব বলে গেল ও। কেরানী লিখে নিল। তারপর জানতে চাইল, এডওয়ার্ড লিখতে পড়তে জানে কিনা।

'মনে হয় জান,' জবাব দিল এডওয়ার্ড।

'তাহলে দেখুন সব ঠিক ঠিক লিখলাম কিনা, তারপর নিচে সই করে দিন।'

দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল এডওয়ার্ড কাগজটায়। আপত্তি করবার মত কিছু না

পেয়ে সই করে দিল।

'এ বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র সরানো হয়েছে মনে হচ্ছে,' বললেন বন-প্রধান: 'এই যেমন বিছানাপত্র। তুমি কিছু নিয়ে গেছ নাকি? কোন কাগজপত্র?'

'তালা মারা কিছু বাক্স ছিল। ওগুলো এখন ছেলেটার সম্পত্তি ভেবে ওর সাথে ওগুলোও নিয়ে গেছি। আর আমাদের বাড়িতে অতিরিক্ত বিছানা নেই বলে তোষক বালিশও নিতে হয়েছে দু'একটা।'

'ছেলেটাকে তুমি নিয়ে গেলে কেন?'

'ওর বাবা মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তার ছেলের দেখাশোনা করি। আমি কথা দিয়েছিলাম, করব। কথা রাখার জন্যেই ওকে নিয়ে গেছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বন-প্রধান। অবশেষে মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু জিনিসগুলো সরিয়ে তুমি ভাল করোনি, এডওয়ার্ড আর্মিটেজ। এই কুটিরের মালিক এখন মরে পড়ে আছে বটে; কিন্তু বেঁচে থাকতে সে খুবই নামকরা লোক ছিল।'

'আপনি তা জানলেন কী করে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড। 'চিনতে পেরেছেন লাশ দেখে?'

'কেন? কে বলল আমি চিনতে পেরেছি?'

'কেউ বলেনি। তবে আমার মনে হলো, যদি চিনতে না-ই পারবেন তা হলে কী করে বুঝলেন নামকরা লোক ছিল?'

'হুঁ, ঘটে অনেক বুদ্ধি আছে দেখছি,' শান্ত গলায় বললেন বন-প্রধান, 'তা হলে শোনো– সত্যিই আমি লোকটাকে চিনি। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, কিন্তু দণ্ড কার্যকর করার ঠিক আগের দিন ও পালায় কারাগার থেকে। সে সময় ওকে খুঁজে বের করবার অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। ওর কাগজপত্রগুলো পাওয়া গেলে পার্লামেন্ট হয়তো ওর মত আরও পলাতকদের সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে পারবে।'

'এবং আরও কয়েকটা খুন করার সুযোগ পাবে,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল এডওয়ার্ড।

'চুপ করো, ছোকরা! কার সম্পর্কে কী বলছ হুঁশ আছে? দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি সহ্য করব না, মনে রেখো।' অধস্তন কর্মচারীদের দিকে তাকালেন মিস্টার হিদারস্টোন। 'তদন্ত শেষ। এডওয়ার্ড আর্মিটেজ ছাড়া আর সবাই চলে যাও। ওর সাথে আমি একা কিছু আলাপ করব।'

'এক মিনিটের জন্যে আমাকে মাফ করতে হবে, স্যার,' বলল এডওয়ার্ড, এক্ষুণি আসছি।'

অন্যদের সঙ্গে ও-ও বেরিয়ে এল বাইরে। হামফ্রেকে এক পাশে ডেকে নিচু কণ্ঠে বলল, 'এই চাবিগুলো নিয়ে চুপচাপ কেটে পড়ো। সোজা বাসায় যাবে। এখান থেকে যে বাক্সগুলো নিয়ে গেছি সেগুলো খুলে যত কাগজপত্র পাও সব

আমাদের বাগানে বা যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না এমন কোন জায়গায় পুঁতে ফেলবে। লোহার সিন্দুক আছে একটা, সেটাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল হামফ্রে। এডওয়ার্ড আবার গিয়ে ঢুকল কুটিরে। বন-প্রধান একা বসে আছেন সেখানে।

'এডওয়ার্ড আর্মিটেজ,' শুরু করলেন তিনি, 'আগেই বলেছি ওই মৃত লোকটাকে আমি চিনি। এখন বলছি ও যে এখানে থাকত তা আমি জানতাম। কে ও জানো?'

'ছেলেটার কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় ওর বাবার নাম র্যাটক্লিফ।'

'হ্যাঁ, র্যাটক্লিফ। মেজর র্যাটক্লিফ। এই সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ও আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার হিদারস্টোন। 'আরেকটা কথা তোমাকে বলি, আমি মনে প্রাণে— আমার যতটুকু সাধ্য— চেষ্টা করেছিলাম রাজার হত্যাকাণ্ডটা যেন না ঘটে। এত বেশি পীড়াপীড়ি করেছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত ক্রমওয়েল নিজে রেগে উঠেছিল আমার উপর।

'মাফ করবেন, স্যার, যত দিন যাচ্ছে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা ততই বদলে যাচ্ছে।'

শুকনো একটু হাসি হাসলেন বন-প্রধান।

'একটা ব্যাপার আমি বুঝছি না,' তিনি বললেন; 'বলছ মেজর র্যাটক্লিফের ছেলেকে তুমি নিয়ে গেছ; কিন্তু আমি জানি ওর কোন ছেলে ছিল না— ছিল মেয়ে।'

'আপনি ঠিকই জানেন, স্যার। বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর আমার বোনদের কাছে ও বলেছে, ও আসলে মেয়ে। পোশাক দেখে আমি ছেলে মনে করেছিলাম।'

'আমার বাড়িতে নিয়ে যাব ওকে,' শান্তভাবে বললেন হিদারস্টোন। নিজের মেয়ের মত করে মানুষ করব। র্যাটক্লিফের মৃত্যুর পর কেউ যদি ওর দায়িত্ব নিতে চায় তা হলে আমার অধিকার সবচেয়ে আগে।'

হাসল এডওয়ার্ড। 'ও যদি যেতে চায় আমি বাধা দেব না। কিন্তু যদি না চায় তা হলে কিন্তু আপনি জোর করতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে। আরেকটা কথা, তুমি বলছ, র্যাটক্লিফ কোন কাগজপত্র রেখে গেছে কিনা জানো না। সত্যি?'

'আমার চোখে পড়েনি। তবে বাক্সগুলোর ভেতর থাকতে পারে। আমার ভাইকে স্যার, পাঠিয়ে দিয়েছি দেখতে, ওগুলোর ভেতর কোন কাগজপত্র পায় কিনা।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালেন বন-প্রধান। 'তার মানে এখন যদি তোমাদের বাড়িতে যাই, আমরা কিছুই পাব না, তাই তো?'

'অনেকটা।'

'কিন্তু আমার কর্তব্য আমাকে করতে হবে। এক্ষুণি এই সব লোক-লস্কর নিয়ে তোমাদের বাড়িতে যাব আমি। একটা কথা খেয়াল রেখো, অন্যদের সামনে

হয়তো কঠোর ভাষায় কথা বলব তোমার সাথে, কিছু মনে কোরো না। ওই অভিনয়টুকু আমাকে করতে হবে, না হলে আমি বিপদে পড়ব। বুঝেছ?'

মাথা ঝাকাল এডওয়ার্ড।

ওকে নিয়ে বাইরে এলেন বন-প্রধান। নিজের লোকদের ডেকে বললেন, 'এই ছোকরা আর্মিটেজ কয়েকটা বাক্স নিয়ে গেছে এখান থেকে। ওগুলোর ভেতর কী আছে জানা দরকার– দরকারি কাগজপত্র থাকতে পারে– তাই ওর কুটিরে যাব আমি। তোমরাও চলো। বাড়িতে ওর ভাই বোনেরা আছে। হাঙ্গামা বাধাতে পারে।'

'আমরা থাকতে হাঙ্গামা! অত সহজ না,' বলল একজন।

'ঠিক আছে, যদি ওরা কোন বাধা না দেয় তোমরা কিছু বলবে না।' একজনকে কাছে ডেকে বন-প্রধান নিচু কণ্ঠে বললেন, 'ছোকরা পথে পালানোর চেষ্টা করতে পারে, ওর দিকে চোখ রেখো।'

এক গাল হাসল লোকটা। 'কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার।'

এডওয়ার্ড পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পুরো দলটাকে। যখন কুটিরে পৌঁছুল তখন বিকেল হয়ে গেছে।

# ষোলো

বন-প্রধান ও তাঁর লোকদের দেখামাত্র হামফ্রে বেরিয়ে এল। এডওয়ার্ড-এর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, সব ঠিক আছে।

ঘোড়া থেকে নামলেন বন-প্রধান। কেরানী ছাড়া বাদবাকি সবাইকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে এডওয়ার্ড আর হামফ্রেকে নিয়ে কুটিরে প্রবেশ করলেন তিনি। এডিথ, অ্যালিস আর পাবলো ছিল বাইরের ঘরেই। আগন্তুকদের দেখে সামান্য ভয়ের ছায়া পড়ল মেয়ে দুটোর চোখে। পাবলো উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'এই হচ্ছে আমার দুই বোন, এডিথ আর অ্যালিস,' বলল এডওয়ার্ড। 'আর এর নাম পাবলো, আমাদের সাথে থাকে। ক্লারা কোথায়, অ্যালিস?'

'ভয় পেয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।'

'আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' নরম করে বললেন বন-প্রধান। 'তোমরা চোর না ডাকাত যে ভয় পাবে?' এডওয়ার্ডের দিকে ফিরলেন তিনি। 'বাক্সগুলো কোথায়? নিয়ে এসো।'

হামফ্রে আর পাবলো ধরাধরি করে নিয়ে এল বাক্সগুলো। খুলল। বন-প্রধান ও তাঁর কেরানী তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালালেন সেগুলোয়। কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। এক টুকরো কাগজও না।

'নাহ্, আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু নেই,' কেরানীকে বললেন মিস্টার হিদারস্টোন। 'তবু বাড়িতে কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে। তুমি যাও, দু'জন লোককে পাঠিয়ে দাও। এই ফাঁকে আমি বাচ্চাটার সাথে একটু আলাপ করি। তোমরা কেউ ডাকবে ওকে?'

'আমি যাচ্ছি,' বলল অ্যালিস।

'বোলো, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল অ্যালিস।

দু'জন লোক নিয়ে এসে বাড়ির সব জায়গা ভাল মত খুঁজল কেরানী। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া কিছু পেল না।

'এগুলো এনেছ কেন?' জিজ্ঞেস করলেন বন-প্রধান।

এডওয়ার্ড বলল ছেলেটার ইচ্ছায় ওগুলো আনা হয়েছে।

'হুঁ।' কেরানীর দিকে তাকালেন মিস্টার হিদারস্টোন। 'তোমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি আসছি। ঘরে এত অপরিচিত লোক থাকলে ও হয়তো ভয়েই মুখ খুলবে না।'

কেরানী চলে গেল। শোয়ার ঘর থেকে ক্লারাকে নিয়ে এল অ্যালিস।

'এসো, ক্লারা,' স্নেহের সুরে বললেন বন-প্রধান। 'ভয়ের কী আছে, আমি তোমার বাবার বন্ধু। তুমি তখন খুব ছোট, কতবার গিয়েছি তোমাদের বাড়িতে।'

ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল ক্লারা। কিছু বলল না।

বন-প্রধান আবার বললেন, 'আমি তোমাকে নিয়ে যাব, আমার বাড়িতে আমার মেয়ের সাথে থাকবে। তোমার বাবা নেই, এখন তোমাকে মানুষ করার দায়িত্ব তো আমার।'

'এডিথ, অ্যালিসকে ছেড়ে আমি যাব না,' জবাব দিল ক্লারা। 'ওরা কি ভাল!'

'নিঃসন্দেহে ওরা খুব ভাল, তবু আমার সঙ্গেই তোমার যাওয়া উচিত। নিশ্চয়ই তোমার বাবা তোমাকে ভদ্রমহিলা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এখানে থাকলে তো তা হবে না।'

এবারও কোন জবাব দিল না ক্লারা। মিস্টার হিদারস্টোন বলে চললেন, 'আমার কথা তোমার মনে নেই, কিন্তু ছোট বেলায় কত এসেছ আমার কোলে। তখন তোমরা ডরসেটশায়ারে থাকতে। বিরাট একটা কুকুর ছিল তোমার, জ্যাসন বলে ডাকতে; প্রায়ই তুমি তার পিঠে চড়ে বসে থাকতে, মনে পড়ে?'

শঙ্কিত দৃষ্টি মুছে গেছে ক্লারার চোখ থেকে। মিস্টার হিদারস্টোনের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ও। অবশেষে বলল, 'আপনি আমার বাবাকে ফিলিপ বলে ডাকতেন, বাবা আপনাকে বলত চার্লস...।'

'এই তো মনে পড়েছে মামণির। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা। সত্যি কথা বলতে কি ফিলিপের মত বন্ধু আমার আর একজনও ছিল না। তা হলে, মা ক্লারা যাবে আমার সাথে?'

'মাঝে মাঝে এসে অ্যালিস আর এডিথকে দেখে যেতে পারব তো?'

'নিশ্চয়ই। তা ছাড়া এক্ষুণিই আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি না। বাড়িতে গিয়ে তোমার থাকার সব ব্যবস্থা আগে করব, তারপর নিয়ে যাব।' এডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন তিনি, 'নিয়ে যাওয়ার তারিখ অসওয়াল্ডকে পাঠিয়ে জানাব, বুঝেছ? আশা করি শিগ্‌গিরই তোমার সাথে আবার আমার দেখা হবে।'

বেরিয়ে গেলেন বন-প্রধান। এডওয়ার্ডও গেল পেছন পেছন। ক্রূর চোখে ওর দিকে তাকালেন মিস্টার হিদারস্টোন। ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বললেন, 'তুমি ছোকরা সাবধানে থেকো, তোমার আচার আচরণের দিকে আমি নজর রাখব, বুঝতে পেরেছ। কোন বেচাল দেখলেই ধরে খাঁচায় পুরে ফেলব হ্যাঁ।' নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, আমরা যাই।'

পরদিন এডওয়ার্ড আর হামফ্রে মাটি খুঁড়ে তুলে আনল লোহার সিন্দুক আর কাগজপত্র যে বাক্সে ভরে মাটিচাপা দিয়েছিল হামফ্রে সেটা।

এডওয়ার্ড প্রথমে সিন্দুকটা খুলল। বিরাট এক থলে ভর্তি সোনার মোহর আর কিছু মূল্যবান রত্ন দেখল। তারপর খুলল কাগজপত্রের বাক্সটা। এক পলক দেখেই বন্ধ করে রাখল আবার। স্পর্শ করল না একটা কাগজও। ওগুলো সব বন-প্রধানের হাতে তুলে দেবে। মিস্টার হিদারস্টোনকে এখন আর মোটেই অবিশ্বাস করে না এডওয়ার্ড।

এরপর ওরা অন্য বাক্সগুলো খুলল একে একে। ওগুলোর ভেতরেও মোটামুটি দামী জিনিসপত্র রয়েছে।

'সব মিলিয়ে ক্লারার সম্পদের পরিমাণ কম না,' বলল এডওয়ার্ড। 'বাপ মা হারা মেয়ে, সুবিধাই হবে ওর। ও চলে যাবে ভাবতেই কেমন যেন লাগছে আমার। খুব ভাল মেয়ে তাই না, হামফ্রে?'

'হ্যাঁ। এত ভাল মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি সুন্দর স্বভাব।'

'এই মেয়েকে ওর বাবা কী করে একা একা লিমিংটনে পাঠাত!'

'কী করবে? আর কোন উপায় ছিল? প্রয়োজন তো কোন আইন মানে না।'

তিনদিন পর এল অসওয়াল্ড প্যারট্রিজ। সঙ্গে একটা ঘোড়া। ও জানাল পরদিন সকালে বন-প্রধান আসবেন ক্লারাকে নিয়ে যেতে। তারপর ও ক্লারাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো?'

'হ্যাঁ,' ক্লারা বলল, 'ডরসেটশায়ারে যখন ছিলাম রোজ আমি ঘোড়ায় চড়তাম।'

'ঠিক আছে, তা হলে ঘোড়াটা রেখে যাচ্ছি, কাল সকালে তৈরি হয়ে থেকো।'

এরপর অসওয়াল্ড এডওয়ার্ডকে ডেকে নিয়ে গেল এক পাশে। নিচু কণ্ঠে বলল, 'মিস্টার হিদারস্টোনের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। হ্যাঁ, তোমার ব্যাপারে। আমার তো ধারণা তোমার ওপর ভীষণ খুশি উনি। কী বলছিলেন জানো? বলছিলেন এ সময়ে তোমার মত লোক পাশে পেলে উনি অনেক স্বস্তি বোধ করবেন। মানেটা বুঝেছ? তোমার মত তোমার ভাইবোনরাও আর্নউডে মানুষ হয়েছে কিনা জানতে চাইছিলেন।'

'কী বললে?' কৌতূহল এডওয়ার্ডের কণ্ঠে।

'বললাম, না, ওরা ওখানে মানুষ হয়নি, তবে প্রায়ই যেত, কর্নেলের ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলাধুলা করত। আমার কী মনে হয় জানো, এডওয়ার্ড?—তোমরা যে জ্যাকবের নাতি-নাতনী নও এই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছে ওঁর মনে।'

'হোক, না হোক, গোপন ব্যাপারটা তুমি গোপনই রাখবে আশা করি।'

'সে ব্যাপারে তুমি চিন্তা কোরো না। তুমি না বলা পর্যন্ত আমি একটা কথাও ফাঁস করব না।'

অসওয়াল্ড যেমন বলেছিল, পরদিন সকাল দশটার দিকে ওদের কুটিরে পৌঁছুলেন বন-প্রধান। সাথে তাঁর মেয়ে আর এক ভৃত্য। তিনজনই ঘোড়ায় চেপে এসেছেন। পেছনে মালপত্র নেওয়ার জন্য একটা টাট্টু টানা গাড়ি।

ওঁদের দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড, হামফ্রে। পেশেন্স হিদারস্টোনকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল এডওয়ার্ড। নির্দ্বিধায় ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল পেশেন্স। একটু অবাক হলো এডওয়ার্ড, খুশিও। হাতটা ধরল ও। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল, 'আমাকে তুমি একটু বেশি সম্মান দেখাও, মিস পেশেন্স।'

'আমার প্রাণের জন্যে তোমার কাছে ঋণী, কথাটা যে কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না, মিস্টার আর্মিটেজ। একটা অনুরোধ করব, রাখবে?'

'আমার সাধ্যের ভেতর হলে অবশ্যই।'

'তা হলে শোনো,' নিচু কণ্ঠে পেশেন্স বলল, 'বাবা যদি কোন প্রস্তাব দেয়, না ভেবে চিন্তে হুট করে না করে বোসো না।'

এক মুহূর্ত ভাবল এডওয়ার্ড। তারপর আস্তে মাথা ঝাঁকাল। পেশেন্স বলল, 'তা হলে এবার তোমার বোনদের সাথে আলাপ করিয়ে দাও।'

ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকল এডওয়ার্ড। মিস্টার হিদারস্টোন বাইরে দাঁড়িয়েই আলাপ করতে লাগলেন হামফ্রের সাথে।

এডিথ, অ্যালিস ও ক্লারার সাথে পেশেন্সের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাইরে এল এডওয়ার্ড। বন-প্রধানের কাছে গিয়ে বলল, 'অন্য সব জিনিসের সঙ্গে আমরা একটা সিন্দুকও এনেছি ক্লারাদের কুটির থেকে। অনেক স্বর্ণমুদ্রা আর মণিমুক্তা আছে ওতে।'

'আচ্ছা! তা হলে তো ক্লারার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কিছু না ভাবলেও চলবে। ওর বাবাই সব ব্যবস্থা করে রেখে গেছে। ঠিক আছে, মালপত্র সব গাড়িতেই তুলে দাও। অসওয়াল্ড যাবে গাড়ির সঙ্গে। কাগজপত্রগুলো দিতে ভুলো না যেন।'

'না, স্যার,' বলে কাজে লেগে গেল হামফ্রে।

ক্লারার বাবার কোমর থেকে নেওয়া চাবির গোছাটা বন-প্রধানের হাতে তুলে দিল এডওয়ার্ড।

'ধন্যবাদ, এডওয়ার্ড আর্মিটেজ,' বললেন মিস্টার হিদারস্টোন। 'এবার তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। সবটা শুনে, ভেবে চিন্তে জবাব দেবে, আগেই গোঁয়ারের মত না করে বসবে না, ঠিক আছে?'

'জি।'

'জীবনটা কি বনেই কাটিয়ে দিতে চাও?' সরাসরি প্রশ্ন মিস্টার হিদারস্টোনের।

'আর কী করব?' হালকা চালে বলল এডওয়ার্ড। 'বাপ দাদারা বনে কাটিয়ে গেছে, আমি আর কোথায় যাব?'

এডওয়ার্ডের কথার হালকা ভাবটা ধরতে পারলেন বন-প্রধান, কিন্তু তিনি রেগে গেলেন না। বললেন, 'আমার ধারণা অনেক বড় কিছু করার জন্যে জন্ম হয়েছে তোমার।'

'আচ্ছা!' প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'কিছুদিন ধরে খেয়াল করছি, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে; ভাল দেখতে পাই না। আমার একজন সহকারী দরকার, এডওয়ার্ড, যাকে বলে একান্ত সচিব। তোমাকে আমি দিতে চাই কাজটা।'

কিছু বলবার জন্য মুখ খুলছিল এডওয়ার্ড। বাধা দিলেন হিদারস্টোন, 'উঁহুঁ, আমাকে শেষ করতে দাও। প্রথমত, কাজটা যদি নাও বেশ ভাল বেতন পাবে, ভাই বোনদের মানুষ করার জন্যে বে-আইনী শিকার বা কৃষিকাজ কিছুই করতে হবে না তোমাকে। আমার বাড়ি থেকে তোমাদের কুটির খুব দূরে নয়, মাঝে মাঝেই এসে দেখে যেতে পারবে ভাই-বোনদের। চাইলে শহরের কাছাকাছি কোথাও বাসা করতে পারবে। তাতে কী হবে জানো? দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ থাকবে। দেশের কোথায় কী ঘটছে জানতে পারবে সহজে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি এডওয়ার্ড, নইলে কাজটা তোমাকে দিতে চাইতাম না।'

আবার কিছু বলতে গেল এডওয়ার্ড। থামিয়ে দিলেন ওকে বন-প্রধান। 'এখনই জবাব দেয়ার কোন দরকার নেই। প্রস্তাবটা নিয়ে আগে ভাবো ভাল করে। দরকার হলে তোমার ভাই-বোনদের সাথে আলাপ কোরো। তারপর মনস্থির হলে আমাকে জানিয়ো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বন-প্রধানকে নিয়ে কুটিরে ঢুকল এডওয়ার্ড।

ইতোমধ্যে পেশেন্স বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে মেয়েগুলোর সঙ্গে। অ্যালিস এবং এডিথ ওকে দুধ, বিস্কুট, নানা ধরনের পাকা ফল, রুটি, নুন দেওয়া ঠাণ্ডা মাংস এবং আরও অনেক কিছু– মোট কথা বাসায় যা যা ছিল সবকিছু একটু একটু করে খেতে দিয়েছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে এখন ওরা গল্প করছে। ক্লারা কাপড়চোপড় পরে তৈরি যাওয়ার জন্য। ঘরে ঢুকে ওদের গল্পে যোগ দিলেন বন-প্রধান ও এডওয়ার্ড।

একটু পরে হামফ্রে এসে জানাল, গাড়ি বোঝাই দেওয়া হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার হিদারস্টোন।

'এবার তা হলে যেতে হয়,' বললেন তিনি। 'কই, ক্লারা, পেশেন্স, তোমরা তৈরি?'

'হ্যাঁ,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ওরাও।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সবাই। মিস্টার হিদারস্টোন নিজে ক্লারাকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর নিজে উঠলেন। এডওয়ার্ড সাহায্য করল পেশেন্সকে।

'বাবার প্রস্তাবটা তুমি গ্রহণ করবে আশা করি,' ঘোড়ায় চড়তে চড়তে নিচু কণ্ঠে বলল পেশেন্স।

'ভাবছি,' বলে সবার দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াল এডওয়ার্ড। ক্লারার হাত ধরে মৃদু একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। রওনা হয়ে গেল ঘোড়সওয়ার দলটা।

ওরা চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল এডওয়ার্ড, হামফ্রে, এডিথ, অ্যালিস, পাবলো। তারপর হামফ্রেকে নিয়ে এক পাশে সরে এল এডওয়ার্ড। নিচু কণ্ঠে বলল বন-প্রধানের প্রস্তাবটা।

'এর ভেতর আবার ভাবাভাবির কী আছে!' বলল হামফ্রে। 'এক্ষুণি তোমার গ্রহণ করা উচিত। প্রথমত, বন-প্রধানকে তুমি শত্রু মনে করো না, দ্বিতীয়ত, বাইরের দুনিয়ার সাথে মেশার সুযোগ পাবে, তা হলে কেন পড়ে থাকবে এই বনে? আমার অসুবিধা হবে যদি ভেবে থাকো তা হলে বলি, মোটেই না, পাবলো আছে, ও সব কাজ শিখে নিয়েছে, তোমাকে ছাড়াই চালিয়ে নিতে পারব আমরা। না, এডওয়ার্ড, প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেয়া তোমার উচিত হবে না।'

'আমারও অবশ্য তাই ধারণা,' এডওয়ার্ড বলল। 'যখন খুশি এসে তোদের দেখে যেতে পারব। তা ছাড়া এদিকে যদি তোরা ঠিকমত সব সামলাতে না পারিস, চাকরি ছেড়ে দেয়ার সুযোগ তো থাকবেই।'

'হ্যাঁ। সুতরাং দেরি না করে চাকরিটা তুমি নিয়ে নাও।' আড়চোখে একটা দৃষ্টি হানল হামফ্রে এডওয়ার্ডকে। 'তা ছাড়া, সব সময় পেশেন্স হিদারস্টোনের কাছাকাছি থাকতে পারবে। কী মিষ্টি মেয়ে পেশেন্স! আর হাসিটা কী! এমন সুন্দর হাসি আমি আর কোন মেয়ের মুখে দেখিনি।'

বিদায়ের আগ মুহূর্তে পেশেন্সের মুখে দেখা হাসিটা মনে পড়ল এডওয়ার্ডের।

'ব্যাপার কী, হামফ্রে, বন-প্রধানের মেয়ের প্রেমে পড়েছিস নাকি তুই?'

'না, ওকে তোমার জন্যে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি কারও প্রেমে এখনও পড়িনি। যদি কখনও পড়ি তো ক্লারার প্রেমে পড়ব।'

'হুঁ, মন্দ নয় পছন্দ। কিন্তু, হামফ্রে, আমরা দু'জনই কি বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়াতে চাইছি না?'

'মোটেই না। ক্রমওয়েল আর পার্লামেন্ট চিরদিন থাকবে না। আমার তো ধারণা খুব শিগ্‌গিরই সিংহাসনে বসবেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস। তখন আবার আমরা বিভারলি হব। কে তখন সাধারণ বনচর বলে নাক সিটকাবে আমাদের?'

# সতেরো

তিনদিন পর বন-প্রধানের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল এডওয়ার্ড।

বিলিকে অসওয়াল্ডের দায়িত্বে দিয়ে দরজার কড়া নাড়ল ও। দুয়ার খুলল ফিবি। সোজা বসবার ঘরে নিয়ে গেল এডওয়ার্ডকে, কোন প্রশ্ন করল না। যেন ওর জানাই ছিল এডওয়ার্ড এলে বসবার ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

ঘরে ঢুকে এডওয়ার্ড দেখল, সোফায় একা বসে আছেন মিস্টার হিদারস্টোন।

'এডওয়ার্ড আর্মিটেজ!' তিনি বললেন, 'তুমি এসেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি। এবার বলো কী ঠিক করলে?'

'চাকরিটা আমি নেব, স্যার, অবশ্য যদি আপনি মনে করেন আমি ওই পদের উপযুক্ত, আর আমি মনে করি আমি পারছি। প্রথমে কিছুদিনের জন্যে আমাকে পরীক্ষামূলকভাবে রাখুন, যোগ্য মনে হলে স্থায়ী করবেন।'

'দেখ কাজ মোটেই কঠিন না, বেশির ভাগ চিঠির জবাব আমি নিজেই দেই। যেগুলো পারব না সেগুলো আমি বলব তুমি শুনে শুনে লিখবে। এটা কোন কাজই না। আসলে যে জন্যে তোমাকে আমি নিতে চাইছি, মাঝে মাঝে নিজে না গিয়ে তোমাকে লন্ডনে পাঠাব। আশা করি তোমার আপত্তি হবে না তাতে?'

'নিশ্চয়ই না।'

'ব্যস তা হলে আর কী? পরীক্ষা টরীক্ষার কোন প্রশ্নই আসছে না। এই বাড়িতেই নিজের একটা ঘর পাবে তুমি, খাবে আমার সঙ্গে, আমার টেবিলে। এখন বলো; কবে যোগ দিচ্ছ চাকরিতে?'

'তার আগে আমার বেশ-বাস নিশ্চয়ই বদলাতে হবে, স্যার?'

'হ্যাঁ। তোমার এই পোশাকগুলো তুলে রাখো, মাঝে মাঝে যখন বনে বেড়াতে যাবে, তখন পরবে। আর লিমিংটন থেকে নতুন একটা সুট কিনে নেবে, আমি টাকা দেব…।'

'ধন্যবাদ, স্যার, টাকার কোন দরকার হবে না, আমার কাছে আছে।'

'বেশ তোমার যা ইচ্ছা। ...আজ হচ্ছে বুধবার, আগামী সোমবার থেকে শুরু করতে পারবে?'

'হ্যাঁ। না পারার কোন কারণ নেই।'

'তা হলে ঠিক হয়ে গেল, সোমবার তুমি কাজে যোগ দিচ্ছ?'

'জি।'

'এবার তা হলে যাও, পাশের ঘরে পেশেন্স আর ক্লারা আছে, ওদের সাথে গল্প করোগে। আর হ্যাঁ, আজ আমাদের সাথে খাবে, আর রাতে এখানে থাকবে। কাল ভোরে বাড়ি যাবে, কেমন?'

পাশের ঘরে ঢুকতেই ক্লারা ছুটে এল এডওয়ার্ডের দিকে। জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো গালে। পেশেন্সও এল, তবে ওর ভঙ্গিটা ধীর। হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য।

'নিলে কাজটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ।'

'অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। পথে আসতে কষ্ট হয়নি তো?'

'না, মিস পেশেন্স, ঘোড়ায় চড়ে এসেছি।'

'ওকে মিস পেশেন্স বলো কেন, এডওয়ার্ড?' ঝগড়াটে স্বরে প্রশ্ন করল ক্লারা। 'আমাকে ক্লারা বলো, ওকে পেশেন্স বলতে দোষ কী?'

'আমি সাধারণ একজন বনচারী, ক্লারা, বন-প্রধানের মেয়েকে নাম ধরে ডাকব...।'

'মোটেই তুমি বনচারী নও, এখন তুমি সচিব,' জবাব দিল ক্লারা।

'তা না হয় হলো, কিন্তু মিস পেশেন্স তোমার চেয়ে বেশ ক'বছরের বড়। তুমি ছোট তাই নাম ধরে ডাকতে পারি, মিস হিদারস্টোনের বেলায় সে সুযোগ নেয়া কি ঠিক হবে?'

'তুমি কী বলো, পেশেন্স?' জিজ্ঞেস করল ক্লারা।

'এর ভেতর সুযোগ নেয়ার কোন ব্যাপারই নেই,' বলল পেশেন্স। 'এতদিন হলো আমাদের পরিচয় হয়েছে আর এতবার আমাদের দেখা হয়েছে আলাপ হয়েছে যে অনায়াসেই ও আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারে। অবশ্য, ব্যাপারটা পুরোপুরি ওর ব্যক্তিগত, ওর যা ভাল মনে হয় করবে।'

'কিন্তু তোমার যে আপত্তি নেই তা তুমি জানাবে না?'

'জানাতে এখনও বাকি আছে নাকি? তা যদি থাকে তো থাক...। যাকগে, ক্লারা, এবার ওর ঘর দেখিয়ে দিতে হয়,' প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল পেশেন্স। তারপর একটু কপট আনুষ্ঠানিকতার সাথে যোগ করল, 'দয়া করে

আসবে আমাদের সঙ্গে?'

কিছু না বলে ওদের অনুসরণ করল এডওয়ার্ড। বড়সড় একটা ঘরে ওকে নিয়ে গেল পেশেন্স।

'এই হলো তোমার ঘর,' বলল ও। 'আজ রাতে তুমি এখানে থাকছ, নিশ্চয়ই বাবা বলেছে?'

'হ্যাঁ, উনি বলা মাত্রই আমি রাজি হয়ে গেছি, না হলে আবার হয়তো ফিবির পাল্লায় পড়তাম। উহু, সে রাতে যা আরামে ঘুমিয়েছিলাম!'

গাল দুটো লাল হলো পেশেন্সের। 'হ্যাঁ, সেদিন কাজটা ভাল করেনি ফিবি। অবশ্য সেজন্যে ও অনুতপ্ত; লজ্জায় তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। আমি কিন্তু খুশি। সেদিন ও তোমাকে আস্তাবলে পাঠিয়েছিল বলেই আমার প্রাণ বেঁচেছে; না হলে কী যে হত!'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমিও ফিবির ওপর খুশি,' বলল এডওয়ার্ড। 'সেদিন ওরকম রাতে একটা জায়গায় শুতে না পাঠালে এই সুন্দর শোয়ার জায়গাটা পেতাম?'

হেসে ফেলল পেশেন্স। ক্লারা এর মধ্যে পেশেন্সের কাছ থেকে সে রাতের কাহিনী শুনে ফেলেছে। ও-ও হেসে বলল, 'হয়েছে এবার, চলো, খাবার বোধহয় তৈরি।'

খাওয়া দাওয়ার পর শুতে গেল এডওয়ার্ড। পেশেন্স ও ক্লারা ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল ওকে।

ঘরটা চমৎকার, সাজানো গোছানো; বিছানাটাও আরামদায়ক, কিন্তু তবু রাতে ভাল ঘুম হলো না এডওয়ার্ডের। ওর রাতারাতি বদলে যাওয়া ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে পেরিয়ে গেল অর্ধেক রাত। তারপর ঘুম এল। সেজন্য খুব যে দেরি হলো ওর ঘুম ভাঙতে তা অবশ্য নয়। অন্যদিন যেমন ওঠে, সূর্যোদয়ের প্রায় সাথে সাথে আজও উঠে পড়ল ও। হাত মুখ ধুয়ে, চমৎকার একপেট নাশতা খেয়ে রওনা হলো বাড়ির পথে।

পরের কয়েকটা দিন কাজের আর অন্ত রইল না এডওয়ার্ডের। হামফ্রেকে নিয়ে লিমিংটনে গিয়ে স্যুটের জন্য কাপড় কিনল। দরজির দোকানে গিয়ে মাপ দিল। দরজি বলল, শনিবারে দেবে স্যুট। এরপর কিনল একজোড়া জুতা, তলোয়ার ঝোলানোর বেল্ট। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হামফ্রের পরামর্শে রাউন্ডহেডরা যে ধরনের হ্যাট পরে সে ধরনের একটা হ্যাট কিনল এডওয়ার্ড। হামফ্রের বক্তব্য এরকম হ্যাট না পরলে লোকজন সন্দেহ করতে পারে, বিশেষ করে যে সময় বন-প্রধানের হয়ে লন্ডন বা অন্য কোথাও যাবে ও। যুক্তিটা খণ্ডন করতে পারেনি এডওয়ার্ড।

শনিবারে ও আর গেল না লিমিংটনে, হামফ্রে গেল সুট আনবার জন্য। আর একদিন পরেই বিদায় নিতে হবে, তাই শেষ দুটো দিন বোনদের সাথে কাটাবে বলে কুটিরেই রইল এডওয়ার্ড।

সোমবার সকালে যাওয়ার জন্য তৈরি হলো সে। সাধারণ পোশাকই পরেছিল প্রথমে। পরে অ্যালিস ও এডিথের পীড়াপীড়িতে নতুন সুট, জুতা পরল। হ্যাটটা ও কিছুতেই পরতে রাজি হলো না। বলল 'যখন একান্ত না পরে পারা যাবে না তখন পরব।'

'না পরলে। এমনিতেই তোমাকে যা সুন্দর লাগছে না!' বলল দু'বোন।

ইতোমধ্যে পাবলো বিলিকে গাড়িতে জুড়ে বসে গেছে চালকের আসনে। গাড়িটা ফেরত আনবার জন্য ও-ও যাবে এডওয়ার্ডের সঙ্গে। এডওয়ার্ডের সামান্য যা কাপড়চোপড় ছিল একটা বাক্সে ভরে ওঠানো হয়েছে গাড়িতে। সস্নেহে বোনদের কপালে চুমু খেলো এডওয়ার্ড, হামফ্রের সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর ও-ও উঠে বসল গাড়িতে। লাগামে ঢিল দিল পাবলো, ছুটতে শুরু করল বিলি। গাড়ির পেছন পেছন স্মোকার।

যতক্ষণ ওরা বনের ভিতর হারিয়ে না গেল ততক্ষণ অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে রইল এডিথ, অ্যালিস, হামফ্রে।

# আঠারো

যখন এডওয়ার্ড বন-প্রধানের বাড়িতে পৌছুল তখন দুপুর হয়ে গেছে।

মিস্টার হিদারস্টোন, পেশেন্স, ক্লারা সবাই সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। এক ভৃত্য বাক্সটা নিয়ে গেল ওর ঘরে।

প্রথমেই বিলি আর স্মোকারের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে অসওয়াল্ডের খোঁজে গেল এডওয়ার্ড। জন্তু দুটোকে ওর দায়িত্বে দিয়ে বসবার ঘরে ফিরে দেখল পাবলোর সাথে গল্পে জমে গেছে পেশেন্স আর ক্লারা। গালিচার উপর বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে জিপসী ছোকরা আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে মেয়ে দুটো।

'পাবলো,' ডাকল এডওয়ার্ড, 'এবার গল্পটা একটু বন্ধ করলে হয় না, বাসায় ফিরতে হবে সে খেয়াল আছে?'

'হ্যাঁ, আমি তো তৈরি। বিলি আর স্মোকারের খাওয়া হয়ে গেছে?'

'হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভেতর।'

'সেই কিছুক্ষণ গল্প করি।'

'থাক, পাবলো,' বলল পেশেন্স, 'আর গল্পের দরকার নেই। চলো, এই কিছুক্ষণের ভেতর তুমিও খেয়ে নেবে।'

পাবলোকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল পেশেন্স। ও খেয়ে ফিরতে

ফিরতে বিলি আর স্মোকারেরও খাওয়া শেষ। এডিথ, অ্যালিস আর হামফ্রের জন্য কিছু উপহার দিল পেশেন্স পাবলোর হাতে। তারপর আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেল পাবলো।

হিদারস্টোন পরিবারের সাথে এক টেবিলে খেতে বসল এডওয়ার্ড। খেতে খেতে আজ আবার সেই প্রসঙ্গ তুলল ক্লারা।

'আচ্ছা, চার্লস কাকু,' ও বলল, 'এডওয়ার্ড পেশেন্সকে সব সময় মিস হিদারস্টোন, মিস পেশেন্স বলে কেন? শুধু পেশেন্স বলতে পারে না?'

বিব্রত ভঙ্গিতে মিস্টার হিদারস্টোনের দিকে তাকাল এডওয়ার্ড। ভাবখানা, 'দেখেছেন প্রশ্নের ছিরি?'

মিস্টার হিদারস্টোন বললেন, 'সেটা ওর অনুভূতির ব্যাপার, ক্লারা। যখন ওর মনে হবে আমার মেয়েকে শুধু পেশেন্স বলে ডাকা যায় তখন ডাকবে। তবে এখনই যদি ডাকে আমার কোন আপত্তি নেই, বোধহয় পেশেন্সেরও নেই। এডওয়ার্ড আর্মিটেজ আমাদের বাড়িতে থাকতে এসেছে, আমি চাই ও নিজেকে এ পরিবারের সদস্য ভাববে। আমরাও তাই ভাবব–সত্যি কথা বলতে কি ভাবতে শুরু করেছি। আমি তো এখন থেকে শুধু এডওয়ার্ড ছাড়া আর কিছু ডাকব না ওকে। ইচ্ছে হলে ও-ও তেমনি আমাদেরকে ঘরের মানুষের মত ডাকবে।'

'শুনলে তো?' ক্লারা বলল।

এডওয়ার্ডের দিকে তাকালেন হিদারস্টোন। 'আমার কী মনে হয় জানো, এডওয়ার্ড?' বললেন তিনি, 'মিস হিদারস্টোন, মিস পেশেন্স– কথাগুলো আপাতত তুমি তুলে রাখো। ওর সাথে যখন ঝগড়া-ঝাঁটি হবে তখন আবার ব্যবহার কোরো।'

'তাহলে কি আমি আশা করতে পারি ও আর ওইভাবে ডাকবে না আমাকে?' বলল পেশেন্স।

'কী বলো তুমি, এডওয়ার্ড?' মুখ টিপে হেসে প্রশ্ন করল ক্লারা।

'কী আর বলব? ঘাড়ে আরেকটা মাথা গজানোর আগে কিছুতেই ওকে পেশেন্স ছাড়া অন্য কিছু বলে ডাকব না। একটাই মাত্র মাথা আমার। খোয়ালে বাঁচব কী করে?'

এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল এডওয়ার্ড যে হেসে ফেলল সবাই। পেশেন্স পর্যন্ত।

কয়েক দিনের ভেতর সত্যি সত্যিই ঘরের ছেলে হয়ে উঠল এডওয়ার্ড।

প্রতিদিন সকালে মিস্টার হিদারস্টোনের হয়ে একটা কি দুটো চিঠি লিখতে হয় ওকে। হিদারস্টোন মুখে বলেন ও লিখে নেয়। দিনের বাকি সময়টুকু থাকে সম্পূর্ণ ওর নিজের। সে সময় ও পড়াশোনা করে মিস্টার হিদারস্টোনের পাঠাগারে। কখনও পেশেন্স, ক্লারার সাথে গল্প করে। মাঝে মাঝে অসওয়াল্ডের

সাথে চলে যায় বনে, কিছুক্ষণ বেড়িয়ে ফিরে আসে। মিস্টার হিদারস্টোন চমৎকার একটা ঘোড়া দিয়েছেন এডওয়ার্ডকে। পেশেন্স ও ক্লারার সাথে মাঝে মাঝে ও ঘুরতে বেরোয় ওই ঘোড়ায় চড়ে। মোট কথা অবসর সময়টুকু কখন যে পেরিয়ে যায় ও টেরই পায় না। দিনগুলো আজকাল খুব ছোট মনে হয় এডওয়ার্ডের কাছে। অবশেষে দু'সপ্তাহ পর পেশেন্স যখন বলল, 'এবার তোমার ভাইবোনদের দেখে আসা উচিত,' ও অবাক হয়ে গেল। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি!'

'তাড়াতাড়ি কোথায়?' জবাব দিল পেশেন্স। 'পনেরো দিন হয়ে গেল। তুমি না বলেছিলে সপ্তায় সপ্তায় ওদের দেখে আসবে?'

'পনেরো দিন! কী বলছ তুমি? তাহলে তো কালই যেতে হয়। কাল রোববার আছে, ভোরে বেরোলে রাতের ভেতর ফিরে আসতে পারব।'

পরদিন ভোরে তৈরি হয়ে নাশ্তার টেবিলে এল এডওয়ার্ড। ক্লারা আর পেশেন্সও সেজেগুজে তৈরি।

'তোমরা আবার কোথায় চললে?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'কেন, তোমাদের বাড়ি। এডিথ, অ্যালিসকে কথা দিয়ে এসেছিলাম সময় পেলেই যাব। আজ সময় পেয়েছি।'

'তোমার বাবার অনুমতি নিয়েছ?'

'হুঁ। আমরা যেতে চাই শুনে বাবা কী খুশি!'

দিনটা পরম আনন্দে কাটাল ওরা কুটিরে। পেশেন্স আর ক্লারাকে দেখে এডিথ, অ্যালিসের খুশি আর ধরে না। এডওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'নিজের ভাইয়ের চেয়ে কোথাকার দুই মেয়ে তোদের বেশি আপন হলো?'

'ভাইটা তো চিরদিনই আমাদের থাকবে,' বলল অ্যালিস, 'মেয়ে দুটো তো থাকবে না।'

হামফ্রে মাঝখান থেকে গম্ভীর গলায় বলল, 'কার ভাগ্যে কী আছে কে বলতে পারে?'

আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল পেশেন্স।

দুপুরে খাওয়ার পর অতিথিদের নিয়ে বেরোল দু'বোন, ওদের বাগান, খামার, পোষা পশুপাখি দেখাতে। আর এডওয়ার্ড হামফ্রের কাছ থেকে খবরাখবর নিতে লাগল, এদিকে সব কেমন চলছে সে সম্পর্কে।

হামফ্রে জানাল, মাংসের জন্য ছাগলের বড়সড় একটা পাল তৈরি করতে চায় সে। সেজন্য লিমিংটন থেকে ভাল জাতের কয়েকটা ছাগল কিনে এনেছে। এর মধ্যেই মোটামুটি পোষ মেনে গেছে ওগুলো। রোজ সকালে চরতে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। সব সময় ওদের সাথে সাথে থেকে পাহারা দেয় হোল্ডফাস্ট। হামফ্রে আশা করছে দু'তিন বছরের ভেতর ছাগলের সংখ্যা বেড়ে চল্লিশ পঞ্চাশ-এ দাঁড়াবে। তখন মাদীগুলোকে রেখে মর্দাগুলোকে খাওয়া যাবে। প্রয়োজনে বিক্রিও করা যাবে।

হামফ্রে আরও জানাল, বনের ভেতর এক পাল বুনো টাট্টুর খোঁজ পেয়েছে সে। বিলির উপর থেকে কাজের চাপ কমানোর জন্য খুব শিগ্‌গির দু'একটাকে ও ধরতে চায়। সম্মতি দিল এডওয়ার্ড। শেষে বলল, 'কিন্তু যা করার সাবধানে করবি। একা কিছু করতে যাবি না, পাবলোকে সাথে নিয়ে নিবি।'

বিকেলে আরেকবার হালকা কিছু খেয়ে দুই সঙ্গিনীকে নিয়ে রওনা হলো এডওয়ার্ড। বেশ দেরি করে ফেলেছে ওরা বেরোতে বেরোতে। বাড়ি পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। অবশ্য তাতে খুব অসুবিধা হবে না, সন্ধ্যার পরই চাঁদ উঠবে। তাছাড়া এডওয়ার্ডের কাছে বন্দুক রয়েছে।

## উনিশ

গ্রীষ্ম এসে গেল দেখতে দেখতে।

একদিন অসওয়াল্ড এল এডওয়ার্ডের কাছে।

'খবর শুনেছ?' বলল ও।

'না তো! কী খবর?'

'শুনলাম, রাজা নাকি স্কটল্যান্ডে এসেছেন। স্কটসরা তাঁর পক্ষ হয়ে একটা বাহিনী গঠন করেছে।'

'আচ্ছা! কিন্তু বন-প্রধান তো আমাকে কিছু বলেননি।'

'আমার মনে হয় তুমি খবরটা শুনলেই ছুটবে ওদের সাথে যোগ দিতে, তাই বলেননি। তোমাকে উনি কতখানি স্নেহ করেন তা তো আমি জানি। তুমি ওঁকে ছেড়ে যাও তা উনি চান না বোধহয়।'

'তবু ওঁর সাথে আমার আলাপ করতে হবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড। 'খবরটা যদি সত্যি হয় আমি যোগ দেবই রাজার বাহিনীতে।'

তক্ষুণি মিস্টার হিদারস্টোনের কাছে গেল এডওয়ার্ড। চোখ মুখ লাল। ক্রোধে না উত্তেজনায় কে বলবে?

নিজের টেবিলে বসে কয়েকটা চিঠি পড়ছিলেন বন-প্রধান। পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকালেন। এডওয়ার্ডের মুখের রক্তিমাভা দেখেই যেন অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারলেন।

'তাহলে খবরটা তুমি শুনেছ?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, স্যার,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড। 'কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, আপনিই কেন আমাকে জানালেন না, কেন অন্যের মুখ থেকে শুনতে হলো?'

'বোসো,' জবাব দিলেন হিদারস্টোন। 'ব্যাপারটা নিয়ে দু'চারটে কথা বলি আমরা, তাহলেই বুঝতে পারবে কেন আমি বলিনি।'

চেয়ার টেনে বসল এডওয়ার্ড। বন-প্রধান বললেন, 'আমার ধারণা তুমি এখন

মনে মনে তৈরি স্কটল্যান্ডে গিয়ে রাজার বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্যে। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য।'

'ঠিক, রাজার জন্যে যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য, এ ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এটা কী তোমার প্রথম কর্তব্য না তার আগে আরও কোন কর্তব্য আছে?'

একটু যেন হতবুদ্ধি অবস্থা এডওয়ার্ডের। হাঁ করে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। বিড়বিড় করে বলল, 'আরও কর্তব্য?'

'হ্যাঁ,' বললেন বন-প্রধান, 'তোমার প্রথম কর্তব্য তোমার পরিবারের জন্যে কিছু করা– আরও ভাল ভাবে বললে, এমন কিছু না করা যাতে পরিবারের অমঙ্গল হয়। ওরা তোমার ওপর নির্ভর করে, এখন তুমি যদি একটা ভুল পদক্ষেপ নাও কী হবে ওদের? তা ছাড়া কেন যাচ্ছ না বুঝে কেমন করে যাবে?'

'কেন যাব মানে! যাব রাজাকে সাহায্য করতে!'

'রাজাকে সাহায্য করতে যাবে, বেশ। তাহলে শোনো, কেন তোমাকে আমি আগে বলিনি: আমি জানতাম তুমি আজ হোক কাল হোক কথাটা শুনবে এবং এমনই ক্ষেপে উঠবে যাওয়ার জন্যে; এবং নিজের, পরিবারের সর্বনাশ তো করবেই আমারও করবে, কিন্তু রাজার কোন উপকার করতে পাবে না। তাই আমি ক'দিন সময় নিয়ে তৈরি হলাম তোমাকে বাধা দেয়ার জন্যে।'

'আমাকে বাধা দেয়ার জন্যে তৈরি হলেন! কিন্তু কোন বাধাই তো আমি মানতে রাজি নই।'

'তা জানি। এই চিঠিগুলো পড়ো,' তিনটে চিঠি এগিয়ে দিলেন তিনি এডওয়ার্ডের দিকে, 'আজ সকালে এসেছে। এগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে আমি ঠিক বলছি কি না।'

এক এক করে চিঠিগুলো পড়ল এডওয়ার্ড। লন্ডন থেকে বন-প্রধানের তিন প্রভাবশালী বন্ধু লিখেছেন। মিস্টার হিদারস্টোনের মত তাঁর এই বন্ধুরাও এখন রাউন্ডহেডদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন, সময় হলেই মুখোশ খুলে ফেলে রাজার পক্ষে যোগ দেবেন। চিঠিগুলো পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল এডওয়ার্ডের। তাঁরা লিখেছেন– ইংল্যান্ডে রাজার ঘনিষ্ঠ মহলের ধারণা, পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবার সময় এখনও হয়নি। এই মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু করলে ক্রমওয়েলের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হবে; নতুন রাজাকেও হয়তো বন্দী হয়ে প্রাণ দিতে হবে, নয়তো আবার দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। সুতরাং তাঁরা রাজার সাথে যোগ দেওয়ার আগে ক্রমওয়েলের কিছুটা শক্তি ক্ষয় করিয়ে নিতে চান।

চিঠিগুলো নামিয়ে রাখল এডওয়ার্ড।

'তুমি রাজনীতিক নও, এডওয়ার্ড,' মৃদু হেসে বললেন হিদারস্টোন। 'রাজনীতিক হলে ভাবাবেগের চেয়ে যুক্তিকেই প্রাধান্য দিতে বেশি। নিশ্চয়ই

স্বীকার করবে, চিঠিগুলো তোমাকে দেখিয়ে আমি প্রমাণ করেছি, আমি তোমাকে কতখানি বিশ্বাস করি?'

'হ্যাঁ, স্যার, ধন্যবাদ। আমি শুধু এটুকুই বলব, আপনার এই বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখব– প্রাণ দিয়ে হলেও রাখব।'

'সে বিশ্বাসও আমার আছে। এখন নিশ্চয় তুমি আমার এবং আমার বন্ধুদের সাথে একমত হবে, আপাতত চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ?'

'নিশ্চয়ই, স্যার। ভবিষ্যতে আপনি যেভাবে বলবেন আমি সেভাবেই চলব।'

'এই প্রতিশ্রুতিটাই আমি চাইছিলাম তোমার কাছ থেকে। এরপর থেকে যেকোন খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি জানতে পারবে। বুঝলে, এডওয়ার্ড, তোমার মত হাজার হাজার লোক আছে যারা সিংহাসনে একজন রাজাকে দেখতে চায়– আমি নিজেও তাদের একজন– কিন্তু এখনও সময় হয়নি। আমার কথা শুনে রাখো স্কটসদের ওই বাহিনীটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে ক্রমওয়েল। যতটুকু জানি ও রওনা হয়ে গেছে স্কটল্যান্ডের দিকে। এরপর থেকে যে কোন ব্যাপারে আমি, তুমি খোলাখুলি আলাপ করব কেমন? তোমার মনে কোন প্রশ্ন জাগলে নির্দ্বিধায় বলবে আমাকে, আমিও বলব।'

'ঠিক আছে, স্যার, আপনার পরামর্শ মতই আমি চলব।'

বন-প্রধান তাঁর কথা রেখেছেন। তিনি রাজনীতি সম্পর্কিত কোন বিষয়ই আর গোপন করেন না এডওয়ার্ডের কাছে। এডওয়ার্ডও যেকোন বিষয়ে মনে কোন প্রশ্ন জাগলেই খোলাখুলি আলাপ করে তাঁর সাথে। স্কটসদের গঠন করা বাহিনীটার পরিণতি সত্যিই মিস্টার হিদারস্টোন যেমন বলেছিলেন তেমন হয়েছে। মাত্র কয়েক সপ্তার ভিতর তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পার্লামেন্টারি বাহিনী। রাজা পালিয়ে আরও উত্তরে চলে গেছেন।

শরৎ এল।

এখনও বন-প্রধানের সচিব হিসেবে কাজ করছে এডওয়ার্ড। কোন ক্ষোভ নেই মনে। মাঝে মাঝে অসওয়াল্ডের সাথে শিকার করতে বেরোয়। কখনও একটা কখনও দুটো হরিণ মেরে আনে। যখন মাংস বেশি হয়, ভাইবোনদের জন্য পাঠিয়ে দেয় এডওয়ার্ড। পাঠানোর প্রস্তাবটা সব সময়ই আসে হয় মিস্টার হিদারস্টোনের কাছ থেকে নয়তো পেশেন্সের কাছ থেকে। প্রতি সপ্তাহে না হলেও এক সপ্তাহ পর পর পেশেন্স ক্লারাকে নিয়ে ঘুরে আসে ওদের কুটির থেকে। মাসে, দু'মাসে একবার মিস্টার হিদারস্টোনও যান। পেশেন্স নানা রকম উপহার নিয়ে যায় এডিথ, অ্যালিসের জন্য। মিস্টার হিদারস্টোন নিয়ে যান বই। হামফ্রে সন্ধ্যার পর সেগুলো পড়ে শোনায় বোনদের।

# বিশ

শীত এল অবশেষে।

দাপটটা যেন একটু বেশি এবার। প্রথম থেকেই ধুম তুষারপাত শুরু হয়েছে। প্রথম তুষার পড়বার পর দু' কি তিনবার কষ্টেসৃষ্টে কুটিরে গেল এডওয়ার্ড। তারপর আর পারল না। এত পুরু হয়ে তুষার জমল যে কোমর পর্যন্ত ডুবে যেতে হয়। ঘোড়ায় চেপে তো দূরের কথা, হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব।

লন্ডনের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। কালে ভদ্রে একটা কি দুটো অতি জরুরি চিঠি আসে। এমনি একটা চিঠি পেয়ে একদিন এডওয়ার্ডকে ডেকে পাঠালেন বন-প্রধান। চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ো।'

পড়তে পড়তে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এডওয়ার্ডের। মিস্টার হিদারস্টোনের এক বন্ধু লিখেছেন, রাজা দ্বিতীয় চার্লস স্কটল্যান্ডে আরেকটা বাহিনী গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বাহিনী আগেরটার চেয়ে অনেক বড় এবং যোগ্য লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। ইংল্যান্ডে তাঁর যত সমর্থক ও বন্ধু বান্ধব আছেন সবাই লুকিয়ে চুরিয়ে গিয়ে যোগ দিচ্ছে তাঁর সাথে। খুব শিগ্গিরই এই বাহিনী নিয়ে দক্ষিণমুখী অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন চার্লস।

'এবারের পরিস্থিতি অনেক ভাল মনে হচ্ছে,' এডওয়ার্ড চিঠিটা ফিরিয়ে দিতে হিদারস্টোন বললেন। তবু আমার ধারণা আরও কিছুটা সময় আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি। শীত একটু কমলে তোমাকে লন্ডনে পাঠাব। আসল অবস্থাটা সরেজমিনে দেখে শুনে বুঝে আসতে পারবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেব কী করব আমরা। ঠিক আছে? নাকি তোমার ইচ্ছা অন্য রকম?'

'না, ঠিক আছে, আপনি যেমন বলবেন তেমনিই হবে– যদিও খুনীগুলোর ওপর এক্ষুণি আমার ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। যাক, ইচ্ছেটা আপাতত তুলে রাখি।'

'হ্যাঁ, সময় হলে আমিই তোমাকে বলব ঝাঁপিয়ে পড়তে। স্কটল্যান্ডে ওরা পুরো ব্যাপারটা কীভাবে সামলায় আগে দেখে নেই তারপর···। অহঙ্কার আর ঈর্ষা, আর, আমার মনে হয় বিশ্বাসঘাতকতাও এত বেশি পরিমাণে কাজ করে ওদের ভিতর যে শেষ পর্যন্ত কী হয় বলা কঠিন।'

এই আলাপের ক'দিন পরেই একটা চিঠি নিয়ে লন্ডন থেকে এক দূত এল। চিঠির বক্তব্য, স্কটল্যান্ডে মহা ধুমধামের সাথে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে।

'পরিস্থিতি বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে, এডওয়ার্ড' বললেন বন-প্রধান।

'চিঠিটা এসেছে পেশেন্সের মামা স্যার অ্যাশলে কুপারের কাছ থেকে। উনি যা লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে এবারের বাহিনীগুলো যোগ্য লোকদের হাতে পড়েছে। ডেভিড লেসলিকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল করা হয়েছে। উনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন পদাতিক বাহিনীর। মিডলটনকে দেয়া হয়েছে অশ্বারোহীদের দায়িত্ব আর ওয়েমাইসকে করা হয়েছে গোলন্দাজদের প্রধান। সব ক'জনই যোগ্য লোক। এবার তোমাকে লন্ডন যেতেই হচ্ছে, এডওয়ার্ড। আমি তোমাকে কয়েকটা চিঠি দিয়ে দেব, ওগুলো যাদের কাছে নিয়ে যাবে, তাঁরা তোমাকে সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন, কীভাবে এগোলে ভাল হবে তা বলতে পারবেন। কালো ঘোড়াটা নিয়ে যাও। স্যাম্পসনকেও নিয়ে যাও সাথে, যখন মনে করবে ওর আর প্রয়োজন নেই, পাঠিয়ে দেবে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। ক্রমওয়েল এখনও এডিনবরায় রয়েছে, খুব শিগ্গির সে রওনা হবে সম্ভবত। ওর আগেই তোমাকে পৌঁছে যেতে হবে। কালই রওনা হতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

'তোমার ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় বোধহয় পাবে না। অবশ্য আমার মতে বিদায় না নেয়াই ভাল। খামোকা কান্নাকাটি করবে ওরা।'

'আমারও তাই মনে হয় স্যার। আমি চলে গেলে অসওয়াল্ডকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।'

'তাহলে যাও, তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমি চিঠিগুলো লিখে ফেলি। স্যাম্পসনকে একটু পাঠিয়ে দিয়ো।'

নিজের ঘরে ঢুকে গোছগাছ শুরু করল এডওয়ার্ড। প্রথম যে জিনিসটা ধরল, সেটা কোন কাপড় নয়, ওর বাবার তলোয়ার। প্রথমে খাপটা মুছল যত্ন করে। তারপর আস্তে আস্তে বের করে আনল ঈষৎ বাঁকা তলোয়ারটা। সেটাও মুছল। হাতলের কাছে খোদাই করা অক্ষর দুটো দেখল– ই.বি। ঠোঁটের কাছে তুলে চুমু খেলো ও তলোয়ারটায়। বিড়বিড় করে বলল, 'ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও, বাবার এই তরবারির মর্যাদা আমি যেন রাখতে পারি।'

তলোয়ারটা বিছানায় নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল এডওয়ার্ড এবং চোখাচোখি হলো পেশেন্সের সাথে। কখন যে ও এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি এডওয়ার্ড। মনে মনে শঙ্কিত হলো ও। বিড়বিড় করে যা বলছিল শুনে ফেলেনি তো মেয়েটা?

'ও, পেশেন্স,' বলল সে, 'এ-সময় কী মনে করে?'

'ওটা কার তলোয়ার, এডওয়ার্ড?'

'আমার; লিমিংটনে কিনেছি।'

'কিন্তু ওটার জন্যে এত মমতা কেন তোমার?'

'মমতা?'

'হ্যাঁ, ঘরে ঢুকে দেখলাম তুমি ওটায় গভীর আবেগে চুমু খাচ্ছ, যেন–'

'যেন প্রেমিক প্রেমিকাকে চুমু দিচ্ছে–' বলল এডওয়ার্ড।

'না, আমি অমন বাজে কথা বলি না। আমি বলতে চাইছিলাম, যেন একজন ক্যাথলিক পবিত্র ক্রুশ চুমু দিচ্ছে। আবার জিজ্ঞেস করছি, কেন অমন করছিলে বলো। তলোয়ার তো তলোয়ারই, তাকে অমন করে চুমু খাওয়ার কী আছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল এডওয়ার্ড। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, পেশেন্স, বলব তোমাকে। আমি এই তলোয়ারটাকে ভালবাসি। সত্যিই বলছি, একজন খাঁটি ক্যাথলিক পবিত্র ক্রুশ যেমন বাসে তেমন। লিমিংটনে এটা আমি কিনেছি, কারণ এটার মালিক ছিলেন কর্নেল বিভারলি। জিনিসটা তাঁর বলেই এটা আমি ভালবাসি। আমার প্রাণের সমান মূল্য দিই। কর্নেল বিভারলির কাছে আমাদের পরিবার কতখানি ঋণী তা নিশ্চয়ই তুমি জানো।'

বিছানার উপর থেকে তলোয়ারটা তুলে নিতে নিতে পেশেন্স বলল, সেই বিখ্যাত ক্যাভালিয়ার কর্নেল বিভারলির তলোয়ার এটা!'

'হ্যাঁ। হাতলের কাছে দেখ, তাঁর নামের প্রথম অক্ষর খোদাই করা আছে।'

'এটা তুমি লন্ডনে নিয়ে যাচ্ছ কেন? নিরীহ সচিব, তলোয়ার দিয়ে কী করবে?'

'অবস্থার চাপে পড়ে আমি আজ সচিব, কিছুদিন আগে ছিলাম বনচর, কিন্তু মনে প্রাণে আমি তো সৈনিক। তেমনি মানসিকতা নিয়েই আমি বেড়ে উঠেছি।'

এই সময় ক্লারা ঢুকল ঘরে। পেশেন্স কোন জবাব দেওয়ার সুযোগ পেল না। ক্লারা বলল, 'যাও তুমি, অসওয়াল্ড ডাকছে, আমরা তোমার কাপড়চোপড় গুছিয়ে দিচ্ছি।'

রাতে খাওয়ার টেবিলে সবাইকে খুব গম্ভীর দেখা গেল। হঠাৎ করে এডওয়ার্ডের এই চলে যাওয়ার ব্যাপারটা যেন মেনে নিতে পারছে না কেউ। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল সবাই। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন বন-প্রধান:

'লন্ডন থেকে যদি উত্তরে যাও চিঠি লেখা বিপজ্জনক হবে তোমার জন্যে, আমার জন্যেও। সুতরাং লিখো না। যাচ্ছ কি না স্যাম্পসনের কাছ থেকেই আমি জানতে পারব।' তারপর পকেট থেকে মুখ বন্ধ কয়েকটা খাম এবং ছোট একটা টাকার থলে বের করে এগিয়ে দিলেন এডওয়ার্ডের দিকে। বললেন, 'খামের ওপর ঠিকানা লিখে দিয়েছি। আর টাকার দরকার হলে কার কাছে চাইবে তা-ও লিখে দিয়েছি। তোমার নামে যে খামটা আছে, তার ভেতর দেখবে। আর দেরি করিয়ে দেব না তোমাকে, যাও শুয়ে পড়ো গে।'

দিনের আলো ফুটে উঠবার আগেই নীচে স্যাম্পসনের ভারি বুটের শব্দে জেগে গেল এডওয়ার্ড। পোশাক পরে তৈরি হতে কয়েক মিনিট লাগল। তারপর বেরিয়ে

এল কাপড়চোপড়ের ছোট্ট থলেটা কাঁধে করে। নিঃশব্দে নীচতলায় নেমে এল ও। বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। উঁকি দিতেই আশ্চর্য হয়ে দেখল, পেশেন্স বসে আছে। ওকে দেখে উঠে এল।

'এডওয়ার্ড,' পেশেন্স বলল, 'একটা জিনিস চাইব তোমার কাছে, দেবে?'

'বলো। তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই, পেশেন্স।'

'একটা প্রতিশ্রুতি চাই আমি, এডওয়ার্ড। আমার– কেন যেন আমার মনে হচ্ছে তুমি বিপদের ভেতর যাচ্ছ। কথা দাও, সাবধানে থাকবে। আমার– তোমার বোনদের মুখ চেয়ে সাবধানে থাকবে, বলো।'

'থাকব, পেশেন্স,' বলে ওর হাতে চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকল এডওয়ার্ড।

সোজা হয়ে দেখল, ওর দু'চোখে জল। কাছে টেনে নিয়ে চুমু দিয়ে জলটুকু মুছে দিল এডওয়ার্ড। বাধা দিল না পেশেন্স। এক মুহূর্ত ওর চোখে চোখে চেয়ে থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড। কয়েক মিনিট পরেই চমৎকার একটা কালো ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো লন্ডনের পথে। পেছনে আরেকটা ঘোড়ায় স্যাম্পসন।

পরদিন সন্ধ্যার সামান্য আগে রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌছে গেল ওরা। স্যাম্পসন ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবি, সেইন্ট পলস ক্যাথেড্রাল এবং ওই ধরনের আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখাল এডওয়ার্ডকে।

'রাতে আমরা থাকছি কোথায়, স্যাম্পসন?' প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'আমার জানা সবচেয়ে ভাল হোটেল হলো, *সোয়ান উইদ থ্রি নেকস*। হলবর্ন-এ। বেশি লোকজন আসা যাওয়া করে না। নিরিবিলি থাকতে পারবে।'

পরদিন সকালে স্যাম্পসনকে নিয়ে বেরোল এডওয়ার্ড বন-প্রধানের দেওয়া চিঠিগুলো বিলি করতে। প্রথমে গেল স্প্রিং গার্ডেনস-এ জনৈক মিস্টার ল্যাঙটন-এর কাছে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলল এক ভৃত্য।

'আমি এসেছি মিস্টার ল্যাঙটনের সাথে দেখা করতে,' এডওয়ার্ড বলল। 'জরুরি একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'ভেতরে আসুন,' বলে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ভৃত্য। স্যাম্পসনকে বসবার ঘরে বসিয়ে এডওয়ার্ডকে নিয়ে গেল চমৎকার সাজানো গোছানো একটা পাঠকক্ষে। দীর্ঘদেহী, একটু রোগাটে চেহারার এক ভদ্রলোক বসে আছেন টেবিলে। রাউন্ডহেড ধাঁচের পোশাক তাঁর পরনে।

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল এডওয়ার্ড। চিঠিটা এগিয়ে দিল। মিস্টার ল্যাঙটন পাল্টা অভিবাদন জানিয়ে বসতে বললেন ওকে। খামের মুখ খুলে পড়তে লাগলেন চিঠিটা।

পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। বললেন, 'তুমি এসেছ, খুব খুশি হয়েছি আমি, মিস্টার আর্মিটেজ। এই চিঠিতে মিস্টার হিদারস্টোন ইঙ্গিত

দিয়েছেন, তুমি হয়তো উত্তরে যেতে চাইবে, এবং আমি যদি কোন চিঠি দেই খুশি মনেই তুমি নিয়ে যাবে। সত্যিই কি?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কখন রওনা হতে চাও?'

'যত শিগ্‌গির সম্ভব।'

'হুঁ।' একটু যেন চিন্তায় পড়লেন মিস্টার ল্যাঙটন। হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা, হিদারস্টোন আর তার মেয়ে কেমন আছে?'

'ভাল, স্যার।'

'ও একবার লিখেছিল, আমাদের বন্ধু র‍্যাটক্লিফের মেয়ে নাকি ওর সাথে থাকে?'

'হ্যাঁ, স্যার– খুব ভাল মেয়ে।'

'কেমন আছে এখন ক্লারা?'

'ভাল। নিজের মেয়ের মতই রেখেছেন ওকে মিস্টার হিদারস্টোন।'

'তুমি লন্ডনে পৌঁছেছ কখন?'

'কাল সন্ধ্যায়।'

'এর ভিতর কোথায় কোথায় গেছ?'

'কোথাও না। আপনার এখানেই এলাম প্রথম।'

'ভাল মিস্টার আর্মিটেজ, আমার মনে হয় শহরের লোক তোমাকে যত কম দেখে ততই মঙ্গল। শয়ে শয়ে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে ঘাটে, নতুন মানুষ দেখলেই পেছনে লেগে কী উদ্দেশ্যে এসেছে জানতে চেষ্টা করে। তুমি তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে চাও?'

'হ্যাঁ, অবশ্য যদি আপনি মনে করেন তাতে কোন অসুবিধা নেই।'

'না, অসুবিধা নেই। যেতে পারো। আমার কয়েক বন্ধুর কাছে চিঠি দিয়ে দেব, ওঁরা তোমার ভালমন্দ দেখতে পারবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।'

'ওঁদের কয়েকজন থাকেন ল্যাঙ্কাশায়ারে, কয়েকজন ইয়র্কশায়ারে। তাড়াহুড়ো করে কিছু করবে না, যা করার ওঁদের পরামর্শ মত করবে। বাকিটা তোমার ভাগ্য। এখন একটু বসো, আমি লিখে ফেলি চিঠি ক'টা।'

তিনটে চিঠি লিখলেন মিস্টার ল্যাঙটন। খামে ভরে, মুখ আটকে ঠিকানা লিখলেন। এগিয়ে দিলেন এডওয়ার্ডের দিকে।

'একটা চিঠি ল্যাঙ্কাশায়ারের দুই ক্যাথলিক ভদ্রমহিলার জন্যে,' বললেন তিনি। 'ওঁরা আন্তরিকভাবে তোমার যত্ন নেবেন। আর অন্য দুটো ইয়র্কশায়ারে আমার দুই বন্ধুর জন্যে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ল্যাঙটন।'

'সম্ভব হলে রাত নামবার আগেই লন্ডন ছাড়ো– যত তাড়াতাড়ি ততই মঙ্গল।

আর শোনো, পথে যথাসম্ভব মানুষজন এড়িয়ে চলবে, কারও সাথে কথা বলবে না, কাউকে বিশ্বাস করবে না। সাথে পিস্তল আছে?'

'আছে, স্যার। দুটো। ওগুলোর আসল মালিক মিস্টার র‍্যাটক্লিফ।'

'ও, তা হলে আর চিন্তা নেই, ওগুলো ভাল জিনিস। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে র‍্যাটক্লিফ যতটা খুঁতখুঁতে ছিল অত আমি আর কাউকে দেখিনি। তা হলে, বিদায়, মিস্টার আর্মিটেজ, কামনা করি তুমি সফল হও।'

## একুশ

অন্য চিঠিগুলো প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এডওয়ার্ড ও স্যাম্পসন যখন হোটেলে ফিরল তখন দুপুরে খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও হোটেল কর্তৃপক্ষ ওদের গরম খাবারই সরবরাহ করল। 'এই হোটেলে যারা থাকে তাদের অনেকেই বোধহয় অসময়ে খায়,' ভাবল এডওয়ার্ড।

খাওয়ার পর ঘরে ফিরে ও স্যাম্পসনকে বলল, 'কাল ভোরে তুমি বাড়ি ফিরে যাও।'

'আপনি?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।

'আমার ফিরতে কিছু দেরি হবে। মিস্টার হিদারস্টোনের কাজে ক'দিনের জন্যে একটু লন্ডনের বাইরে যাব।'

'আমি থাকলে ভাল হত না?'

'দরকার নেই, আমি একাই পারব। মিস্টার হিদারস্টোনকে বোলো, আপাতত কোন চিঠি দিলাম না, কাজ হলে আর সময় সুযোগ পেলে দেব।'

'আপনি কখন রওনা হবেন?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।

'এই তো একটু পরেই। বাড়ির সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো।'

কাপড়চোপড়গুলো গুছাতে যতক্ষণ লাগল, তারপরই থলেটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড হোটেল ছেড়ে। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়া নিল। একটু পরে দেখা গেল লন্ডনের পথ ধরে ছুটছে ও উত্তর দিকে।

শহর ছেড়ে বেরোতে বেরোতেই বিকেল গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ বারনেট-এ পৌঁছুল। রাতের অন্ধকারে, অজানা পথে আর এগোনো ঠিক হবে না ভেবে একটা সরাইখানার সামনে গিয়ে থামল এডওয়ার্ড। ঘোড়াটাকে সহিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকল। সরাইওয়ালা ভেতরের ঘরে ছিল। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, রাতের মত একটা বিছানা পাওয়া যাবে কিনা। মাথা ঝাঁকাল সরাই-মালিক।

কাঁধের থলেটা তার কাছে জমা রেখে বাইরে বড় ঘরটায় আগুনের কাছে গিয়ে বসল এডওয়ার্ড। খাওয়ার আগ পর্যন্ত এখানেই কাটাতে চায়।

হঠাৎ এডওয়ার্ডের চোখ পড়ল একধারে একটা টেবিল ঘিরে বসে থাকা তিনজন মানুষের উপর। তাদের পোশাকগুলো দেখলে বোঝা যায়, এক সময় ঝকঝকে তকতকে সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন মদ, ধুলোবালি আর কাদার ছোপ লেগে আছে এখানে ওখানে। ওর রাউন্ডহেড ধাঁচের পোশাক-আশাক আর হ্যাটের দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাল ওরা। একজন বলে উঠল:

'তোমার ঘোড়াটা দারুণ দেখতে। নিশ্চয়ই যেমন চেহারা ছোটেও তেমনি?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষিপ্ত জবাব এডওয়ার্ডের।

'উত্তরে যাচ্ছ নাকি?' সেই একই জন প্রশ্ন করল।

'ঠিক উত্তরে না,' আর যেন কোন প্রশ্নের জবাব দিতে না হয় সেজন্য উঠে জানালার দিকে যেতে যেতে বলল এডওয়ার্ড।

'আরে, দেমাকে দেখি মাটিতে পা পড়ছে না ছোঁড়া রাউন্ডহেডের!' মন্তব্য করল আরেকজন।

'হুঁ,' আবার প্রথমজন, 'ভদ্রলোকদের সাথে কী করে কথা বলতে হয় বোধহয় জানে না ছোকরা।'

'জানে না তো কি হয়েছে,' এবার তৃতীয়জন, 'আমরা ওকে শিখিয়ে দিলেই পারি।'

কোন জবাব দিল না এডওয়ার্ড, ইচ্ছাও হলো না দেওয়ার। বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল কেবল। এমন সময় গলা শোনা গেল সরাইওয়ালার। কখন যে লোকটা ঘরে ঢুকেছে এবং ওদের আলাপ শুনেছে টের পায়নি।

'ভাগো এখান থেকে শয়তানের চেলারা,' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'যাও আস্তাবলে যাও, নইলে কাকে ডাকব জানা আছে তো?'

অকথ্য ভাষায় মুখ খিস্তি করে উঠল লোক তিনটে। অবশ্য উঠেও দাঁড়াল। এডওয়ার্ডের দিকে বিষদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আমি দুঃখিত, স্যার,' এডওয়ার্ডের কাছে এসে বলল সরাইওয়ালা। 'কখন যে বদমাশগুলো ঢুকেছে টেরই পাইনি। আপনি কি অনেক দূরে যাবেন? যদি যান একা যাওয়া ঠিক হবে না, দলের সঙ্গে যাবেন।'

'ওরা কি ছিনতাই করে বেড়ায়?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'আঁ,...মনে হয়। অবশ্য কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি ওদের বিরুদ্ধে। পেলে আর এখানে থাকত না। চলুন, এখন খেয়ে নেবেন।'

খেয়ে উঠেই সরাইওয়ালার কাছ থেকে থলেটা নিয়ে শুতে চলে গেল এডওয়ার্ড।

পরদিন খুব ভোরে ও ঘুম থেকে উঠে পড়ল। নাশতা করল। তারপর সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সরাইখানা থেকে। আগেই ওর

নির্দেশ পেয়ে ঘোড়া তৈরি রেখেছিল সহিস। লাফ দিয়ে চড়ে বসল এডওয়ার্ড এবং রওনা হয়ে গেল আবার উত্তর দিকে।

প্রথম কিছুক্ষণ ধীর গতিতে ঘোড়া চালাল ও। অবশেষে একটা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে নেমে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াটাকে পাহাড়ের গা বেয়ে। প্রায় চূড়ায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় আচমকা একটা গুলির আওয়াজে থমকে দাঁড়াল এডওয়ার্ড। তারপরেই দ্রুত ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ। ব্যাপার কী কিছু বুঝে উঠবার আগেই ও দেখতে পেল, পাহাড়ের ওপাশ থেকে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে এপাশে এসে পড়ল এক অশ্বারোহী। তার এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম। লোকটা তাকিয়ে আছে পেছন দিকে। যেন দেখতে চাইছে কেউ আসছে কিনা পেছন পেছন। খুব বেশি হলে পাঁচ কি ছয় কদম এগিয়েছে তার ঘোড়া, এই সময় সত্যি সত্যি ওপাশ থেকে চূড়ায় উঠে এল তিনজন লোক। তিনজনই ঘোড়ার পিঠে। দেখামাত্র চিনতে পারল এডওয়ার্ড। সেই তিন ছিনতাইকারী। ওদের একজন গুলি ছুঁড়ল অশ্বারোহীর দিকে। কিন্তু লাগাতে পারল না। পরমুহূর্তে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল অশ্বারোহী। চিৎকার করে পড়ে গেল এক ছিনতাইকারী।

আর দেরি করা সমীচীন মনে করল না এডওয়ার্ড। এক লাফে ঘোড়ায় চাপল ও। পোশাকের ভিতর থেকে পিস্তল বের করতে করতে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। অশ্বারোহী যেদিক থেকে এসেছে সেদিকেই। অশ্বারোহীকে পাশ কাটাল ও। অক্ষত দুই ছিনতাইকারীর মুখোমুখি ও এখন। নির্দ্বিধায় এডওয়ার্ড ঘোড়া টানল পিস্তলের। মুখ থুবড়ে পড়ল একজন। তৃতীয়জন বেগতিক দেখে ঘোড়া নামিয়ে নিয়ে গেল পথের একপাশে। লাফ দিয়ে একটা খানা পেরোল, তারপর প্রাণপণে ছুটল ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে।

যে লোকটা ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছিল সে এবার লাগাম টেনে দাঁড়াল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মাঝারি গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল এডওয়ার্ডের দিকে। তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল এডওয়ার্ডও।

'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ,' কাছে এসে লোকটা বলল। 'ভাগ্য ভাল সময় মত তুমি এসে পড়েছিলে। তিন বদমাশের সাথে একা পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'কোথাও লাগেনি তো তোমার?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'না, একটা আঁচড়ও না। প্রায় আধ মাইল আগে ওরা চড়াও হয়েছে আমার ওপর। মনে হচ্ছে দলটাই নিকেশ হয়ে গেল। গুলি খাওয়া দুটো যদি এখনও মরে না থাকে, শিগ্গিরই মরবে।'

'কী হবে ওদের?'

'যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, আবার কী?' জবাব দিল আগন্তুক। 'অত্যন্ত জরুরি কাজে উত্তরে যাচ্ছি আমি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে পারব না। অবশ্য সময় থাকলেও ওদের জন্যে তা নষ্ট করতাম কিনা সন্দেহ। দুনিয়ায় এ ধরনের

সৈন্যরা যত দূরে থাকে ততই মঙ্গল।'

'উত্তরে যাচ্ছিলে! তুমি তো উত্তর দিক থেকেই এলে!' অবাক হয়ে বলল এডওয়ার্ড।

'বদমাশগুলো ফিরে ফেলবার পর ঘুরে উল্টোদিকে রওনা হয়েছিলাম। মনে হচ্ছে তুমিও উত্তরেই যাচ্ছ। তোমার আপত্তি না থাকলে আমরা এক সাথে যেতে পারি। তা হলে আবার যদি এ ধরনের হামলা হয় ঠেকাতে পারব সহজে।'

লোকটার মধ্যে এমন ভদ্র, প্রাণখোলা আর অমায়িক একটা ভাব লক্ষ করল যে আপত্তি তো দূরের কথা, সানন্দে রাজি হয়ে গেল এডওয়ার্ড।

পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে চলল দু'জন।

সুগঠিত শরীর আগন্তুকের। দেখলেই মনে হয় প্রচুর শক্তি আর ক্ষমতা আছে ওই শরীরে। চেহারা সুন্দর। বয়স হবে একত্রিশ বত্রিশ। অভিজাত বংশের দামী পোশাক পরনে। নাম জিজ্ঞেস করায় সে জবাব দিল, চ্যালোনার।

পথ চলতে চলতে কিছুক্ষণ টুকিটাকি বিষয়ে আলাপ করল ওরা। তারপর এক সময় আগন্তুক প্রশ্ন করল, 'তুমি কী ছদ্মবেশে আছ?'

আচমকা এমন একটা প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল এডওয়ার্ড। 'কেন, এ কথা মনে হলো কেন তোমার?'

'না, এমনি। পোশাক দেখে মনে হয় তুমি রাউন্ডহেড, কিন্তু তোমার কথাবার্তা, আচরণ পোশাকের সঙ্গে মেলে না। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম আর কী। তোমার যদি বলতে আপত্তি থাকে তা হলে থাক। তবে আমি কথা দিচ্ছি বললে তোমার ক্ষতি হবে না। তোমার কাছে আমি এতটাই ঋণী যে বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা ভাবতেই পারি না। আশা করি বিশ্বাস করছ আমাকে।'

'হ্যাঁ, করছি।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল এডওয়ার্ড। তারপর বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি উপায় থাকলে এ পোশাক আমি প্রাণ গেলেও পরতাম না।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে। আরেকটা কথা মনে হচ্ছে…'

'বলো,' চ্যালোনারকে ইতস্তত করতে দেখে এডওয়ার্ড বলল।

'মনে হচ্ছে তুমি আমি একই উদ্দেশ্যে উত্তরে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি রাজার পক্ষ হয়ে শয়তানগুলোকে একটা শিক্ষা যদি দেয়া যায় এই আশায়।'

দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এডওয়ার্ডের, কিন্তু কিছু বলল না।

'তোমার উদ্দেশ্যও যদি আমার মতই হয়,' বলে চলল চ্যালোনার, 'তা হলে আমার সাথেই থাকতে পারবে ল্যাঙ্কাশায়ারে। আমার দুই আত্মীয় আছেন ওখানে। যতদিন না সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারো ততদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও আশ্রয় দেবেন ওরা।'

'কী নাম তোমার আত্মীয়দের?'

'কনিংহ্যাম।'

মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে চ্যালোনারের দিকে বাড়িয়ে

দিল এডওয়ার্ড। 'ঠিকানাটা পড়ো।'

শব্দ করে পড়ল চ্যালোনার:

'প্রাপক: মিস কনিংহ্যাম
'পোর্টলেক, বোলটন,
'কাউন্টি: ল্যাঙ্কাশায়ার।'

'এই ঠিকানায় আমি যাচ্ছি,' বলল এডওয়ার্ড।

হো-হো করে হাসল চ্যালোনার।

'চমৎকার!' চিৎকার করে উঠল সে। 'তা হলে ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি। একই জায়গায় একই কাজে যাচ্ছি আমরা, এবং একই আশ্রয়ে থাকব। যাক, বাবা, বাঁচা গেল, আগামী তিনটে দিন আর সঙ্গীর সাথে লুকোচুরি খেলতে হবে না।'

এরপর অনাগত যুদ্ধ সম্পর্কে আলাপ শুরু করল চ্যালোনার। রাজা চার্লসের বর্তমান বাহিনী সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক যা যা শুনেছে সব বলল। শেষে যোগ করল, 'যদি একবার রাজার বাহিনীতে যোগ দিতে পারি, আমি প্রাণ দিয়ে লড়ব, এডওয়ার্ড, দেখে নিয়ো। বাবার খুনের বদলা আমাকে নিতেই হবে।'

'তোমার বাবাও রাউন্ডহেডদের হাতে মারা গেছেন নাকি?' প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'হ্যাঁ, নেসবির যুদ্ধে মারা গেছেন বাবা।'

'নেসবির যুদ্ধে! তুমি ওখানে ছিলে নাকি তখন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বাবাও নেসবির যুদ্ধেই মারা যান।'

'তোমার বাবাও! কিন্তু– কিন্তু আর্মিটেজ নামের কোন ক্যাভালিয়ার ওই যুদ্ধে ছিল বলে তো মনে পড়ছে না! তুমি ভুল খবর পাওনি তো?'

'না, ভুল খবর পাইনি। তা হলে শোনো, আমি আসলে আর্মিটেজ নই। আমার নাম এডওয়ার্ড বিভারলি। আমার বাবা কর্নেল বিভারলি।'

চমকে উঠল চ্যালোনার। 'তাই তো বলি, এতক্ষণ তোমার চেহারাটা চেনা চেনা লাগছিল কেন! অবিকল বাবার চেহারা পেয়েছ তুমি। যদিও মাত্র একবারের জন্যে দেখেছিলাম তাঁকে, কিন্তু ভালই মনে আছে চেহারাটা। কর্নেল বিভারলির ছেলে তুমি, রাজা খুব খুশি হবেন তোমাকে পেয়ে। আমার খালারাও খুব খুশি হবেন একজন বিভারলিকে তাঁদের বাড়িতে পেলে।'

তিনদিন পর সন্ধ্যাবেলা ওরা পৌঁছুল পোর্টলেক-এ। বিশাল বিশাল প্রাচীন গাছে ঘেরা প্রাসাদোপম একটা অট্টালিকার সামনে গিয়ে লাগাম টানল চ্যালোনার। দেখাদেখি এডওয়ার্ডও। কিছুক্ষণের মধ্যে বিরাট একটা হলঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। সেখানে সাক্ষাৎ হলো দুই বৃদ্ধার সঙ্গে। উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিলেন

তারা চ্যালোনারের জন্য।

তাঁদের সঙ্গে এডওয়ার্ডের পরিচয় করিয়ে দিল চ্যালোনার। পথে ছিনতাইকারীদের হাত থেকে ও ওকে বাঁচিয়েছে শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন দুই বৃদ্ধা।

‘রাজার বাহিনী এখন কোথায়?’ এডওয়ার্ড জানতে চাইল।

‘যদ্দূর শুনেছি আজ রাতের ভেতর আমাদের কয়েক মাইলের ভেতর এসে যাবে,’ জবাব দিলেন এক বৃদ্ধা।

‘তা হলে তো কালই আমরা যোগ দিতে পারি,’ বলল চ্যালোনার, ‘আপত্তি নেই তো, এডওয়ার্ড?’

‘মোটেই না।’

## বাইশ

পরদিন ওরা বিছানা ছাড়বার আগেই এক লোক খবর নিয়ে এল, পোর্টলেক থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে ছাউনি ফেলেছে রাজার বাহিনী।

এক ঘণ্টার মধ্যে কাপড় পরে, নাশতা সেরে বেরিয়ে পড়ল দু'জন। এডওয়ার্ডের পরনে এখন চ্যালোনারের একটা সুট। এখন আর ওটা চ্যালোনারের গায়ে হয় না। কয়েক বছর আগে যখন ও একটু ক্ষীণদেহী ছিল তখন পরত। প্রায় নতুন পোশাকটা তোলা ছিল বাক্সে। এডওয়ার্ডকে পুরনো পোশাক পরতে দেখে চ্যালোনার দিয়েছে এটা। বলেছে, ‘তুমি রাজার সৈনিক হতে যাচ্ছ, রাউন্ডহেডদের পোশাক পরা চলবে না।’

খুশি মনে মেনে নিয়েছে এডওয়ার্ড। সুট-এর পর চ্যালোনারেরই একটা পালকওয়ালা হ্যাট মাথায় দিয়েছে। সুদর্শন একজন ক্যাভালিয়ারের মত লাগছে এখন ওকে।

এক ঘণ্টার ভেতর পৌঁছে গেল ওরা ছাউনির প্রথম চৌকির কাছে। প্রহরীর নির্দেশে ঘোড়া থামাল চ্যালোনার ও এডওয়ার্ড। আসবার উদ্দেশ্য জানাতেই কর্মকর্তার কাছে নিয়ে গেল প্রহরী। কর্মকর্তা একজন আর্দালী দিয়ে জেনারেল মিডলটনের তাঁবুতে পাঠিয়ে দিল দু'জনকে।

জেনারেল মিডলটন আগে থেকেই চিনতেন চ্যালোনারকে। হাসি মুখে ওকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। এডওয়ার্ডের সাথে জেনারেলের পরিচয় করিয়ে দিল চ্যালোনার। কর্নেল বিভারলির ছেলে শুনে বিশেষ সমাদর করলেন ওকে জেনারেল।

‘মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম, চ্যালোনার,’ বললেন মিডলটন। ‘আমরা একটা অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলছি। আপাতত নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডিউক অভ

বাকিংহাম, অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যাসিকেই অধিনায়কত্ব দেওয়া হবে। এ অঞ্চলে তোমার তো বেশ জানা-শোনা আছে, কিছু যোগ্য লোক জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'আশা করি পারব। আর্ল অভ ডারবি কোথায়, স্যার?'

'আজ সকালেই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন।'

'জেনারেল লেসলি?'

'ওর কথা আর বোলো না, কেমন যেন হতোদ্যম হয়ে আছে। অবশ্য আমি এখনও আশা ছাড়িনি, ধারণা করছি শিগ্‌গিরই ও-ও যোগ দেবে আমাদের সাথে। এতক্ষণে বোধহয় রাজা একটু একা হয়েছেন। চলো, তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।'

দু'জনকে নিয়ে রওনা হলেন জেনারেল রাজা যে বাড়িতে অস্থায়ী দপ্তর স্থাপন করেছেন তার উদ্দেশে। বাইরের ঘরে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পর রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁদের।

মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন মিডলটন। চ্যালোনার এবং এডওয়ার্ডও। জেনারেল বললেন, 'মহানুভব, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে নিয়ে এলাম। এ হচ্ছে মেজর চ্যালোনার, আর এ এডওয়ার্ড বিভারলি, আমাদের কর্নেল বিভারলির বড় ছেলে।'

'বিভারলির ছেলে!' অবাক কণ্ঠে রাজা বললেন। 'কিন্তু আমরা তো শুনেছি ওর ছেলে-মেয়েরা সব আর্নউডে পুড়ে মারা গেছে।'

'ঠিকই শুনেছেন, মহানুভব,' হাঁটু গেড়ে বসে এডওয়ার্ড বলল। 'খবরটা ওভাবেই রটানোর ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা।'

'আচ্ছা! তার মানে সত্যিই তোমরা পুড়ে মরোনি! শুনে খুব খুশি লাগছে, ভাগ্যবান মনে হচ্ছে নিজেকে। বিভারলির মত সাহসী, বিশ্বস্ত মানুষের একটা ছেলেকে অন্তত আমরা পেয়েছি। আমাদের কাছাকাছি থাকবে সব সময়, বিভারলি নামটাই আমাদের মনে সাহস এনে দেবে।'

রাজার হাত ধরে চুমু খেলো এডওয়ার্ড। বলল, 'মহানুভব, আপনি যে সম্মান আমাকে আজ দিলেন এর মর্যাদা আমি প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করব।'

আরও দু'চারটে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হলো। অবশেষে রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড ও চ্যালোনার। রাজার কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নেওয়ার জন্য রয়ে গেলেন জেনারেল মিডলটন।

অভিভূত এডওয়ার্ড সম্মোহিতের মত হেঁটে চলেছে চ্যালোনারের পাশাপাশি। এত সহজে রাজার সাথে দেখা হয়ে যাবে, এবং তাঁর কাছে এত সমাদর পাবে কল্পনাও করেনি সে। নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্য।

হঠাৎ জেনারেলের ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল

বাকিংহাম, অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যাসিকেই অধিনায়কত্ব দেওয়া হবে। এ অঞ্চলে তোমার তো বেশ জানা-শোনা আছে, কিছু যোগ্য লোক জোগাড় করে দিতে পারবে?'

'আশা করি পারব'। আর্ল অভ ডারবি কোথায়, স্যার?'

'আজ সকালেই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন।'

'জেনারেল লেসলি?'

'ওর কথা আর বোলো না, কেমন যেন হতোদ্যম হয়ে আছে। অবশ্য আমি এখনও আশা ছাড়িনি, ধারণা করছি শিগ্গিরই ও-ও যোগ দেবে আমাদের সাথে। এতক্ষণে বোধহয় রাজা একটু একা হয়েছেন। চলো, তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।'

দু'জনকে নিয়ে রওনা হলেন জেনারেল রাজা যে বাড়িতে অস্থায়ী দপ্তর স্থাপন করেছেন তার উদ্দেশে। বাইরের ঘরে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পর রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁদের।

মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন মিডলটন। চ্যালোনার এবং এডওয়ার্ডও। জেনারেল বললেন, 'মহানুভব, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে নিয়ে এলাম। এ হচ্ছে মেজর চ্যালোনার, আর এ এডওয়ার্ড বিভারলি, আমাদের কর্নেল বিভারলির বড় ছেলে।'

'বিভারলির ছেলে!' অবাক কণ্ঠে রাজা বললেন। 'কিন্তু আমরা তো শুনেছি ওর ছেলে-মেয়েরা সব আর্নউডে পুড়ে মারা গেছে।'

'ঠিকই শুনেছেন, মহানুভব,' হাঁটু গেড়ে বসে এডওয়ার্ড বলল। 'খবরটা ওভাবেই রটানোর ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা।'

'আচ্ছা! তার মানে সত্যিই তোমরা পুড়ে মরোনি! শুনে খুব খুশি লাগছে, ভাগ্যবান মনে হচ্ছে নিজেকে। বিভারলির মত সাহসী, বিশ্বস্ত মানুষের একটা ছেলেকে অন্তত আমরা পেয়েছি। আমাদের কাছাকাছি থাকবে সব সময়; বিভারলি নামটাই আমাদের মনে সাহস এনে দেবে।'

রাজার হাত ধরে চুমু খেলো এডওয়ার্ড। বলল, 'মহানুভব, আপনি যে সম্মান আমাকে আজ দিলেন এর মর্যাদা আমি প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করব।'

আরও দু'চারটে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা হলো। অবশেষে রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড ও চ্যালোনার। রাজার কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নেওয়ার জন্য রয়ে গেলেন জেনারেল মিডলটন।

অভিভূত এডওয়ার্ড সম্মোহিতের মত হেঁটে চলেছে চ্যালোনারের পাশাপাশি। এত সহজে রাজার সাথে দেখা হয়ে যাবে, এবং তাঁর কাছে এত সমাদর পাবে কল্পনাও করেনি সে। নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্য।

হঠাৎ জেনারেলের ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল

হাসি মুখে এগিয়ে আসছেন তিনি।

'তোমার জন্যে সুখবর আছে, এডওয়ার্ড,' কাছে এসে বললেন জেনারেল। তোমাকে অশ্বারোহী বাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে নিয়োগ করেছেন রাজা। আজ দুপুরের মধ্যে নিয়োগপত্র তৈরি করে দস্তখতের জন্যে ওঁর কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে।'

'ক্যাপ্টেন!...আমাকে...! আজই!' আর কিছু উচ্চারণ করতে পারল না এডওয়ার্ড।

'হ্যাঁ। রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর সাথে সংযুক্ত থাকবে আপাতত। চ্যালোনার তোমার অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে। কালই আমরা চেশায়ারের ওয়ারিংটনের দিকে যাত্রা করব, বুঝতেই পারছ, তৈরি হওয়ার জন্যে বেশি সময় তুমি পাচ্ছ না।'

'পার্লামেন্টারি বাহিনীর কোন খবর পাওয়া গেছে নাকি, স্যার?'

'হ্যাঁ, ওরা এখন লন্ডনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ইয়র্কশায়ার সড়ক ধরে। নিঃসন্দেহে আমাদের কোমর ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করবে ওরা, সুতরাং তেমনি ভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের। তোমরা এখন যাও তা হলে, তৈরি হয়ে নাও।'

ওয়ারিংটনে পৌঁছে পার্লামেন্টারি বাহিনীর ছোট্ট একটা দলের সাথে সংঘর্ষ হলো রাজার বাহিনীর।

অতর্কিতে আক্রমণ চালাল শত্রু। কিন্তু সংখ্যায় এত কম ছিল যে কয়েক মিনিটের ভিতরই পিঠটান দিতে বাধ্য হলো তারা। কোন পক্ষেই বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হলো না। যখন জানা গেল ক্রমওয়েলের সেরা জেনারেলদের একজন ল্যাম্বার্ট নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পার্লামেন্টারি দলটার তখন মহাউল্লাস শুরু হয়ে গেল রাজকীয় বাহিনীর সৈনিকদের ভেতর। খুশিতে সবাই প্রায় নেচে ওঠে আর কি– ভাল একটা শিক্ষা দেওয়া গেছে আজ ল্যাম্বার্টকে।

কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, রাজার বাহিনীকে একটু দেরি করিয়ে দেওয়া আর ক্লান্ত করে তুলবার জন্যই ল্যাম্বার্টকে পাঠিয়েছিলেন ক্রমওয়েল, যুদ্ধ করবার জন্য নয়। সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে ফিরে গেছেন ল্যাম্বার্ট। এদিকে শুধু রাজা নয়, রাজার দুর্ধর্ষ সেনানায়করা পর্যন্ত ল্যাম্বার্টের পরাজয়টাকে ধরে নিলেন নিজেদের বিরাট এক সাফল্য বলে। আর্ল অভ ডারবি এবং আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সেনানায়ককে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ল্যাঙ্কাশায়ারে, রাজার সমর্থকদের সংগঠিত করে নিয়ে আসবেন ওখান থেকে। ফল হলো, রাজার বর্তমান বাহিনীটা পড়ল দুর্বল হয়ে।

এদিকে ঝড়ের বেগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসায় রাজকীয় বাহিনীর সৈনিকরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন বিশ্রামের খুব প্রয়োজন ওদের। এই

পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়া হয়তো যাবে, কিন্তু যুদ্ধজয় সম্ভব হবে না। তাই ঠিক হলো, আপাতত উওরসেস্টারে গিয়ে অবস্থান করবে রাজার বাহিনী। ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আর্ল অভ ডারবি নতুন লোক নিয়ে এলে আবার অগ্রসর হবে লন্ডনের পথে।

উওরসেস্টারের নাগরিকরা যথেষ্ট সমাদরের সাথে গ্রহণ করল রাজা ও তাঁর সৈনিকদের। পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করল। তারপর এল প্রথম দুঃসংবাদটা। আর্ল অভ ডারবির দল ল্যাঙ্কাশায়ারে পৌঁছানোর আগেই বাধা পেয়েছে পার্লামেন্টারি বাহিনীর হাতে, এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বেশির ভাগ সৈনিকই মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তারা বন্দি হয়েছে। অর্থাৎ নতুন লোক আসবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এরপর পাওয়া গেল আসল দুঃসংবাদ। রাজার সেনানায়কদের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়েছে। ডিউক অভ বাকিংহ্যাম সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হতে চাইছেন, কিন্তু রাজা তাঁর সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। অন্যদিকে জেনারেল লেসলি হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। তাঁর বিশ্বাস কিছুতেই রাজার এই বাহিনী পেরে উঠবে না পার্লামেন্টারিয়ানদের সঙ্গে। এসবের ফলে উওরসেস্টারে বসে বিশ্রাম নেওয়াই কেবল হচ্ছে, নতুন করে যাত্রা বা প্রতিরোধের কোন প্রস্তুতি চলছে না। একমাত্র মিডলটনই এখনও স্থির, কর্তব্যনিষ্ঠ রয়েছেন, কিন্তু তিনি একা কী করবেন?

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে, সেনানায়কদের কোন্দল কমেনি, বরং বেড়েছে। অষ্টপ্রহর ঘোড়ার পিঠে কাটছে এডওয়ার্ডের। রাজা যেখানে যান ছায়ার মত সঙ্গে থাকে ও। সেটাই তার কাজ। এভাবে আরও কয়েকটা দিন চলে গেল। অবশেষে খবর এল, এসে গেছে ক্রমওয়েলের বাহিনী। আর আধদিনের পথও দূরে নেই।

এবার টনক নড়ল সেনানায়কদের। কিন্তু কোন কিছু করবার সময় তখন পেরিয়ে গেছে।

সেপ্টেম্বরের তিন তারিখে উওরসেস্টার নগরীর বাইরের প্রান্তরে পৌঁছুল ক্রমওয়েলের বাহিনী। তবে তক্ষুণি তারা আক্রমণ করল না। মিডলটনের নির্দেশে কয়েকজন রাজকীয় রক্ষী দূর থেকে নজর রাখতে লাগল ওদের উপর। কিন্তু ওরা চুপ করে আছে তো আছেই। মনে হচ্ছে আজ আর যুদ্ধ হবে না।

দুপুরের দিকে খাওয়া দাওয়ার জন্য নিজের আবাসে এলেন রাজা, সঙ্গে এডওয়ার্ড। কিন্তু এক ঘণ্টা পেরোনোর আগেই সতর্ক-সংকেত শোনা গেল: যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন রাজা। বাইরে জিন চাপানো অবস্থায় তৈরি রাখা হয়েছিল তাঁর ঘোড়া, চড়ে বসেই ছুটলেন তিনি নগর ফটকের দিকে, যেদিকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিন্তু ফটক পর্যন্ত যাওয়ার আগেই বাধা পেলেন, এবং পেলেন

নিজের অশ্বারোহীদের কাছে। ভয়ানক আতঙ্কে উর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটছে তারা।

'থামো তোমরা, ওভাবে ছুটছ কেন? কী হয়েছে?' চিৎকার করলেন রাজা। কিন্তু কর্ণপাত করল না কেউ। এমন বেগে তারা ছুটছে যে রাজা এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের ঘোড়ার সাথে যখন কয়েক জনের ঘোড়ার সংঘর্ষ হলো কেউ খেয়ালই করল না। রাজা পড়ে গেলেন ঘোড়া থেকে। এডওয়ার্ডও পড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে অতি সামান্যর জন্য বেঁচে গেলেন রাজা ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষ্ট হওয়া থেকে।

প্রতিপক্ষের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগিয়ে ক্রমওয়েল তাঁর বাহিনীর একটা বিরাট অংশকে নদী পার করিয়ে এনেছিলেন। ওদের নদী পার হওয়ার সময় দেওয়ার জন্যই তিনি অপেক্ষা করছিলেন উওরসেস্টারের উপকণ্ঠে পৌছেও। দুপুর নাগাদ তাঁর বাহিনীর তিন চতুর্থাংশ যোগ দিল তাঁর সাথে। এরপর আর অপেক্ষা করা অর্থহীন মনে করে তক্ষুণি রাজার বাহিনীকে আক্রমণ করলেন তিনি। অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ল রাজকীয় সৈনিকরা। তা সত্ত্বেও জেনারেল মিডলটন এবং ডিউক অভ হ্যামিলটন সাহসিকতার সাথে কিছু অতিবিশ্বস্ত সৈনিককে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু দুই সেনাপতিই যখন আহত হলেন তখন সৈনিকরা যেন নিরুপায় হয়েই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত ছুটে পালাতে লাগল তারা। ওরা যখন পালাচ্ছে সে সময়ই এগিয়ে আসছিলেন রাজা।

কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন রাজা চার্লস। এডওয়ার্ড, চ্যালোনার এবং আরও কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে শহরে ফিরে চললেন। নিজের আবাসস্থলে পৌছে অতিজরুরি কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসে আবার ঘোড়ায় চাপলেন তিনি। অনুচরদের নির্দেশ দিলেন অনুসরণ করতে। তাঁর ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া অশ্বারোহীদের সংগঠিত করে আবার রুখে দাঁড়াবেন।

কয়েক ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পর প্রায় চার হাজার ঘোড়সওয়ারকে জড়ো করতে পারলেন রাজা। কিন্তু দেখলেন তারা তখনও এমন আতঙ্কিত যে ওদের নিয়ে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা পালানোও সম্ভব নয়। শেষমেশ তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন একাই পালাবেন। তা হলে হয়তো নিরাপদ এলাকায় পৌছে যেতে পারবেন অক্ষত শরীরে। এই ভেবে সে রাতেই কাউকে– এমনকী এডওয়ার্ড বা চ্যালোনারকেও কিছু না বলে পালিয়ে গেলেন তিনি অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে।

পরদিন সকালে সৈনিকরা যখন দেখল রাজা পালিয়েছেন তখন তাদের থিতিয়ে আসা আতঙ্ক আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তড়িঘড়ি যে যার মত পালাল তারাও।

'মনে হচ্ছে এই অভিযানের সবচেয়ে দুরূহ কাজটা এবার আমাদের করতে হবে,' তিক্ত একটু হেসে বলল এডওয়ার্ড।

'কী রকম?' জানতে চাইল চ্যালোনার।

'প্রাণ নিয়ে বাড়ি পৌঁছুতে হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমার অবস্থা তো আরও খারাপ, কোন মতে বাড়ি পৌঁছুলেও বাড়িতে থাকতে পারব কিনা সন্দেহ। আমার খোঁজে ওরা সারা ল্যাঙ্কাশায়ার চষে ফেলবে। কী যে করব বুঝতে পারছি না।'

'কী আর করবে, আর কোন জায়গা না থাকলে আমার সাথে যেতে পারো,' প্রস্তাব দিল এডওয়ার্ড। 'আমি যদি নিরাপদে থাকি তুমিও থাকবে। জঙ্গলের ভিতর আমাদের বাড়ি, রাউন্ডহেডেরা ওদিকে খুব একটা যায় না।'

কিছুক্ষণ ভাবল চ্যালোনার। অবশেষে বলল, 'ঠিক আছে, আপাতত তোমার সাথে নিউ ফরেস্টেই যাই। তারপর সময় সুযোগ হলে দেখব, অন্য কোথাও যাওয়া যায় কি না।'

'তা হলে চলো, দেরি করা ঠিক হবে না। কিন্তু ও কী! গুলির শব্দ না?'

'তাই তো মনে হলো। চলো তো সামনের ওই পাহাড়টায় উঠে দেখি কী হচ্ছে ওপাশে।'

কয়েক মিনিট লাগল পাহাড়টার চূড়ায় পৌঁছাতে। দেখল প্রায় সিকি মাইল মত দূরে ছোট একদল ক্যাভালিয়ারের সাথে বড়সড় একদল পার্লামেন্টারি অশ্বারোহীর হাতাহাতি যুদ্ধ হচ্ছে। বাবার তরবারিটা এক টানে কোষ মুক্ত করল এডওয়ার্ড।

'চলো, চ্যালোনার,' বলল ও, 'সুযোগ পাওয়া গেছে, শয়তানগুলোর দু'একটাকে অন্তত আমরা খতম করতে পারব।'

'রাজি! চলো!' চিৎকার করে বলেই ঘোড়ার পেটে বুটের গোড়ালি দিয়ে খোঁচা দিল চ্যালোনার। লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল ওর ঘোড়া। এডওয়ার্ডও ঘোড়া ছুটিয়েছে। দু'মিনিটেরও কম সময়ের ভেতর ওরা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল লড়াইকারীদের মাঝখানে। দূর থেকে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না, এখন খেয়াল করল, ওরা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে যাদের পিঠ তারাই শত্রুপক্ষ।

পিছন থেকে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে পার্লামেন্টারি সৈনিকরা ভাবল হামলাকারীর সংখ্যা দুইয়ের অনেক বেশি হবে। ওদের কয়েকজন আহত বা নিহত হয়ে পড়ে যেতেই বাকিরা ছুটল যে যেদিকে পারল। পিছনে ফেলে গেল বেশ কয়েকজন আহত-নিহত সঙ্গীকে।

'ধন্যবাদ, চ্যালোনার! ধন্যবাদ, বিভারলি!' চিৎকার করে উঠল ক্যাভালিয়ার দলটার নেতা। লোকটাকে চিনতে পারল এডওয়ার্ড– গ্রেনভিল, রাজার ঘনিষ্ঠ সহচরদের একজন। 'ভাগ্যিস তোমরা এসেছিলে,' একটু এগিয়ে এসে সঙ্গীদের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সে বলল, 'এই গর্দভগুলো আরেকটু হলেই দৌড় লাগাচ্ছিল। ওদের নিয়ে আর চলা যাবে না, আমি তোমাদের সাথে যোগ দিতে চাই। নেবে আমাকে?'

'সানন্দে,' জবাব দিল চ্যালোনার। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'এত লোক

লন্ডন থেকে আমার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছিল, কথাটা সত্যি কিনা। আমি বলেছি, আমি কিছু জানি না। তুমি রাজার বাহিনীতে না পার্লামেন্টারি বাহিনীতে যোগ দিতে গিয়েছ, না কি অন্য কোথাও গিয়েছ, বলে যাওনি। এখন তুমি এই পোশাকে ফিরে আসায় আমি জোর দিয়ে বলতে পারব তুমি পার্লামেন্টারি বাহিনীতেই যোগ দিতে গিয়েছিলে। এবার যাও, খাবার ঘরে গিয়ে বসো, আমি দশ মিনিটের ভেতর আসছি।'

খাবার ঘরে এসে এডওয়ার্ড দেখল, ক্লারা আর পেশেন্স বসে আছে। ফিবির কাছ থেকে ইতোমধ্যে ওরা জেনে গেছে ওর আসবার খবর। ওকে দেখে দু'জনই একসাথে চিৎকার করে উঠল, 'এডওয়ার্ড!'

ছুটে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লারা। আর পেশেন্স বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে জল টল টল করে উঠল ওর চোখ দুটোয়।

পরদিন সকালে কুটিরে ফিরে এল এডওয়ার্ড। এবার কিছুদিন বাড়িতে থাকবে ও।

হামফ্রে আর পাবলো আগের দিনই এক গাড়ি ভর্তি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্লারার কুটিরে রেখে এসেছে দেখে খুশি হলো এডওয়ার্ড। চ্যালোনার এবং গ্রেনভিল এখনও পার্লামেন্টারি পোশাক পরে আছে। হামফ্রে ওদের জন্য লিমিংটন থেকে নতুন পোশাক কিনে আনলে বদলাবে।

'বন-প্রধানের মনোভাব কেমন দেখলে?' সবার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করল হামফ্রে।

'চমৎকার। আমাকে রাউন্ডহেড পোশাক পরে যেতে দেখে খুব খুশি হয়েছেন মিস্টার হিদারস্টোন। আমি চলে যাওয়ার পর এদিকে কী একটা ঝামেলা নাকি হয়েছে, সেটা এখন সহজেই সামলাতে পারবেন।'

'আচ্ছা, রাজার খোঁজে সৈন্যরা এদিকে আসবে না তো?' জানতে চাইল গ্রেনভিল।

'খুবই সম্ভব আসা।'

'এলে কী করব আমরা?'

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাছেই একটা কুটির আছে, মেজর র‍্যাটক্লিফের নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'মেজর র‍্যাটক্লিফ মারা গেছেন। তার মেয়ে এখন মালিক ওটার। ওই কুটিরে থাকবে তোমরা। বন-প্রধান তোমাদের নামে দুটো শিকারের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। কিছু দিনের জন্যে বনচর শিকারী হয়ে যাবে তোমরা।'

'এরচেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না,' মন্তব্য করল চ্যালোনার। 'তোমার সাথে শুভক্ষণে দেখা হয়েছিল আমার, বিভারলি।'

একসাথে চলা এখন আর নিরাপদ নয়। তোমরা সবাই আলাদা হয়ে ভেগে পড়ো! তা না হলে জানে বাঁচতে পারবে না কেউ।'

পরামর্শটা মনঃপূত হলো ওদের। বিনা বাক্য ব্যয়ে একেকজন একেকদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

চারপাশে তাকাল এডওয়ার্ড। ডজনখানেক লোক পড়ে আছে। সাতজন রাজার পক্ষের, বাকি পাঁচজন পার্লামেন্টারি সৈনিক।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' হঠাৎ বলল এডওয়ার্ড। 'এই রাউডহেডগুলোর কাপড় খুলে যদি আমরা পরে নেই, কেমন হয়? রাজাকে খুঁজছি বলে সহজেই রাউন্ডহেড এলাকার ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারব।'

'খুব ভাল বুদ্ধি,' বলল চ্যালোনার। 'তা হলে চলো, তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি কাজটা। কখন আবার আরেকদল শয়তানের বাচ্চা হাজির হয় কোন ঠিক আছে?'

আধ ঘণ্টা পর তিনজন পার্লামেন্টারি সৈনিক দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল দক্ষিণের পথে।

## তেইশ

চারদিন পর। সন্ধ্যা।

দিনের কাজ শেষে উঠানে বসে গল্প করছিল হামফ্রে আর পাবলো। হঠাৎ তলোয়ারের ঠক ঠক, আর ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দু'জন। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তিনজন রাউন্ডহেড সৈনিক। নিশ্চয়ই কোন না কোন ভাবে টের পেয়েছে রাজার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এডওয়ার্ড। লাফ দিয়ে উঠে ঘরের দিকে ছুটতে যাবে এই সময় ভেসে এল এডওয়ার্ডের গলা; 'আরে আরে পালাচ্ছিস কোথায়, হামফ্রে, পাবলো?'

'এডওয়ার্ড!' চিৎকার করে উঠল হামফ্রে। 'তুমি ফিরে এসেছ! এত তাড়াতাড়ি!'

উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নামল তিন অশ্বারোহী। হামফ্রে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল এডওয়ার্ডকে। ওর গলা শুনে এডিথ, অ্যালিসও বেরিয়ে এসেছে। ওরাও একসাথে জড়িয়ে ধরল বড় ভাইকে। চ্যালোনার এবং গ্রেনভিলের সাথে ভাইবোনদের পরিচয় করিয়ে দিল এডওয়ার্ড। তারপর বলল, 'ঘোড়াগুলোকে আগে আস্তাবলে পাঠানোর ব্যবস্থা করো, হামফ্রে, তারপর দেখব অ্যালিসের ভাণ্ডারে কী আছে। ততক্ষণ আমরা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নেই।'

ঘণ্টাখানেকের ভেতর খাওয়ার টেবিলে বসল ওরা। এই অল্প সময়েই প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করেছে দুই বোন। দীর্ঘ সময় নিয়ে খেল ওরা। খেতে

খেতে এডওয়ার্ড তার কাহিনী শোনাল. হামফ্রে কেমন সংসার চালাচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিল। অবশেষে এডিথ, অ্যালিস বেরিয়ে গেল দুই অতিথির জন্য বিছানা করতে। মিনিট পনেরো পরেই শুয়ে পড়ল চ্যালোনার আর গ্রেনভিল। হামফ্রের সঙ্গে কিছু সলা পরামর্শ করবার জন্য বাইরে এল এডওয়ার্ড।

'আমার এই দুই বন্ধুকে এখানে রাখা ঠিক হবে না,' বলল ও। 'কী করা যায় বল তো? রাউন্ডহেডরা এসে যদি ওদের দেখে ওরা তো বিপদে পড়বেই, আমরাও পড়ব।'

'ক্লারার কুটিরে পাঠিয়ে দেয়া যায়,' বলল হামফ্রে। 'চাবি তো রয়েছে আমাদের কাছে।'

'হুঁ, ঠিক বলেছিস। এত সহজে সমস্যাটার সমাধান হবে ভাবতেও পারিনি। তা হলে আমি শুতে চললাম। কাল সকালে খুব ভোরে উঠিয়ে দিস আমাকে– বন-প্রধানের বাড়িতে যাব।'

পরদিন সূর্য উঠবার আগেই এডওয়ার্ডকে ডেকে দিল হামফ্রে। বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড। হামফ্রে জানাল ওরা এখনও ওঠেনি। ওরা উঠলে কী বলতে হবে না হবে সে সম্পর্কে হামফ্রেকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ঘোড়ায় চাপল এডওয়ার্ড। এখনও ওর পরনে পার্লামেন্টারি সৈনিকের পোশাক।

পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বন-প্রধানের বাড়িতে পৌঁছুল এডওয়ার্ড। তখনও বাড়ির কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। উঠোনে দেখা হলো স্যাম্পসনের সাথে। ঘোড়াটা তার জিম্মায় দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল ও। ফিবি নাশতা তৈরি করছিল। ওকে চেহারাটা একবার দেখিয়ে মিস্টার হিদারস্টোনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কপাটে করাঘাত করতেই ভিতর থেকে প্রশ্ন শোনা গেল, 'কে?'

'এডওয়ার্ড আর্মিটেজ,' জবাব দিল এডওয়ার্ড।

এক সেকেন্ড পরেই দরজা খুলে গেল। পার্লামেন্টারি পোশাকে এডওয়ার্ডকে দেখে চমকে উঠলেন হিদারস্টোন।

'কী ব্যাপার, এডওয়ার্ড, তুমি এ পোশাকে! যে কোন পোশাকে তুমি আমার কাছে সমান প্রিয়– কিন্তু– এসো, বসো, সব খুলে বলো আমাকে।'

ইস্পাতের শিরস্ত্রাণটা খুলে হাতে নিল এডওয়ার্ড। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে সংক্ষেপে বলে গেল রাজার পরাজয় এবং চ্যালোনার ও গ্রেনভিলকে নিয়ে ওর পালিয়ে আসবার কাহিনী।

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ, এডওয়ার্ড, এই পোশাকে এসে,' বললেন হিদারস্টোন, 'তুমি তো বেঁচেছই আমাকেও বাঁচিয়েছ। আগামী কয়েক দিন এ পোশাকই পরে থাকো।'

'কেন?'

'তুমি চলে যাওয়ার পরই কে যেন লন্ডনে গিয়ে লাগিয়েছে– হিদারস্টোনের সবিচকে দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

'উহুঁ, ও নাম আর নয়। তুমি তো জানোই কারণটা, চ্যালোনার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জনাব সচিব আর্মিটেজ, আর ভুল হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে আজই যদি সৈনিকরা চলে আসে? আমরা শিকারীর পোশাক পাওয়ার আগে তো ওই কুটিরে যেতে পারছি না।'

'বলব আমরাও রাজাকে খুঁজতে এসেছি। আমাদের গায়ে তো রাউন্ডহেড পোশাক আছেই।'

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ চ্যালোনার এডওয়ার্ডকে উঠানের এক পাশে টেনে নিয়ে গেল।

'একটা কথা বলতে চাই তোমাকে, এডওয়ার্ড,' ও বলল। 'কিছু মনে করবে না তো?'

'মনে করব! কী এমন কথা যা শুনলে আমি কিছু মনে করতে পারি?'

'তোমার বোনদের সম্পর্কে…।'

'আমার বোনরা আবার কী করল তোমাকে?'

'করবে আবার কী? আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এমন সুন্দর মিষ্টি দুটো মেয়ে এই বনে পড়ে আছে! এখানে তো ওদের স্থান নয়। ওদের এখন কোন ভদ্রঘরে, ভদ্রমহিলা হিসেবে বেড়ে ওঠার কথা।'

'জানি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড, 'কিন্তু উপায় কী? ওদের নিয়তিই যে এই।'

'শোনো, পোর্টলেকে আমার খালাদের বাড়ি তো দেখেছ। বাড়িটা ছিল আমার নানার, নানা মারা যাওয়ার সময় দিয়ে গেছেন অবিবাহিত দুই মেয়েকে। এডিথ, অ্যালিসকে যদি ওখানে পাঠিয়ে দাও, আমার মনে হয় তার চেয়ে ভাল আর কিছু হবে না। ওঁরা নিজের মেয়েদের যেভাবে রাখতেন ঠিক সেভাবেই রাখবেন ওদের। আমি জানি।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে। যদিও মাত্র একদিন ছিলাম তোমার খালাদের বাড়িতে, কিন্তু একদিনেই অনেকখানি বুঝতে পেরেছি।'

'তা হলে আর কী, সময় সুযোগ হলে পাঠিয়ে দাও ওদের। যদি চাও আমি নিজেও নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য যদি মনে করো তাতে তোমার পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে তা হলে আমার কিছু বলার নেই।'

'না, মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে কথা হলো গিয়ে, এ ব্যাপারে তোমার নয়, তোমার খালাদের মতামত জানতে হবে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, চ্যালোনার, আমি চাই না আমার বোনেরা কারও ঘাড়ের বোঝা হোক। এখানে সুখ হয়তো নেই কিন্তু শান্তি আছে, ওদের এই শান্তিটুকু আমি কেড়ে নিতে পারি না।'

'তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি। বেশ, তা হলে আমি খালাদের কাছে চিঠি লিখি। কী জবাব আসে দেখা যাক। যদি খালারা অমত না করেন তা হলে

তুমি আর বাধা দিতে পারবে না।'

'ঠিক আছে।'

এই সময় ছুটতে ছুটতে এল পাবলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সৈন্য! অনেক! এদিকেই আসছে ঘোড়ায় করে!'

'চ্যালোনার, জলদি যাও, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ো গ্রেনভিলকে নিয়ে,' বলল এডওয়ার্ড। 'আমি যাই কাপড়টা বদলে সচিবের পোশাক পরে ফেলি। হামফ্রে, খেয়াল রাখ, ওরা এলে তুই কথা বলবি। কি বলবি জানিস তো?– আমি বন-প্রধানের সচিব, এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে খবর নিতে এসেছি, আর দুই সৈনিক এসেছে রাজার খোঁজে।'

কয়েক মিনিটের ভিতর পৌছে গেল সৈনিকরা। হামফ্রে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

'কে তুমি?' কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল দলনেতা।

'আমি বনের একজন শিকারী, স্যার,' জবাব দিল হামফ্রে।

'এই কুটিরটা কার? কে কে আছে ভিতরে?'

'কুটিরটা, স্যার, আমার। ঘরে আছে আমার দুই বোন আর একটা কাজের ছেলে।'

'এতগুলো ঘোড়া দেখছি, নিশ্চয়ই তোমার নয়; কাদের?'

'বলছি, স্যার, বন-প্রধানের সচিব এসেছেন একটা ঘোড়ায়, আমরা এখানে আইনমত চলছি কিনা দেখতে। আর দুটো ঘোড়ার মালিক দুই সৈনিক...।'

'সৈনিক! কী সৈনিক?'

'উওরসেস্টার থেকে যারা পালিয়েছে তাঁদের খুঁজতে এসেছেন।'

এই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড। অভিবাদন জানাল সৈনিকদের।

'এই যে, ইনিই সচিব, মিস্টার আর্মিটেজ,' বলল হামফ্রে।

'সৈন্য দু'জন কোন বাহিনীর জানো?'

'আমার মনে হয় ল্যাম্বার্টের। ওদের ডাকি, ওদের কাছেই জিজ্ঞেস করুন।'

হামফ্রের দিকে ফিরল এডওয়ার্ড। বলল, 'যাও ডেকে আনো ওদের।'

'জি, ডাকব? কিন্তু ওরা তো ঘুমিয়ে আছে। ভীষণ ক্লান্ত দেখছিলাম। এখন জাগানো যাবে কি না কে জানে? আপনারা যদি একটু অপেক্ষা করতেন...'

'না আমার সময় নেই,' জবাব দিল দলনেতা। 'ল্যাম্বার্টের দলের কাউকে আমি চিনি না, তা ছাড়া ওরা কোন খবর দিতে পারবে বলেও মনে হয় না। বসে থাকাটা খামোকা হবে। এগোও তোমরা,' নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল সে। কিছুক্ষণের ভেতর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা।

'যাক বাবা, বাঁচা গেল।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এডওয়ার্ড। 'ল্যাম্বার্টের গুণ্ডাগুলোর তুলনায় অনেক সুন্দর আর নিষ্পাপ দেখতে তোমরা,' চ্যালোনার আর গ্রেনভিলের দিকে তাকিয়ে ও বলল। 'দেখা না করে ভালই করেছে। তোমাদের

দেখলেই, আমার ধারণা ব্যাটা সন্দেহ করত।'

পরদিন দুই ফেরারীর জন্য কাপড় কিনতে লিমিংটনে গেল হামফ্রে। যেহেতু ওরা শিকারীর ছদ্মপরিচয়ে থাকবে সেহেতু, দুটো বন্দুকও কেনা হলো ওদের জন্য। এসব নিয়ে ও যখন বাড়ি পৌঁছুল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ক্লারার কুটিরে চলে গেল চ্যালোনার ও গ্রেনভিল। তখন ওদের পরনে শিকারীর পোশাক, কাঁধে বন্দুক।

## চব্বিশ

পরের বেশ কয়েকটা দিন বাড়িতেই রইল এডওয়ার্ড। মাঝে মাঝে গিয়ে চ্যালোনার আর গ্রেনভিলের সাথে দেখা করে আসে: ওরা ঠিক ঠাক মত আছে কিনা খোঁজ নিয়ে আসে। দিনগুলো উদ্বেগের মধ্যে কাটছে ওর। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি রাজার ধরা পড়ার সংবাদ এল। কিন্তু না, রাজাকে বন্দী করবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হলো। ধীরে ধীরে উদ্বেগ থিতিয়ে এল এডওয়ার্ডের। এর মাঝে একদিন খালাদের কাছে লেখা চ্যালোনারের চিঠিটা বন-প্রধানের কাছে দিয়ে এল ও। মিস্টার হিদারস্টোন ওটা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন ল্যাঙ্কাশায়ারে।

এই সময় নতুন একটা দুশ্চিন্তা ঢুকল এডওয়ার্ডের মাথায়। চ্যালোনারের খালারা যদি ওর বোনদের রাখতে রাজি হন তা হলে কী হবে? বনচর বুড়ো জ্যাকবের নাতনীদের কোন অজুহাতে ভদ্রমহিলা হিসাবে গড়ে উঠবার জন্য পাঠাবে? সমাধান একটাই, বন-প্রধানকে কিছু না জানিয়েই পাঠাতে হবে। কিন্তু তা হলেও ব্যাপারটা দু'এক সপ্তার বেশি গোপন থাকবে না। পেশেন্স হিদারস্টোন কয়েক দিন পর পরই ক্লারাকে নিয়ে আসে ওদের সাথে দেখা করতে। এডিথ অ্যালিসকে বাসায় না দেখলে ওরা জানতে চাইবে কোথায় গেছে, তখন কী জবাব দেবে এডওয়ার্ড? তার মানে ওদের আসল পরিচয় আর গোপন রাখবার উপায় নেই। কিন্তু কেনই বা আর গোপন রাখবে? বন-প্রধানকে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। বন-প্রধানও ওকে বিশ্বাস করেন। অনেক ক্ষেত্রে ওর উপর নির্ভর করেন, সেক্ষেত্রে এই লুকোচুরির প্রয়োজন আর কী আছে?

এতদিন পরে এই প্রথম এডওয়ার্ড অনুভব করল, অন্যায় করেছে সদাশয় বন-প্রধানের উপর, আরও আগেই ওর উচিত ছিল পরিচয় দেওয়া। আর একটা ব্যাপার, পেশেন্সের জন্য ওর বা ওর জন্য পেশেন্সের যে অনুভূতি তার পরিণতি কোথায় জানা দরকার। সন্দেহ নেই ও পেশেন্সকে ভালবাসে। পেশেন্সও কি বাসে? নাকি নিছক কৃতজ্ঞতাবোধের কারণেই ওর সাথে ভাল ব্যবহার করে

পেশেন্স? পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছে হলো এডওয়ার্ডের।

'শিগ্‌গিরই একদিন যাব ওদের বাড়িতে,' ভাবল ও।

দু'তিন দিন পর ও এল বন-প্রধানের বাড়িতে। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, পেশেন্সকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কী করে, ভেবে পাচ্ছে না। দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলছে মন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে গেল এডওয়ার্ড বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে উঠে বসবার ঘরে আসতেই পেশেন্স বলল, 'চলো বাগানে বেড়িয়ে আসি।'

আপত্তির কোন কারণ দেখতে পেল না এডওয়ার্ড।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাঁটল ওরা। এক সময় পেশেন্স জিজ্ঞেস করল, 'আসার পর থেকেই তোমাকে বেশ গম্ভীর দেখছি, এডওয়ার্ড, কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছ?'

'হ্যাঁ, পেশেন্স,' বলল এডওয়ার্ড, 'কী করব কিছু বুঝতে পারছি না। আমার একজন বন্ধু দরকার যার কাছ থেকে পরামর্শ পাব।'

'বাবার চেয়ে ভাল আর কে পরামর্শ দিতে পারবে?'

'তা জানি, কিন্তু— কিন্তু ব্যাপারটার সাথে তোমার বাবা জড়িত যে।'

'বাবা কোন অন্যায় করেছেন?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল পেশেন্স।

'না, পেশেন্স, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়।'

'তাহলে?'

'আমার একটা গোপন ব্যাপার আছে, সেটা তোমার বাবাকে বলতে চাই, কিন্তু বুঝতে পারছি না তাতে ওঁর বিপদ হবে কি না—'.

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না, গোপন কথা তোমার, জানলে বিপদ হবে বাবার!'

'হ্যাঁ। একটা উদাহরণ দেই, বুঝতে পারবে। ধরো, আমি জানি তোমাদের আস্তাবলের উপর কুঠুরিতে লুকিয়ে আছেন রাজা চার্লস; তোমার বাবা কিছু জানেন না। এখন আমার কি উচিত হবে তাঁকে জানানো?'

'ব্যাপারটা যদি এ-ই হয় তা হলে আমি বলব, না,' জবাব দিল পেশেন্স। 'কারণ আমি জানি বাবা উপরে উপরে পার্লামেন্টের পক্ষে, কিন্তু অন্তরে রাজার সমর্থক। এখন যদি উনি জানতে পারেন তাঁরই বাড়িতে লুকিয়ে আছেন রাজা, আমার মনে হয় রাজার জন্যে উনি যথাসাধ্য করবেন, এবং নিঃসন্দেহে বিপদে পড়বেন। না এডওয়ার্ড, আমার জন্যে তোমার যদি একটুও সহানুভূতি থাকে বাবাকে জানিও না কথাটা।'

'তোমার জন্যে আমি কতখানি অনুভব করি তা যদি প্রকাশ করতে পারতাম, পেশেন্স। বাইরে যে কয়দিন ছিলাম, অনেক মেয়ে দেখেছি আমি, একজনকেও

পেশেন্স হিদারস্টোনের সমান মনে হয়নি।'

'আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব উঁচু দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমরা তোমার গোপন কথা সম্পর্কে আলাপ করছিলাম, মিস্টার আর্মিটেজ!'

'মিস্টার আর্মিটেজ!' প্রতিধ্বনি করল এডওয়ার্ড। 'এতদিন পরে এই সম্বোধন! যখন আমি আমাদের ব্যবধানটা ভুলতে চাইছি তখন তুমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে আমি কে আর তুমি কে!'

থতমত খেলো পেশেন্স। একটু সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে বলল, 'না, তুমি ভুল ভাবছ। আমি তোষামুদি একদম পছন্দ করি না। তোমাকে থামানোর জন্যেই মিস্টার আর্মিটেজ বলে ডেকেছি। সত্যিই বলছি, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ভেবে চিন্তে বলিনি।'

'তুমি যেটাকে তোষামুদি বললে সেটা আমার মনের কথা, পেশেন্স। আমি তোমাকে ভালবাসি। এত ভালবাসি, তোমার বিচ্ছেদ আমি সইতে পারব না। তুমি যদি আমার ভালবাসা ফিরিয়ে দাও তবু হয়তো আমি বেঁচে থাকব, কিন্তু সে বাঁচা হবে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ!' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল এডওয়ার্ড। 'তুমি রাগ করো আর যা-ই করো এ-ই আমার মনের কথা।'

'রাগের কিছু নেই, এডওয়ার্ড,' বলল পেশেন্স। 'কিন্তু আমি তো তোমাকে বন্ধু ছাড়া আর কিছু ভাবিনি। আর কিছু ভাবা আমার পক্ষে সঙ্গতও হত না, যত যা-ই হোক আমার বয়েস অল্প। এই বয়েসে, আমি মনে করি, বাবার পরামর্শ ছাড়া আমার কিছু করা উচিত না। আর যা-ই করি বাবার অবাধ্য আমি হতে পারব না।'

'অর্থাৎ তোমার বাবা যদি অমত না করেন, আমাকে ভালবাসতে তোমার আপত্তি নেই, আমার জন্ম যে হীন বংশে তা তোমার—'

'দেখ, এডওয়ার্ড, তোমার জন্ম কোন বংশে তা তুমি যখন বলো তখন ছাড়া আমার মনেও আসে না।'

'তা হলে, পেশেন্স, যে কথা বলার জন্যে এত ভূমিকা সেটা শোনো। আমি—'

'বাবা আসছেন, এডওয়ার্ড। আমার কেমন ভয় ভয় করছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা ভুল করে ফেললাম যেন—।'

মিস্টার হিদারস্টোন যোগ দিলেন ওদের সাথে। তাঁর হাতে এক তাড়া কাগজ।

'এডওয়ার্ড,' তিনি বললেন, 'তোমার সাথে কথা আছে। চলো আমার ঘরে গিয়ে বসি।'

'চ্যালোনারের নামে একটা চিঠি এসেছে,' বসতে বসতে বললেন হিদারস্টোন, 'ওর খালারা লিখেছেন।'

'আচ্ছা! দিন আমি পৌঁছে দেব চ্যালোনারকে।'

চিঠিটা এগিয়ে দিলেন বন-প্রধান। বললেন, 'লন্ডন থেকে খবর এসেছে,

রাজা ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

'ওহ্, কি সুসংবাদ!' চিৎকার করে উঠল এডওয়ার্ড।

'শুধু এই একটা নয়, আরও সুসংবাদ আছে,' বললেন হিদারস্টোন। 'বহুদিন ধরে একটা জিনিস আমি চাইছিলাম, এতদিনে পেয়েছি। একটা সম্পত্তির বন্দোবস্ত পেয়েছি আমি– এই চিঠিটা পড়ে দেখো।'

পড়ল এডওয়ার্ড, পড়তে পড়তে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ওর, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে: মিস্টার হিদারস্টোনের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে পার্লামেন্ট তাঁকে আর্নউডের শত্রুসম্পত্তির স্বত্ব দান করছে।

'কাল যাব আমরা, এডওয়ার্ড,' দেখে শুনে আসব। 'বাড়িটা আমি নতুন করে তৈরি করাতে চাই।'

এডওয়ার্ড কোন জবাব দিল না।

'কী ব্যাপার? তোমার কি শরীর ভাল নেই?' তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন বন-প্রধান।

'হ্যাঁ, স্যার, ভালই আছে। কিন্তু– কিন্তু আমার বড্ড হতাশ লাগছে। আমি ভাবতে পারিনি এমন একটা সম্পত্তি আপনি গ্রহণ করবেন। আর্নউড তো শুধুমাত্র একটা পুড়ে যাওয়া বাড়ি নয়, ওটা একটা ইতিহাস, বেদনাদায়ক একটা ইতিহাস।'

'আমি জানি, এডওয়ার্ড, এবং সেজন্যেই ওটা পাওয়ার জন্যে আবেদন করেছিলাম। এবং সেজন্যেই ওটা আমি গ্রহণ করব। ওই সম্পত্তির কোন দাবিদার যদি জীবিত থাকত আমি ওটা নিতাম না। আমি ওটা পেয়েছি, তাতে কারও কোন ক্ষতি তো হচ্ছে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল এডওয়ার্ড। তারপর বলল, 'একটা কথা আমি জানতে চাই, মিস্টার হিদারস্টোন, ধরুন আইনসঙ্গত একজন উত্তরাধিকারী একদিন এসে দাবি করল সম্পত্তিটা কি করবেন আপনি? তাকে দিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ। যদিও তেমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ওই পরিবারের একটা প্রাণীও জীবিত নেই। তবু বলছি, আইনসঙ্গত কোন উত্তরাধিকারী যদি দাবি করে, আমি তাকে নির্দ্বিধায় ফিরিয়ে দেব আর্নউড।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার হিদারস্টোন। এখন আর আমার হতাশ লাগছে না, বরং মনে হচ্ছে সম্পত্তিটা আপনার হাতে পড়ে ভালই হয়েছে, এখন থেকে ঠিক মত দেখাশোনা হবে ওটার।'

'নিশ্চয়ই। দেখাশোনা আমাকে করতেই হবে। আমি কি ঠিক করেছি জানো? পেশেন্সের বিয়েতে যৌতুক দেব বাড়িটা।'

এডওয়ার্ডের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল। এক মুহূর্ত চিন্তা করতেই বুঝতে পারল নিজের অবস্থাটা। মিস্টার হিদারস্টোন এসে পড়ায় পেশেন্সের কাছে ও ওর আসল পরিচয় দিতে পারেনি, আর এখন পেশেন্স কেন, কারও কাছেই দিতে

পারবে না। ও আর্নউডের আইনসঙ্গত দাবিদার জানতে পারলে খুব খুশি হবেন না হিদারস্টোন। মুখে যাই বলুন, হাতে পাওয়া সম্পত্তি হারাতে হলে মেজাজ ঠিক থাকবার কথা নয়। তা ছাড়া যতদিন পার্লামেন্টের রাজত্ব আছে ততদিন তো ওটা ফিরে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পার্লামেন্টের দিন যে খুব শিগ্‌গির শেষ হবে তেমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তার আগেই যদি পেশেন্সের বিয়ে হয়ে যায় ও মালিক হবে আর্নউডের। তারপর যদি রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ও ও কী করে পেশেন্সের কাছ থেকে কেড়ে নেবে ওটা? একটাই উপায় পেশেন্সের যদি ওর সাথেই বিয়ে হয়। কিন্তু পেশেন্স তো শান্ত, অচঞ্চল গলায় ওর মত জানিয়ে দিয়েছে। নাহ্, আর কিছু ভাবতে পারছে না এডওয়ার্ড।

'আমি কালই বাড়ি ফিরে যেতে চাই, স্যার,' অবশেষে বলল ও। 'চ্যালোনারকে চিঠিটা দিয়ে ক'দিন ভাইবোনদের সাথে কাটিয়ে আসি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

পরদিন ভোরে বন-প্রধানের বাড়ি ছাড়ল এডওয়ার্ড।

কুটিরে পৌঁছে দেখল ওরা মাত্র নাশ্‌তা করতে বসছে। বোনদের সাথে উৎফুল্ল কণ্ঠে কথা বলবার চেষ্টা করল এডওয়ার্ড। সফল হলো না। ওর মনের অস্থিরতা টের পেতে অসুবিধা হলো না ওদের। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। ভাবল, পেশেন্সের সাথে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে হয়তো।

নাশ্‌তা শেষে হামফ্রেকে ডেকে নিয়ে বাইরে গেল এডওয়ার্ড।

'কী হয়েছে, এডওয়ার্ড?' জানতে চাইল হামফ্রে।

'বলছি, শোন–' সবিস্তারে বলে গেল এডওয়ার্ড গত সন্ধ্যায় যা যা ঘটেছে। শেষে যোগ করল, 'এখন আমি কী করব বল? ও বাড়িতে আর থাকতে পারব না কিছুতেই।'

'পেশেন্স যদি তোমাকে ভালবাসত তা হলে আর কোন সমস্যা হত না। ওকে সব খুলে বললে হয়তো ওর বাবাকে বোঝাতে পারত, আর্নউড ওর বিয়ের যৌতুক হতে পারে না। কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে তো মনে হয় না ও তোমাকে ভালবাসে।'

'হ্যাঁ, ও আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, আমাকে বন্ধু ভাবে আর কিছু নয়।'

'আমি অবশ্য এসব ব্যাপার কিছু বুঝি না,' বলল হামফ্রে, 'তবে শুনেছি, মেয়েদের মন নাকি সহজে বোঝা যায় না। যাক, তুমিই বলো এখন কী করবে?'

'আমি যা করতে চাই তা তোর পছন্দ হবে না, হামফ্রে। নিউ ফরেস্টের পাট চুকিয়ে ফেলতে চাই আমি। এডিথ আর অ্যালিসকে চ্যালোনারের খালাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া গেলে থাকছি আমি আর তুই– আমি বিদেশে গিয়ে কিছু একটা কাজ জোগাড় করে নেব।'

'আমি ভাবছিলাম এরকম কিছুই তুমি বলবে। বিদেশে গিয়ে যদি শান্তি পাও,

যাও. আমি কিছু বলব না।'

'তুই আসতে পারিস আমার সাথে; বা তোর যা ইচ্ছা তা-ও করতে পারিস।'

'আমি ওরকম হুট করে কিছু একটা ঠিক করে বসতে চাই না, এডওয়ার্ড। পাবলোকে নিয়ে আমি এখানেই থাকব।'

'বেশ। এডিথ অ্যালিসের একটা সুরাহা হলেই আমি চলে যাব এখান থেকে। এখন যাই, চ্যালোনারকে চিঠিটা দিয়ে আসি।'

ঘোড়ায় চাপল এডওয়ার্ড। ক্লারার কুটিরে পৌঁছে দেখল চ্যালোনার এবং গ্রেনভিল সবে নাশ্তা করে উঠেছে। চিঠিটা চ্যালোনারকে দিল ও।

এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেলল চ্যালোনার। তারপর এগিয়ে দিল এডওয়ার্ডের দিকে।

'পড়ো।'

পড়ল এডওয়ার্ড। চ্যালোনারের খালারা লিখেছেন, কর্নেল বিভারলির মেয়েদেরকে বাড়িতে পেলে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন তাঁরা, নিজেদের মেয়ের মত রাখবেন ওদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের যেন লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হয়, সেখান থেকে তাঁদের লোক গাড়িতে করে ল্যাঙ্কাশায়ারে নিয়ে যাবে মেয়ে দুটিকে। লন্ডনে কোন ঠিকানায় ওদের নিয়ে যেতে হবে, কবে গাড়ি পাঠাবেন এসব খুঁটিনাটি বিষয় লিখেছেন সব শেষে।

'চিরদিনের জন্যে ঋণী হয়ে গেলাম তোমার কাছে, চ্যালোনার,' বলল এডওয়ার্ড। 'হামফ্রেকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেব ওদের।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা রাজার কোন খবর পাওয়া গেছে নাকি, জানো?'

'হ্যাঁ, উনি ফ্রান্সে চলে গেছেন।'

'ওহ্, কী ভাল! এবার তা হলে আমিও রওনা হব ফ্রান্সের উদ্দেশে। গ্রেনভিল, তুমি কী করবে?'

'কী আর করব? যাব।'

'এডওয়ার্ড, তুমি নিশ্চয়ই এখানে থাকছ?'

'না, আমিও যাব।'

'তুমিও যাবে! সেদিন না বলছিলে আপাতত আর কোথাও যাবে না? হঠাৎ মত বদলালে, ব্যাপার কী?'

'পরে বলব। এখন যাই, এডিথদের পাঠানোর জোগাড় যন্ত্র করতে হবে।'

কুটির ছাড়বার ব্যাপারে মনে মনে প্রস্তুত ছিল অ্যালিস এবং এডিথ। তবু যখন সত্যি সত্যিই সময় এগিয়ে এল, রীতিমত ভেঙে পড়ল দু'জন। আপন ভাইদের ছেড়ে অপরিচিত মানুষদের হাতে পড়তে হবে। সেখানে কেমন ব্যবহার পাবে কে জানে? যদিও এডওয়ার্ড বলছে কোন চিন্তা নেই, কিন্তু ওদের মন মানতে চাইছে না। তা ছাড়া এত বছর ধরে নিজেদের হাতে গড়ে তোলা সংসার, খামার, বাগান, হাঁস-মুরগি, গরু ছাগল– এসব ছেড়ে যাওয়া এতই সহজ! চোখ ফেটে

কান্না আসতে চাইল ওদের। কিন্তু এ ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে? এ-ই ওদের নিয়তি।

পরদিন হামফ্রে লিমিংটনে গিয়ে জেনে এল তারপর দিনই একটা গাড়ি ছাড়বে লন্ডনের পথে। বোনদের জন্য কিছু টুকটাক জিনিস কিনবার ছিল, সেগুলো কিনে বাড়ি ফিরে এল ও। ক্লারার কুটিরে কয়েক দিনের মত খাবার দাবার পৌঁছে দিয়ে এল। তারপর বসল এডওয়ার্ডের সাথে আলোচনায়। ঠিক হলো হামফ্রে যে ক'দিন বাইরে থাকবে সে ক'দিন বন-প্রধানের বাড়িতে কাটাবে এডওয়ার্ড। হামফ্রে যেদিন ফিরে আসবে সেদিন সকালে ফিরে আসবে ও-ও। কুটিরে থাকবে পাবলো একা।

পরদিন সকালে এডিথ অ্যালিসকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল হামফ্রে। লিমিংটন থেকে গাড়িতে উঠল। তিন দিন লাগল লন্ডনে পৌঁছাতে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দেখল, মায়ের বয়েসী এক মহিলাকে গাড়িসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন চ্যালোনারের খালারা এডিথ আর অ্যালিসকে নিয়ে যেতে। সে রাতটা লন্ডনে থাকল ওরা। পরদিন ভোরে চোখ মুছতে মুছতে পোর্টলেকের পথে রওনা হয়ে গেল দু'বোন। হামফ্রে চড়ে বসল লিমিংটনের গাড়িতে।

তিন দিন পর বাড়ি পৌঁছে হামফ্রে দেখল এডওয়ার্ড আসেনি। পাবলোকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কোন খবরও পাঠায়নি। এক মুহূর্ত দেরি না করে বিলির পিঠে চেপে ও রওনা হলো বন-প্রধানের বাড়ির দিকে।

প্রায় পৌঁছে গেছে হামফ্রে বন-প্রধানের বাড়িতে এই সময় দেখা হলো অসওয়াল্ডের সাথে।

'এডওয়ার্ড কোথায় জানো নাকি?' জিজ্ঞেস করল হামফ্রে।

'মিস্টার হিদারস্টোনের বাড়িতে। চারদিন ধরে ভীষণ জ্বর ওর, তোমরা কোন খবর পাওনি?'

জবাব দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করল না হামফ্রে, যত জোরে সম্ভব ছোটাল বিলিকে।

মিস্টার হিদারস্টোনের বাড়িতে পৌঁছে ও দেখল প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে এডওয়ার্ড। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ফিবি দাঁড়িয়ে আছে তার বিছানার পাশে।

'তুমি এবার যেতে পারো,' ফিবির দিকে তাকিয়ে বলল হামফ্রে। 'আমি ওর ভাই।'

হামফ্রের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে প্রতিবাদ করবার সাহস পেল না ফিবি। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'কী পাপ আমরা করেছিলাম জানি না যার জন্যে তোমাকে এ বাড়িতে আসতে হয়েছে,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল হামফ্রে।

চমকে চোখ মেলল এডওয়ার্ড। হামফ্রেকে চিনতে পারল কিনা ঠিক বোঝা

গেল না। উঠে বসবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তখন অসংলগ্ন কণ্ঠে প্রলাপ বকতে লাগল ও। পেশেন্সকে নিয়ে এক গাদা কথা বলে গেল জড়িয়ে জড়িয়ে। একাধিকবার নিজের পরিচয় দিল এডওয়ার্ড বিভারলি বলে। বাবার কথা বলল, আর্নউডের কথা বলল।

'এভাবে প্রলাপ বকলে তো কোন গোপন কথাই আর গোপন থাকবে না,' মনে মনে বলল হামফ্রে। 'না, এ জায়গা ছেড়ে নড়া চলবে না আমার, অন্য কেউ আসতে চাইলে চেষ্টা করতে হবে বাধা দেয়ার।'

এক ঘণ্টা পর ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করলেন এডওয়ার্ডকে। বললেন, 'খেয়াল রাখবে, যদি দেখ ঘামছে সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ে কম্বল চাপা দেবে। ভাল করে যেন ঘামতে পারে। তা হলে এ যাত্রা বেঁচে যেতেও পারে।'

চলে গেলেন ডাক্তার।

এক মিনিট দু'মিনিট করে দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ হামফ্রে খেয়াল করল, এডওয়ার্ডের ভুরুর ধারগুলো যেন চিক চিক করছে। ভাল করে তাকাল ও। হ্যাঁ, ঘামই। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের নির্দেশ মত পায়ের কাছ থেকে কম্বলটা টেনে ঢেকে দিল এডওয়ার্ডের পুরো শরীর।

আধ ঘণ্টা ধরে ঘামল এডওয়ার্ড আর কাতর স্বরে বিড়বিড় করতে করতে এপাশ ওপাশ করল। অবশেষে শান্ত হয়ে এল ও। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

'ওহ্, ঈশ্বর! তা হলে আশা আছে!'

'কী বললে, আশা আছে?' পিছন থেকে প্রতিধ্বনি করল কে যেন।

ঘাড় ফিরিয়ে হামফ্রে দেখল, পেশেন্স আর ক্লারা এসে দাঁড়িয়েছে।

পেশেন্সকে দেখেই কী যে হলো হামফ্রের। মনে হলো এই মেয়ের জন্যেই আজ ওর ভাইয়ের এই অবস্থা। আক্রোশে ফেটে পড়ল ও, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ডাক্তার তাই বলেছে! উহ্, কী পাপের শাস্তি পেতে যে এ বাড়িতে ও ঢুকেছিল!'

পেশেন্স কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে এডওয়ার্ডের বিছানার পাশে বসে প্রার্থনা করল। তারপর তেমনি নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেল ক্লারাকে নিয়ে। মনে মনে একটু লজ্জা বোধ করল হামফ্রে, আসলে মেয়েটা হয়তো তত খারাপ নয়।

একটু পরে বন-প্রধান এলেন। কাপড়ের ভিতর দিয়ে এডওয়ার্ডের বুকে হাত দিয়ে দেখলেন ঘামে সপ সপ করছে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। হামফ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এযাত্রা বোধহয় বিপদ কেটে গেল। তোমার বোনরা কেমন আছে, হামফ্রে? কাল সকালেই ওদের কাছে একটা সংবাদ পাঠাতে হবে।'

'তার আর দরকার হবে না, মিস্টার হিদারস্টোন, ওরা বাড়িতে নেই।'

'বাড়িতে নেই। কোথায় গেছে?'

বন-প্রধানকে কতটুকু বলা উচিত কতটুকু উচিত না বুঝতে পারল না হামফ্রে। তাই সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে জবাব দিল, 'আমাদের কিছু বন্ধু আছে লন্ডনে,

ভাইদের সঙ্গে। ওরা এখন থেকে ওখানেই থাকবে।'

'ওখানেই থাকবে! কেন? ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো আমাকে!'

'বনের ভেতর ওরা ভীষণ একা বোধ করছিল। একদিন বলল লন্ডন দেখতে যাবে। আমি নিয়ে গেলাম। ওখানে আমাদের কিছু পুরনো বন্ধু বলল, আমার বোনরা যদি থাকতে চায় ওরা রাখতে পারবে, ভাল লোক দেখে বিয়ের বন্দোবস্ত করবে। এডিথ, অ্যালিসকে জিজ্ঞেস করতেই ওরা রাজি হয়ে গেল, তাই রেখে এলাম।'

ভীষণ অবাক হয়েছেন বন-প্রধান! কিন্তু আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। প্রায় তক্ষুণি আবার ফিরে এলেন ডাক্তারকে নিয়ে। ডাক্তার আবার পরীক্ষা করলেন এডওয়ার্ডকে। বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই বিপদ কেটে গেছে।' এরপর তিনি কয়েক রকম ওষুধ দিলেন, কখন কী নিয়মে খাওয়াতে হবে বলে বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন হিদারস্টোনও।

ডাক্তার বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই নড়ে চড়ে চোখ মেলল এডওয়ার্ড। হামফ্রে এক মাত্রা ওষুধ খাইয়ে দিল ওকে, তারপর পানি এগিয়ে দিল। অসম্ভব তৃষ্ণার্তের মত পানিটুকু খেয়ে নিল এডওয়ার্ড।

'তুমি এসেছ, হামফ্রে, উঃ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।' বলতে বলতে ওর মাথাটা কাত হয়ে গেল বালিশের উপর। পর মুহূর্তে ভারি নিশ্বাসের সাথে ওঠা নামা করতে লাগল বুকটা।

সারা রাত অসুস্থ ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইল হামফ্রে।

ভোরের আলো যখন ফুটে উঠছে তখন ঘরে ঢুকল অসওয়াল্ড।

'মাস্টার হামফ্রে,' বলল সে, 'উনি বলছেন বিপদ কেটে গেছে। এবার আমি থাকি এখানে, তুমি যাও, একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরলে মনটা ভাল হবে।'

উঠানে এসে দাঁড়াতেই ভোরের বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল হামফ্রের। বাগানের দিকে চলল ও। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে পেছন থেকে ভেসে এল ক্লারার গলা, 'হামফ্রে! তোমার ভাই এখন কেমন আছে?'

'আগের চেয়ে ভাল।'

'যাক বাবা! ...আচ্ছা, হামফ্রে, কাল তুমি ও কথা বলছিলে কেন?'

'কী?'

'কী যেন পাপের শাস্তি পেতে এ বাড়িতে ঢুকেছিল এডওয়ার্ড? ঘর থেকে বেরিয়ে কী কান্নাটাই না কাঁদল পেশেন্স। কেন বলেছিলে ও কথা, হামফ্রে?'

'আমার মনে নেই ক্লারা। তবে যদি বলে থাকি ভুল বলিনি।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ক্লারা। তারপর বলল, 'পেশেন্স বলছিল এডিথ আর অ্যালিস নাকি কুটির ছেড়ে চলে গেছে। ওর বাবাকে নাকি তাই বলেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ওরা চলে গেছে।'

'কিন্তু কেন?'

'আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি তাই।'

'কেন, হামফ্রে, কেন? কেন পাঠিয়ে দিলে? এখন কে তোমাদের গরু ছাগল দেখবে? কে রান্না করে দেবে? আমাদের কেন একবার জানালে না? আর কিছু না হোক আমরা বিদায় তো জানাতে পারতাম?'

আবার কাল রাতের সেই আক্রোশটা হানা দিয়েছে হামফ্রের মনে। শান্ত, শীতল কণ্ঠে সে বলল, 'কেন পাঠিয়ে দিয়েছি শুনবে? পাঠিয়ে দিয়েছি কারণ, ওরা তোমাদের মত ভদ্র এবং উঁচু ঘরের মেয়ে নয়। আমি, আমার ভাই এডওয়ার্ডের অবস্থাও তাই– সাধারণ বনচর শিকারী, টাকা পয়সা নেই। আমাদের কাছে কোন্ সুখটা ওরা পেত? তোমাদের সাথে পরিচয় হয়ে হয়েছিল আরেক সমস্যা– তোমাদের পোশাক আশাক সাজগোজ দেখে নিজেদের দুরবস্থাটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিল। জন্মের উপরই ধিক্কার এসে যাচ্ছিল ওদের। সুতরাং লন্ডনে গিয়ে যখন দেখলাম ওরা ভাল থাকবে, রেখে এলাম। কোন বড় ঘরের ভদ্রমহিলার ঝি গিরি করবে।' এক মুহূর্ত থামল হামফ্রে, 'এখানে থাকার চেয়ে সেটাই ভাল, তাই না, ক্লারা, তোমার কী মনে হয়?'

'তুমি– তুমি– একটা–,' আর কিছু বলতে পারল না ক্লারা, কান্নায় ভেঙে পড়ে ছুটে চলে গেল বাড়ির ভিতর।

## পঁচিশ

একটু পরে ভাইয়ের ঘরে ফিরে হামফ্রে দেখল, এডওয়ার্ড জেগেছে। অসওয়াল্ডের সাথে আলাপ করছে মৃদু স্বরে।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকাল এডওয়ার্ড। 'কে, হামফ্রে?'

'হ্যাঁ, এখন কেমন বোধ করছ?'

'অনেক ভাল। শোন, তোকে একটা কথা বলি, এ ঘর ছেড়ে নড়িস না। কেউ যদি বলে তবু না, বলবি– ভাইয়ের কাছ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

'আচ্ছা। কিন্তু কেন?'

'আমার মনে হয় এডিথ অ্যালিসকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন বন-প্রধান, আমি ব্যাপারটা এড়াতে চাই, আবার ওঁকে কোন রকম কষ্টও দিতে চাই না। আসলে, আমি ভেবে দেখেছি, আমার সম্পত্তি পাবার ব্যাপারে ওঁকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। বিভারলি পরিবারের কেউ যে বেঁচে আছে তা উনি জানেন না, সুতরাং তাদের বঞ্চিত করার কথাও ওঠে না। তবু মিস্টার হিদারস্টোনের সাথে আমি আর ঘনিষ্ঠতা রাখতে চাই না, বিশেষ করে পেশেন্সের সাথে আমার যে সব কথাবার্তা হয়েছে তারপর। আমার ধারণা কিছু

জানতে চাইলে উনি গোপনেই চাইবেন। তুই যদি সামনে থাকিস ভদ্রলোক কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগই পাবেন না। অসওয়াল্ডকে সে কথাই বলছিলাম এতক্ষণ।'

'ঠিক আছে। আমি নড়ব না এ ঘর ছেড়ে। একটু আগে ক্লারার সাথে কথা হচ্ছিল, ইচ্ছে করেই আমি ওর সাথে একটু খারাপ ব্যবহার করেছি, আমিও চাই না, এরা আমাদের ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাক।'

ডাক্তার এলেন একটু পরে। দেখে শুনে বললেন, পুরোপুরি বিপদমুক্ত এখন এডওয়ার্ড। এখন আর কারও সারাক্ষণ ওর পাশে বসে থাকবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু হামফ্রে তাতে রাজি হলো না। বলল, এডওয়ার্ড পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবার আগে সে তার পাশ থেকে নড়বে না।

অসওয়াল্ডকে পাঠিয়ে দিল এডওয়ার্ড পাবলো ঠিকঠাক মত আছে কিনা দেখে আসবার জন্য, আর আরও একটা নির্দেশ দিয়ে দিল গোপনে, পাবলোকে জানিয়ে আসবে। অসওয়াল্ড যতক্ষণ বাইরে থাকল ঘর ছেড়ে বেরোল না হামফ্রে। বন-প্রধান এলেন দু'তিনবার, খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। কিন্তু ওটুকুই করতে পারলেন, মনে যে গোপন ইচ্ছা নিয়ে এলেন তা সফল হলো না। এডওয়ার্ডের সাথে আলাপ কতে পারলেন না তিনি।

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল এভাবে। মিস্টার হিদারস্টোন এসে জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কেমন লাগছে এডওয়ার্ড?'

এডওয়ার্ড গতবাঁধা জবাব দেয়, 'খুব দুর্বল,' অথবা, 'দুর্বলতাটা যে কাটছে না কেন কিছু বুঝতে পারছি না, দাঁড়াতে গেলেই মাথা ঘুরে ওঠে।'

এডওয়ার্ডের দুর্বলতা কাটে না। হামফ্রেও নড়ে না ওর পাশ থেকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ক'দিনে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এডওয়ার্ড। গভীর রাতে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটিও করেছে দু'তিন দিন। অবশেষে একদিন বেশ রাতে পাবলো এল দুটো ঘোড়া নিয়ে। অসওয়াল্ড আস্তাবলে নিয়ে রেখে দিল সেগুলো। পরদিন ভোর হওয়ার আগেই বন-প্রধানের বাড়ি ছাড়ল এডওয়ার্ড আর হামফ্রে, কেউ টের পেল না। যাওয়ার আগে টেবিলে রেখে গেল একটা চিঠি। অসওয়াল্ডকে বলে গেল, 'একটু পরে আমাকে দেখতে এসে তুমি চিঠিটা পাবে এবং বন-প্রধানকে দেবে। ঠিক আছে, অসওয়াল্ড?'

'ঠিক আছে, এডওয়ার্ড। তোমরা রওনা হয়ে যাও, ভোর হয়ে যাচ্ছে।'

মাইল দুয়েক নিঃশব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে এল ওরা। অবশেষে পুবের আকাশ রাঙা হতে শুরু করল।

'তারপর, হামফ্রে, কী ঠিক করলি তুই?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'এখানেই থাকব। আমাদের খামারের যা অবস্থা, আমার কোন অসুবিধা হবে না, বরং তোমরা না থাকায় প্রতি মাসেই কিছু কিছু টাকা জমাতে পারব।'

পরদিন সকালেই এডওয়ার্ড, চ্যালোনার এবং গ্রেনভিল রওনা হয়ে গেল সাউদ্যাম্পটন বন্দরের পথে। সেখান থেকে ছোট একটা জাহাজে চড়ে পর দিন

পৌঁছুল ফ্রান্সের ছোট এক বন্দরে।

যথাসময়ে এডওয়ার্ডের চিঠিটা বন-প্রধানের হাতে দিল অসওয়াল্ড। আশ্চর্য হয়ে সেটা পড়লেন মিস্টার হিদারস্টোন।

'চলে গেছে! সত্যিই চলে গেছে?' অবশেষে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, স্যার, আজ খুব ভোরে।'

'তোমাকে বলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তক্ষুণি কেন এসে বললে না আমাকে? আমার লোক হয়ে তুমি ওর দলে যোগ দিলে কী বলে?'

'স্যার, আপনার সাথে পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই আমি ওকে চিনি–'

'তা হলে ওর সঙ্গেই গেলে না কেন?' ক্রোধে ফেটে পড়লেন বন-প্রধান।

'আপনি যদি বলেন তা হলে তা-ই যাব,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল অসওয়াল্ড।

'ওহ্ ঈশ্বর,' আর্তনাদের মত শোনাল মিস্টার হিদারস্টোনের কণ্ঠস্বর, 'আমার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল!' চিঠিটা আবার খুলে বসলেন তিনি। মনোযোগ দিয়ে পড়লেন আরেকবার। ' "এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার ব্যাখ্যা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।" এর মানে কী? দেখি তো পেশেন্স কিছু জানে কিনা।'

দরজা খুলে মেয়েকে ডাকলেন হিদারস্টোন।

'পেশেন্স,' বললেন তিনি, 'আজ সকালে এডওয়ার্ড এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একটা চিঠি রেখে গেছে আমার জন্যে। এর সব জায়গা আমি বুঝছি না ভাল করে, দেখ তো তুই কোন অর্থ পাস কি না।'

এডওয়ার্ড চলে গেছে শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে উঠল পেশেন্সের মুখ। চিঠিটা নিল ও হাত বাড়িয়ে। পড়া যখন শেষ হলো ওর অজান্তেই ওটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে। দু'হাতে মুখ ঢেকেছে পেশেন্স। আঙুলের ফাঁক গলে হাতে গড়িয়ে এসেছে অশ্রু। ওকে সামলে নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় দিলেন বন-প্রধান। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছিল তোদের ভিতর বল তো আমাকে।'

'সেদিন বাগানে তুমি এসে পড়ার একটু আগে ও বলছিল আমাকে ভালবাসে।'

'তুই কী জবাব দিয়েছিলি?'

'কী বলব আমি বুঝতে পারছিলাম না, বাবা। যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে তাকে কষ্ট দিতে বাধছিল, আর কষ্ট না দিতে চাইলে যা বলা দরকার তা-ও বলতে পারছিলাম না– বংশমর্যাদায় ও অনেক ছোট আমার চেয়ে. তুমি যদি পছন্দ না করো ব্যাপারটা?'

'তার মানে তুই প্রত্যাখ্যান করেছিস ওকে?'

'আঁ, হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকমই দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।'

'তোদের মেলামেশায় আমি একটুও বাধা দেইনি এ দেখেও তুই বুঝতে পারিসনি আমি কী চাই?'

'তুমি কী চাও!'

'হ্যাঁ, পেশেন্স,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মিস্টার হিদারস্টোন, 'আমি মনে প্রাণে চেয়েছিলাম তোর সাথে এডওয়ার্ডের মিলন হোক। আমি চেয়েছিলাম ওর গুণ ওর যোগ্যতা দেখেই তুই ওকে ভালবাসবি।'

'আমি তো তাই বেসেছিলাম, বাবা, যদিও ওকে কখনও বলিনি সেকথা, যখন জানতে চাইল তখনও না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন বন-প্রধান। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর লুকিয়ে রেখে কী হবে, এখন ভেবে দুঃখ হচ্ছে, আরও আগে তোকে জানালাম না কেন—'

'কী, বাবা?'

'এডওয়ার্ডের আসল পরিচয়।'

'এডওয়ার্ডের আসল পরিচয়!'

'হ্যাঁ। তুই যাকে এডওয়ার্ড আর্মিটেজ বলে চিনিস সে আসলে এডওয়ার্ড বিভারলি।'

'আর্নউডের বাড়িতে যে পুড়ে মরেছিল ভাইবোনদের সঙ্গে?'

'পুড়ে মরার খবরটা রটানো হয়েছিল। জানি না কে কীভাবে রটাল, তবে বেশ সাফল্যের সাথে যে কাজটা করেছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'প্রথম দিনই আমার সন্দেহ হয়েছিল,' বললেন হিদারস্টোন, 'বাপের সাথে অদ্ভুত মিল এডওয়ার্ডের চেহারার। কিছুদিন পর লিমিংটনে বেনজামিন বলে এক লোকের সাথে আলাপের পর সন্দেহটা বদ্ধমূল হলো। লোকটা আর্নউডে কাজ করত। ওর কাছ থেকে জানতে পারলাম বিভারলির পুড়ে মরা চার ছেলেমেয়ের নাম। শুনবি নামগুলো?'

'এডওয়ার্ড, হামফ্রে, অ্যালিস, এডিথ?'

'হ্যাঁ। এমনকি বয়েস পর্যন্ত মিলে গেল। তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমি গেলাম গির্জায়। ওখানকার জন্ম তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখলাম নাম আর বয়েসগুলো। আর কোন সন্দেহ রইল না। তারপরেই ওকে এ বাড়িতে আনার চেষ্টা করতে থাকি আমি। তোরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠছিস দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম ও ওর সম্পত্তি ফিরে পাক। কিন্তু আমি তো ওর হয়ে ওটা চাইতে পারি না, চাইলেও ওরা দিত না, তাই শেষ পর্যন্ত আমার নামেই বন্দোবস্ত করিয়ে নিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ও তোকে

ভালবাসে, সেই মত ওকে বলেছিলাম আমার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেব সম্পত্তিটা।'

'ওহ্, বাবা, বাবা!' হাহাকারের মত শোনাল পেশেন্সের গলা। 'আমি প্রত্যাখ্যান করার বোধহয় আধঘণ্টার মাথায় তুমি ওকে জানালে ওর সম্পত্তি তুমি আমাকে দেবে এরপরেও ও এ বাড়িতে থাকবে এটা আমরা ভাবি কী করে?'

'ঠিকই বলেছিস, মা, তবু, সবচেয়ে ভালটাই আমরা আশা করব। যুদ্ধে গেছে ও, তারমানে এই নয় ও নিহত হবেই। একদিন হয়তো ফিরে আসবে এডওয়ার্ড। তখন– তখন আর্নউড ওর হবে। কালই আমি হামফ্রের সাথে দেখা করতে যাব। সব বুঝিয়ে বলব ওকে।'

'কিন্তু, বাবা, অ্যালিস, এডিথ, ওরা কোথায় গেল?'

'সে খবর আমি পেয়ে গেছি। লন্ডনে ল্যাঙটনের কাছে লিখেছিলাম ওদের খোঁজ করার জন্যে। কাল ওর জবাব এসেছে– ল্যাঙ্কাশায়ারের পোর্টলেকে মেজর চ্যালোনারের খালাদের কাছে আছে ওরা।'

উঠে মেয়ের কপালে চুমু খেলেন মিস্টার হিদারস্টোন। বেরিয়ে এল পেশেন্স বাবার ঘর ছেড়ে। এখন ওর মন জুড়ে আছে এডওয়ার্ড। পরের কয়েকটা দিন ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবল এডওয়ার্ডের কথা। সবশেষে ও সিদ্ধান্ত টানল, 'ও যদি আমাকে সত্যিই ভালবাসে তা হলে বাবার ব্যাখ্যা শোনার পর ও আমার কাছে ফিরে আসবে।'

পরদিন মিস্টার হিদারস্টোন গেলেন হামফ্রের সাথে দেখা করতে। গম্ভীর মুখে বন-প্রধানের মুখোমুখি হলো হামফ্রে। পাবলোকে ডেকে উঠানেই দুটো চেয়ার দিতে বললেন হিদারস্টোন। তারপর ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলেন কী জন্যে কী হয়েছে। হামফ্রে বুদ্ধিমান ছেলে, সব শুনে ওর বুঝতে অসুবিধা হলো না, সত্যিই ওদের বন্ধু বন-প্রধান। আর পেশেন্স যা করেছে একটু বোকার মত করেছে ঠিকই তবে খুব ভুল যে করেছে তা বলা যাবে না।

বলাবাহুল্য প্রথম সুযোগেই সব জানিয়ে এডওয়ার্ডকে চিঠি লিখল হামফ্রে। মিস্টার হিদারস্টোন সেটা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

# ছাব্বিশ

সাত বছর কেটে গেছে তারপর। এই সময়ের ভিতর ফ্রান্স, স্পেন, নেদারল্যান্ডে অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এডওয়ার্ড বিভারলি। ওরা তিন বন্ধু এডওয়ার্ড চ্যালোনার আর গ্রেনভিল সব সময় এক সাথে থেকেছে। তিনজনই অসাধারণ সাহসিকতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সেনাপতিদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে।

এদিকে ইংল্যান্ডে ক্রমওয়েলের পদবী নির্ধারণ করা হয়েছে প্রোটেক্টর। প্রোটেক্টর হওয়ার অল্পকিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর অযোগ্য পুত্র রিচার্ডকে প্রোটেক্টর মনোনীত করল পার্লামেন্ট। চরম বিশৃঙ্খলা, হানাহানি শুরু হলো দেশে। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে ভেগে বাঁচল রিচার্ড। পুনর্বাসনের জন্য সব কিছু তৈরি এখন।

১৬৬০ সালের ১৫ মে খবর এল, ৮ তারিখে চার্লসকে ইংল্যান্ডের রাজা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বড়সড় একটা দল তাঁকে দেশে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে গেল। শেভেলিং থেকে জাহাজে চাপলেন রাজা। ডোভারে জেনারেল মঙ্ক তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। একই মাসের ২৯ তারিখে লন্ডনে প্রবেশ করলেন দ্বিতীয় চার্লস।

হর্ষোৎফুল্ল জনতা রাস্তায় নেমে এসেছে রাজাকে স্বাগত জানানোর জন্য। রাজা ও ইংল্যান্ডের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে লন্ডন। বিশাল, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পেছনে নিয়ে নদী তীরের রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছেন চার্লস। রাজার খুব কাছাকাছি থেকে চমৎকার তিনটে ঘোড়ায় চেপে চলেছে এডওয়ার্ড চ্যালোনার ও গ্রেনভিল।

রাস্তার পাশে বাড়িগুলোর জানালায়, বারান্দায় ভিড়িয়ে আছে সুসজ্জিত সুন্দরী ভদ্রমহিলারা। রাজার উদ্দেশে রুমাল নাড়ছে তারা, অনেকে ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা জানালায় চোখ পড়তেই চমকে উঠল চ্যালোনার।

'এডওয়ার্ড!' বলল ও, 'দেখ– ওই যে ওই জানালায়! চিনতে পারছ মেয়ে দুটোকে?'

'না তো! কারা ওরা?'

'ওহ্ তুমি একটা মাথামোটা গর্দভ! নিজের বোনদের চিনতে পারছ না! ওই তো, এডিথ, অ্যালিস। আর ওই দেখ ওদের পেছনে আমার দুই খালা।'

'হ্যাঁ, তাই তো!' সবিস্ময়ে জবাব দিল এডওয়ার্ড। 'এডিথ হাসছে!'

এবার কথা বলল গ্রেনভিল। 'এডওয়ার্ড তো নিজের বোনদের চিনতে পারছিল না। চলো তো দেখি বোনরা চিনতে পারে কিনা ভাইকে।'

আরেকটু এগোল ওরা। এডিথের চোখে চোখ পড়ল এডওয়ার্ডের। একটু যেন থমকে গেল এডিথ। তারপরই তীব্র এক চিৎকার, 'অ্যালিস, ওই দেখ এডওয়ার্ড!'

সব কোলাহল ছাপিয়ে উঠল ওর গলা। রাস্তা থেকে তিন তরুণ ক্যাভালিয়ার শুনতে পেল এডিথের চিৎকার। পরমুহূর্তে অ্যালিসও চিৎকার করে উঠল, এডওয়ার্ড!'

এখন আর রাজার উদ্দেশে নয়, ভাই আর তার তিন বন্ধুর উদ্দেশে রুমাল নাড়ছে ওরা।

কে ওরা এডওয়ার্ড?' রাজা তাঁর ঘোড়াটা এক পাশে সরিয়ে এনে জিজ্ঞেস

করলেন, 'তোমার বোন?'

'হাঁ, মহানুভব।'

রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন চার্লস। মাথাটা সামান্য নুইয়ে অভিবাদন জানালেন জানালাটার দিকে তাকিয়ে। তারপর বললেন, 'রাজসভায় নতুন কয়েকটা সুন্দরী পাব আমরা, বিভারলি।'

আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই এডওয়ার্ড ও গ্রেনভিলকে নিয়ে খালাদের বাড়িতে গেল চ্যালোনার। সাত বছর পর এডওয়ার্ডের সাক্ষাৎ হলো বোনদের সাথে। যেদিন ওরা নিউ ফরেস্ট থেকে রওনা হয়েছিল সেদিন কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়েছে। ওরা সুন্দরী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সাত বছরে সে সৌন্দর্য কতখানি মাধুরীময় হয়ে উঠেছে না দেখলে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

'এডওয়ার্ড, বলো তো লন্ডনে এখন আর কে আছে?' মুখ টিপে একটু হেসে অ্যালিস বলল। 'সারা লন্ডনের অবিবাহিত ভদ্রলোকেরা তার প্রেমে ব্যাকুল—।'

'কী জানি? সারা লন্ডন যার প্রেমে ব্যাকুল, নিশ্চয়ই ডাকসাইটে সুন্দরী হবে। কে রে, এডিথ?'

'তোমার মাথায় যদি এক ফোঁটা ঘিলু থাকত—! পেশেন্স হিদারস্টোনকে চেনো?'

'পেশেন্স।' অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল এডওয়ার্ড।

'হ্যাঁ। ওর মামা স্যার অ্যাশলে কুপারের বাড়িতে আছে। মিস্টার হিদারস্টোনও এখন লন্ডনে। আজ সকালেই দুজন এসেছেন।'

'হামফ্রের কোন খবর পেয়েছ নাকি এর ভেতর?'

'এই তো, দু'সপ্তাহ আগে ওর চিঠি পেয়েছি,' বলল এডিথ। 'ও এখন আর কুটিরে থাকে না।'

'আচ্ছা। তা হলে কোথায় থাকে ও?'

'আর্নউডে,' জবাব দিল অ্যালিস। 'বাড়িটা নতুন করে তৈরি করা হয়েছে; শুনেছি খুব সুন্দর নাকি হয়েছে দেখতে। যতদিন না মালিকানা সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততদিন হামফ্রের দায়িত্বে থাকবে ওটা।'

'মালিকানা সমস্যা আর কী, ওটা তো মিস্টার হিদারস্টোনের সম্পত্তি।'

'আশ্চর্য! একথা তুমি বলছ কী করে? ক'দিন আগে হামফ্রের চিঠি পাওনি?'

'তা পেয়েছি, কিন্তু এ নিয়ে আলাপ করতে আর আমার ভাল লাগছে না, এডিথ। আমি খুব অস্বস্তির ভেতর আছি।'

'না, এখনই এ নিয়ে আলাপ শেষ করতে হবে,' এগিয়ে এসে অ্যালিস বলল। 'কিসের তোমার অস্বস্তি, বলো!'

'হামফ্রের চিঠি পড়ে যা বুঝতে পেরেছি, আর্নউডের সম্পত্তিটা আমাকে ফিরিয়ে দেবেন হিদারস্টোন। এবং— এবং কথাটা যদিও খোলাখুলি বলা হয়নি তবু হামফ্রের মনে হয়েছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে পেশেন্সকে হয়তো জড়ানো হবে।

এই জায়গাটাতেই আমার আপত্তি এবং অস্বস্তি। আমার সম্পত্তি আমি অন্যের কাছ থেকে দান বা যৌতুক হিসেবে নিতে চাই না।'

হাসল অ্যালিস। 'মানে তোমার সম্পত্তি আর মনের মানুষ– দুটো এক সাথে না দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে দিতে হবে তোমাকে, তাই তো?'

'না, অ্যালিস, আমার কথা তুই বুঝতে পারিসনি। যে সম্পত্তি আমার– আইনত আমার, যা আমি দাবি করলেই পাব তা অন্যের দয়ার দান হিসেবে নেব কেন? আমি রাজার কাছে আবেদন করব আমার অধিকার আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। উনি মানা করতে পারবেন না।'

'রাজার ওপর অত ভরসা কোরো না,' এডওয়ার্ড,' বলল অ্যালিস, 'মিস্টার হিদারস্টোন বা স্যার অ্যাশলে কুপার সিংহাসন ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে ক্রম সাহায্য করেননি রাজাকে। তোমার চেয়ে ওঁদের কাছেই উনি কৃতজ্ঞ বেশি। তারচেয়ে অপেক্ষা করে দেখ, মিস্টার হিদারস্টোন কী করেন।'

'কিন্তু, অ্যালিস, তুমি বুঝতে পারছ না, বাড়িটা উনি নতুন করে তৈরি করিয়েছেন। কেন? ছেড়ে দেয়ার জন্যে?'

'জানি না, কী মনে করে উনি ওটা করেছেন। তুমি ফিরে আসবেই এমন নিশ্চয়তা কী ছিল? তা ছাড়া ওঁর কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে হামফ্রে তা টের পেতই। তাই বলছি, অপেক্ষা করে দেখাই ভাল।'

মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ড। 'বেশ দেখি তোমার পরামর্শ নিয়ে কী হয়।'

কয়েকদিন পর রাজপ্রাসাদের প্রধান হল কক্ষে বিশেষ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। সিংহাসনে বসবার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজাকে সাহায্য করেছেন এমন কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সাথে পরিচিত হবেন রাজা এই অনুষ্ঠানে।

রাজার অত্যন্ত প্রিয় পাত্রদের কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে তাঁর কারুকাজ করা চেয়ারের পেছনে। এডওয়ার্ড, চ্যালোনার আর গ্রেনভিলও আছে তাদের ভেতর। এডওয়ার্ডের বোনরাও আজ রাজার সাথে পরিচিত হবে। দুই মিস কনিংহ্যাম ওদের নিয়ে আসবেন। উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে এডওয়ার্ড, কখন আসে অ্যালিস, এডিথ।

এমন সময় হঠাৎ ও খেয়াল করল, অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে আসছেন মিস্টার হিদারস্টোন। এডওয়ার্ডের রক্ত নেচে উঠল শিরা উপশিরার ভিতর। কে মেয়েটা? পেশেন্স? হ্যাঁ, অনেক বদলে গেছে সন্দেহ নেই, অনেক সুন্দরীও হয়েছে, কিন্তু চেনা যাচ্ছে। সত্যি কথাই বলেছিল এডিথ, এ মেয়ের কাছে শুধু লন্ডন কেন সারা দেশের অবিবাহিত পুরুষরা প্রেম নিবেদন করতে পারে।

মিস্টার হিদারস্টোনকেই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো রাজার সাথে।

তার মেয়েকে অপরিচিত এক ভদ্রমহিলা হাত ধরে নিয়ে এল রাজার সামনে। অনেকখানি মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল পেশেন্স।

'তোমার বাবার কাছে আমার ঋণ অনেক। আশা করি তাঁর মেয়ে হিসেবে আমার সভাকে মাঝে মাঝে ধন্য করবে তুমি।'

কোন জবাব দিল না পেশেন্স, দেওয়াটা বিধিসম্মতও নয়। আরেকবার মাথা নুইয়ে এগিয়ে গেল সে। মিশে গেল ভীড়ের ভেতর। অনেক চেষ্টা করেও এডওয়ার্ড আর দেখতে পেল না ওকে।

অবশেষে শেষ হলো অনুষ্ঠান। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এল এডওয়ার্ড। ঘরে ঢুকেই হামফ্রের আলিঙ্গনের মাঝে আবিষ্কার করল নিজেকে। সাত বছর পরে দেখা দু'ভাইয়ের। কতক্ষণ যে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রইল তা ওরা বলতে পারবে না। এক সময় হামফ্রেকে ছেড়ে দিয়ে এডওয়ার্ড। বোনদের দিকে তাকাল।

'পেশেন্সকে দেখলে?' জিজ্ঞেস করল অ্যালিস।

'হ্যাঁ, অ্যালিস! আমি বলছি, ওকে যদি পাই, আর্নউড তুচ্ছ আমার কাছে।'

'হলেও ওই তুচ্ছ জিনিসটাই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন মিস্টার হিদারস্টোন,' বলল এডিথ।

'মানে?'

'হ্যাঁ, এডওয়ার্ড,' হামফ্রে বলল, 'আর্নউড এখন তোমার। মিস্টার হিদারস্টোনকে শুধু বাড়ি বানানোর টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হবে। উনি বলেছেন কিস্তিতে দিলেই চলবে।'

'সত্যি বলছিস!'

'হ্যাঁ। তবে ওঁর মেয়ের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না। আমার মনে হয় না খুব সহজে তুমি ওকে পাবে।'

'কেন?' রেগে গেল এডওয়ার্ড, 'ছোটবেলা থেকেই আমরা একজন আরেকজনকে পছন্দ করি।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল হামফ্রে, 'কিন্তু অনেকগুলো বছর তুমি বাইরে ছিলে, এর ভেতর তুমি ওকে মনে রাখলেও ও যে তোমাকে ভুলে যায়নি তা কি জোর করে বলা যায়? তা ছাড়া সাত বছরের ভেতর তুমি ওকে একটা চিঠিও লেখোনি, একটা খবরও পাঠাওনি। এখন ডজন ডজন লোক ওকে বিয়ে করতে চায়, তাদের ভেতর তোমার চেয়ে ধনী অনেকেই আছে। তা হলে কেন ও তোমাকে বিয়ে করবে?'

'তা অবশ্য ঠিক,' হতাশ শোনাল এডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর।

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বলল এডিথ। 'অনেকেই ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু সবাইকে ও প্রত্যাখ্যান করেছে কেন? কারণ, আমার মনে হয়, ও এখনও ভালবাসে আমাদের এই অহঙ্কারী ভাইটাকে।'

'হতে পারে, এডিথ,' বলল হামফ্রে। মেয়ে মানুষ আমার কাছে এক আশ্চর্য প্রহেলিকা।'

'আচ্ছা! মেয়েদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানো মনে হচ্ছে,' ঝামটে উঠল এডিথ। 'কত মেয়ের সাথে মিশেছ নিউ ফরেস্টে?'

'খুব কম রে; এডিথ– আর সেজন্যেই বন আমার এত ভাল লাগে।'

'হুঁহ, যত তাড়াতাড়ি তুমি ওখানে ফিরে যাও ততই মঙ্গল!' বলে বেরিয়ে গেল এডিথ।

'বন-প্রধানের সাথে দেখা করেছিস, হামফ্রে?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'না। আগে তোমার সাথে দেখা না করে অন্য কোথাও যেতে চাইছিলাম না।'

'চল, আমরা দু'জন এক সাথেই যাব। কী যে বলব ভদ্রলোককে বুঝতে পারছি না–।'

'বলবে আবার কী? আগে যেমন শ্রদ্ধা আর আন্তরিকতার সাথে দেখা করতে এখনও তেমন করবে– সেটাই সবচেয়ে ভাল, আমার মনে হয়।'

'এতদিন হলো এসেছি, একবারও দেখা করিনি ওঁর সাথে, কী ভেবেছেন উনি কে জানে?'

'কিচ্ছু না। রাজ সভায় তোমার একটা মর্যাদা আছে এখন; তা ছাড়া, উনি যে লন্ডনে তা তুমি জানবে কী করে? বোলো আজই আমার কাছে শুনলে ওঁর প্রস্তাবটা।'

'ঠিক আছে– তা-ই বলব। কিন্তু হামফ্রে, আমার মনে হয় তুই-ই ঠিক, এডিথ ভুল বলেছে, পেশেন্সের ব্যাপারে।'

'না, এডওয়ার্ড, আমার মনে হয় এডিথই ঠিক বলেছে। আমি সারা জীবন বনে কাটিয়েছি, কতটুকুই বা জানি নারীচরিত্র সম্পর্কে?'

সমাদরের সাথে এডওয়ার্ডকে অভ্যর্থনা জানালেন মিস্টার হিদারস্টোন। আর্নউড সম্পর্কে হামফ্রে যা বলেছে, একই কথা বললেন তিনিও।

'আপনি আমাকে অবিবেচক ভাবতে পারেন,' একটু অস্বস্তির সাথে বলল এডওয়ার্ড, 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, স্যার, আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।'

সাত বছর পর যখন প্রথম দাঁড়াল এডওয়ার্ডের সামনে, কেঁপে উঠল পেশেন্সের বুকের ভেতরটা, রক্তিমাভা ধারণ করল মুখ। অতীতের প্রসঙ্গ তুলল না দু'জনের কেউ। কিছুক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল ওদের সম্পর্ক। এডওয়ার্ড আবার তার ভালবাসার কথা জানাল পেশেন্সকে, এবং জিতে নিল ওকে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে দু'জন দু'জনের কাছে ব্যাখ্যা করল সাত বছর আগের সেই সন্ধ্যায় কেন কী ঘটেছিল। অবসান হলো সব ভুল বোঝাবুঝির।

এক বছর পর মহা জাঁকজমকপূর্ণ এক আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো হ্যাম্পটন

কোর্ট-এ। তিনজন নব বিবাহিত দম্পতির সম্মানে এই উৎসব– এডওয়ার্ড বিভারলির সাথে এডিথের বিয়েতে পেশেন্স হিদারস্টোনের, চ্যালোনারের সাথে অ্যালিসের, এবং গ্রেনর্ভিলের সাথে এডিথের বিয়েতে মহানুভব দ্বিতীয় চার্লস স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করলেন। তিন জোড়া হাত এক করে দিতে দিতে তিনি বললেন, 'আনুগত্যের পুরস্কার এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?'

হামফ্রের কৃষিকাজ চলছে। এডওয়ার্ড ওকে বিরাট একটা মহাল ইজারা দিয়েছে। করমুক্ত। কয়েক বছরের মধ্যে নিজস্ব একটা সম্পত্তি কেনবার মত অর্থ জমিয়ে ফেলতে পারল হামফ্রে। তারপর ও ক্লারা র‍্যাটক্লিফকে বিয়ে করল। রাজা দেশে ফিরে আসবার দু'বছর আগে দূর সম্পর্কের এক বৃদ্ধ চাচা ক্লারার অভিভাবকত্ব দাবি করেন। গ্রামে থাকতেন তিনি। অনেক খোঁজ করবার পর নাকি জানতে পেরেছিলেন ভাস্তি কোথায় আছে। হামফ্রের সাথে ক্লারার বিয়ে হওয়ার বছর খানেকের মাথায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ক্লারাকে দিয়ে ইহলোক ত্যাগ ক.

নিউ ফরেস্টের কুটিরটা দেওয়া হয়েছে পাবলোকে। এডওয়ার্ড নিজে দেখে শুনে ওর বিয়ে দিয়েছে আর্নউডের এক মেয়ের সাথে। এক দঙ্গল জিপসী ছেলে-মেয়ে এখন খেলা করে বেড়ায় বুড়ো জ্যাকব আর্মিটেজের কুটিরের প্রাঙ্গণ জুড়ে!

***

The Online Library of Bangla Books